উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজ নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে নামছেন হরমনপ্রীতরা

**তিস্তার জলে চিনা মদত!**

আওয়ামী লিগের বিরোধী ছাত্র নেতারা ভারত-বিরোধিতার পালে হাওয়া তুলতে তিস্তা জল বণ্টনের দাবিকে সামনে আনতে চাইছেন। তাতে চিনের মদত রয়েছে বলে মনে করছে ভারত। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

| শিলিগুড়ি | | জলপাইগুড়ি | | কোচবিহার | | আলিপুরদুয়ার | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩২° সর্বোচ্চ | ২০° সর্বনিম্ন | ৩২° সর্বোচ্চ | ২০° সর্বনিম্ন | ৩২° সর্বোচ্চ | ২১° সর্বনিম্ন | ৩০° সর্বোচ্চ | ১৯° সর্বনিম্ন |

অ্যাডিলেড নিয়ে আবেগে বিরাট » ১১

শিলিগুড়ি ৫ কার্তিক ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 23 October 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 153

প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি হিসেবে শবরীমালায় পুজো দিলেন দ্রৌপদী মুর্মু। বুধবার কেরলে।

# খরচের লাগাম মুঠোফোনে

পকেটে ক্যাশ নেই। আছে শুধু মুঠোফোন। তাতেই কেল্লা ফতে। এক ক্লিকে মিটিয়ে দেওয়া যাচ্ছে জিনিসের দাম। চলতি অক্টোবরে দেশে গড়ে দৈনিক ইউপিআই লেনদেন ৯৪ হাজার কোটি টাকা। সুবিধা নিতে গিয়ে খরচ বাড়ছে না তো! বিশেষ প্রতিবেদন।

টক অফ দ্য টাইম

**দীপ সাহা**

**শিলিগুড়ি, ২২ অক্টোবর :** -সাব, খুল্লা নেহি হ্যায়। আপ অনলাইন কর দিজিয়ে।

ভুটান সীমান্ত লাগোয়া গৈরিবাসের কাছে এক কাপ চা খেয়ে ৫০ টাকার নোট ধরিয়েছিলেন পেশায় মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ সাগর রায়। পাহাড়ি ওই এলাকাতেও যে ইউপিআই লেনদেন হতে পারে তার আন্দাজ ছিল না তাঁর কাছে। পরে খেয়াল করে দেখলেন, গুমটির ভেতর বাঁশের খুঁটিতে সেঁটে রাখা কিউআর কোড। মুঠোফোনে স্ক্যান করে নিমেষের মধ্যে চায়ের ১০ টাকা মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেও বাদ সাধল দুর্বল ইন্টারনেট। বার তিনেকের চেষ্টায় অবশ্য দাম মেটাতে পেরেছিলেন।

সাগর বলছিলেন, 'আজকাল সব লেনদেন অনলাইন নির্ভর হয়ে যাওয়া পকেটে খুচরো রাখার অভ্যাস কম। ভাগ্যিস, ওই দোকানদারও নিজেকে ডিজিটালি আপগ্রেড করেছেন।'

সপ্তাহান্তে হাট বসে আলিপুরদুয়ারের হাসিমারার সুভাষিণী চা বাগানে। সেখানেও নাকি আজকাল আলু-পটল-মুলো কেনা যায় অনলাইনে দাম মিটিয়ে। শুধু কি তাই, গ্রামের ফুচকা-বিক্রেতা হোক কিংবা মফসসলের টোটোচালক- সবাই আজ অনলাইন পেমেন্ট অ্যাপের শরণাপন্ন।

অক্টোবর মাস ছিল উৎসবের মরশুম। আর উৎসবের এই মাসেই নতুন ইতিহাস তৈরি হয়েছে ডিজিটাল লেনদেনে। সরকারি তথ্য বলছে, চলতি মাসে দেশে দৈনিক গড়ে ইউপিআই লেনদেন হয়েছে ৯৪ হাজার কোটি টাকার, গত সেপ্টেম্বরের তুলনায় যা ১৩ শতাংশ বেশি। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, উৎসবের মরশুমে বাড়তি কেনাকাটা, জিএসটি'র হার কমে যাওয়া ইত্যাদি নানা কারণে চলতি মাসে ইউপিআই লেনদেন হয়েছে যথেচ্ছ। ফলে চাঙ্গা হচ্ছে বাজার। কিন্তু এই ঝলমলে পরিসংখ্যানের পেছনে আশঙ্কার ছায়াও দেখতে পারছেন কেউ কেউ। বিশেষ করে অতিরিক্ত খরচের প্রবণতা বেড়ে যাওয়ায় চিন্তায় আমআদমিও।

অর্থনীতিবিদ সৌরভ মুখোপাধ্যায় মনে করেন, ইউপিআই অর্থনীতিতে স্বচ্ছতা এনেছে বটে, কিন্তু এটি মানুষের ব্যয়ের মনস্তত্ত্ব পালটে দিয়েছে। এখন খরচ করা যত সহজ, সঞ্চয় করা তত কঠিন। এই প্রবণতা যদি নিয়ন্ত্রিত না হয়, তবে ভবিষ্যতে নগদহীন সমাজে অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা রক্ষা করাই বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে।

কথা হচ্ছিল বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত সুমন সরকারের সঙ্গে। আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা সুমনের ব্যাখ্যা, 'আমাদের আয় যেহেতু সীমিত, এরপর দশের পাতায়

# টানা জেরার পর রাতেই গ্রেপ্তার নবজিৎ

**কার্তিক দাস**

**খড়িবাড়ি, ২২ অক্টোবর :** ১২ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট লাগাতার জিজ্ঞাসাবাদের পর অবশেষে গ্রেপ্তার করা হল খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্র জালিয়াতি কাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত পার্থ সাহার এজেন্ট নবজিৎ গুহ নিয়োগীকে। বুধবার সকাল ১১টা থেকে খড়িবাড়ি থানায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয়। রাত পৌনে বারোটা নাগাদ তাঁকে গ্রেপ্তার করে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার নবজিৎকে আদালতে তোলা হবে বলে জানানো হয়েছে।

গত ১০ অগাস্ট জালিয়াতি কাণ্ডে অভিযুক্ত পার্থ সাহার কুকীর্তি খড়িবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক (বিএমওএইচ) ধরে ফেলার পর তিনি বিএমওএইচ-এর কাছে একটি মুচলেকা জমা দেন। তাতে পার্থ লিখেছিলেন, 'নকশালবাড়ি বিডিও অফিসের বিএসকে কর্মী নবজিৎ গুহ নিয়োগী তাঁকে জাল শংসাপত্র পিছু ১০ হাজার টাকা করে দিয়েছেন।' মুচলেকায় পার্থ আরও স্বীকার করেন, এই নবজিৎ তাঁকে টাকার লোভ দেখিয়ে ৪৫০টি জাল শংসাপত্র জন্ম-মৃত্যু তথ্য

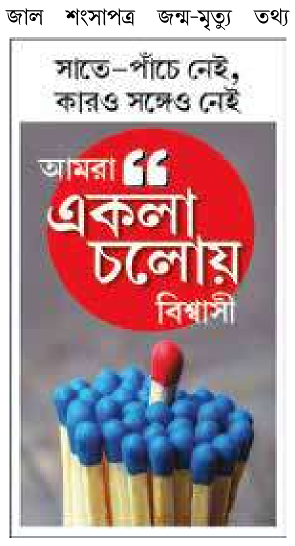


পোর্টাল থেকে তৈরি করিয়েছেন। পার্থর স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, জাল শংসাপত্র তৈরি করে তিনি মোট ৪৫ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছেন। যদিও জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের তদন্তে উঠে আসে, মাত্র তিন মাস সময়ের মধ্যে তৈরি করা হয়েছে ৮৪৪টি জাল শংসাপত্র। ঘটনাটি উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশের পর শোরগোল পড়ে যায় খড়িবাড়ি এলাকায়।

এদিকে, গত ১৭ অক্টোবর রাতে খড়িবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ শফিউল আলম মল্লিক খড়িবাড়ি থানায় তৃণমূল নেত্রীর ছেলে এবং জাল শংসাপত্র কাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত পার্থ সাহার নামে অভিযোগ দায়ের করেন। শফিউল তাঁর অভিযোগের এরপর দশের পাতায়

# বিপদঘণ্টা শহরতলিতে

## আবর্জনা সাফাইয়ে অব্যবস্থা

**সাগর বাগচী**

**শিবমন্দির, ২২ অক্টোবর :** নগরায়ণের ধাক্কায় শিলিগুড়ি পুরনিগমকে টেক্কা দিচ্ছে শহর লাগোয়া মহকুমা পরিষদের এলাকা। এই এলাকায় গড়ে উঠছে একের পর এক বহুতল, আবাসন ও মার্কেট কমপ্লেক্স। একদিকে যেমন ব্যবসা হচ্ছে, তেমনই বাইরে থেকে হাজার হাজার মানুষ মাটিগাড়া, আঠারোখাই, বাগডোগরা, চম্পাসারির মতো এলাকায় বসবাস শুরু করছেন। অথচ ওই গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোয় আবর্জনা পরিষ্কারের কোনও সুব্যবস্থা নেই। এতদিনেও বিন্দুমাত্র পরিকাঠামো গড়ে তোলা যায়নি।

আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের কথাই যদি ধরা যায়, বাড়ি বাড়ি গিয়ে আবর্জনা সংগ্রহ করার জন্য যে পাঁচটি ভ্যান কেনা হয়েছিল, সেগুলো পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। চালানোর লোক নেই। গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে যে পারিশ্রমিক 'অফার' করা হচ্ছে, তাতে কেউ কাজ করতে রাজি নন। প্রতিটি ভ্যান কিনতে খরচ হয় ৯ হাজার টাকা করে। আবার সরকারি টাকায় কেনা দুটো টোটোও নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অন্য এলাকা থেকে 'ধার' করে একটি টোটো আনা হয়েছে। আবর্জনা সংগ্রহ ও পৃথকীকরণের

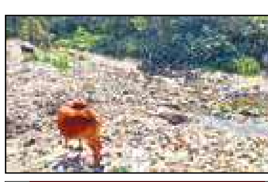

**নেই পরিকাঠামো**

- শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এলাকায় আবর্জনা সংগ্রহে চরম অব্যবস্থা
- লোকবলের অভাব, আবর্জনা সংগ্রহের জন্য পর্যাপ্ত গাড়িও নেই
- জাতীয় সড়কের ধারে ও মাগুরমারি নদীতে আবর্জনা ফেলার হিড়িক
- গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানদের বিরুদ্ধে বৈঠকে উপস্থিত না থাকার অভিযোগ

জন্য রয়েছেন ১০ জন কর্মী। এই লোকবলে গোটা এলাকার আবর্জনা অপসারণ যে সম্ভব নয়, তা বলাই বাহুল্য।

মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েত একটি সংস্থাকে আবর্জনা পরিষ্কারের দায়িত্ব দিয়েছে। সেখানে একটি করে টোটো, ট্র্যাক্টর ও ছোট গাড়িতে আবর্জনা সংগ্রহ করা হয়। চারটি টোটো অবশ্য নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বাগডোগরার পরিকাঠামো সবচেয়ে সঙ্গিন। সীমিত পরিকাঠামো নিয়ে আবর্জনা অপসারণ এক প্রকার অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এশিয়ান হাইওয়ে-২, ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে যেখানে-সেখানে আবর্জনা ফেলে ডাম্পিং গ্রাউন্ড বানিয়ে ফেলা হয়েছে। অভিযোগ, বাইরে থেকে অনেকে আবর্জনা ফেলছেন।

মাটিগাড়ার সায়েন্স সেন্টার, শিবমন্দিরের মাগুরমারি নদীর চেহারা দেখলে আঁতকে উঠতে হয়। বাগডোগরা থেকে নকশালবাড়ির দিকে যাওয়ার সময় রাস্তার পাশে ডাঁই করে রাখা আবর্জনার দুর্গন্ধে নাকে রুমাল চাপা না দিয়ে যাওয়াই সম্ভব নয়। মাঝেমধ্যে ওই আবর্জনায় কেউ বা কারা আগুন জ্বালিয়ে দেয়। তারপর আবার তৈরি হয় আবর্জনার পাহাড়।

যদিও এমন পরিস্থিতিতে গ্রাম পঞ্চায়েতকেই বাড়তি দায়িত্ব নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন মহকুমা পরিষদের পরিবেশ বিষয়ক বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ প্রিয়াংকা বিশ্বাস। তাঁর দাবি, মহকুমা পরিষদে আয়োজিত আবর্জনা অপসারণ সংক্রান্ত বৈঠকে বেশিরভাগ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান উপস্থিত থাকেন না। এরপর দশের পাতায়

# বাজি-বিরোধিতাকে কটাক্ষ, বিতর্কে আইসি

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ২২ অক্টোবর :** শব্দবাজি ফাটানোর বিরোধিতাকে টিপ্পনী করতে গিয়ে বিতর্কে জড়ালেন দার্জিলিংয়ের সাইবার ক্রাইম থানার আইসি দেবাশিস রায়। মূলত সংগঠনগুলোর প্রবীণ সদস্যদের টার্গেট করে আইসি ব্যক্তিগত ফেসবুক প্রোফাইল পোস্ট করেন, 'যে কাকুরা বয়সকালে চুটিয়ে বুড়িমার চকোলেট বোম ফাটাতেন, উনাদেরই আজ সাদা চুলে, বুকে পেসমেকার বসিয়ে শব্দবাজির বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবী পোস্ট করতে দেখা যাচ্ছে।' ওই পোস্ট ভাইরাল হওয়ার সঙ্গেই গোটা রাজ্যে ওই পুলিশ অফিসারকে নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়েছে। ওই পুলিশ অফিসারের অপসারণের দাবি জানাতে শুরু করেছে পরিবেশপ্রেমী সংগঠনগুলো।

এদিকে বিষয়টা নিয়ে এদিন দুপুরে ডেপুটি সুপার (টাউন) দার্জিলিং উজ্জ্বল সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'খোঁজ নিয়ে গোটা বিষয়টা দেখছি।' পরে রাতের দিকে তিনি উত্তরবঙ্গ সংবাদকে ফোন করে জানান, 'আমি ওই অফিসারকে ডেকেছিলাম। বিষয়টা নিয়ে ওঁর সঙ্গে কথা বলি। উনিও পোস্টটি ডিলিট করেছেন।

আমরা বিষয়টা মিটিয়ে নিচ্ছি।' আইসি দেবাশিস রায় বলেন, 'আমি এ ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করব না। সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখেছিলাম, এক ব্যক্তি দাবি করছেন চকোলেট বোমে তাঁর টোটো উড়ে গিয়েছে। আমি তাই আমার ব্যক্তিগত প্রোফাইল থেকে একটি পোস্ট করেছিলাম।'

বাজি ফাটানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে মহিলাদের মারধরের অভিযোগে ইতিমধ্যেই বিতর্কে জড়িয়েছেন কোচবিহারের পুলিশ সুপার। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাপ ছড়াচ্ছে কোচবিহারে। এরমধ্যেই নতুন করে বিতর্কে জড়ালেন দার্জিলিং সাইবার ক্রাইম থানার আইসি। বিষয়টা নিয়ে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছেন সবুজ মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক নব দত্ত। তাঁর পরিষ্কার বক্তব্য, 'সংবিধানের আইন মোতাবেকই শব্দবাজির প্রতিবাদ করা হচ্ছে। যদিও খোদ একজন পুলিশ অফিসারই সেই আইন মানতে চাইছেন না।' পোস্টে পেসমেকার ও সাদা চুলের শব্দ প্রয়োগ প্রসঙ্গে নব দত্তের কটাক্ষ, 'ওই পুলিশ অফিসার হয়তো জানতেন না, আগে ফুলঝুরি, তুবড়ির ব্যবহার হত। পরবর্তীতে এল কালিপটকা। যদিও এখন চকোলেট বোম, বুলেট বোম এসেছে। জানি না, ওই অফিসারের বয়স কত? এরপর দশের পাতায়

# বিশ্বস্ত পঙ্কজকে বেছে পাহাড়ে চাল কেন্দ্রের

**নবনীতা মণ্ডল**

**নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর :** অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অফিসার পঙ্কজ সিংকে পাহাড় সমস্যা মেটাতে কেন্দ্র মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করায় শুরু হয়েছে রাজ্যের সঙ্গে সংঘাত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সরাসরি চিঠি লিখে এই 'একতরফা' সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি জানিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মমতার আপত্তির পেছনে রয়েছে কেন্দ্রের মধ্যস্থতাকারী বাছাই। পঙ্কজ সিংয়ের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা ও ইতিহাস রাজ্যের কাছে সন্দেহের কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। ১৯৯৮ ব্যাচের রাজস্থান ক্যাডারের অফিসার পঙ্কজ দীর্ঘসময় পশ্চিমবঙ্গে কাজ করেছেন। তিনি বিএসএফ-এর ডিরেক্টর জেনারেল থাকাকালীন ২০২১ সালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সীমান্তে বিএসএফ-এর এক্তিয়ার ১৫ কিমি থেকে বাড়িয়ে ৫০ কিমি করেছিল। তা নিয়ে রাজ্য সরকারের কেন্দ্রের সংঘাত কম হয়নি।

তৃণমূল সেই সময় কেন্দ্রের এই পদক্ষেপকে 'যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপর আঘাত' এবং রাজ্য পুলিশের অধিকার খর্ব করার চেষ্টা বলে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। রাজ্য সরকারের চোখে বিএসএফের এলাকা সম্প্রসারণের নেই নীতির অন্যতম প্রধান কুশলী পঙ্কজ। এজন্য রাজ্য সরকার তাঁকে দিল্লির 'হস্তক্ষেপের প্রতীক' হিসাবে বিবেচনা করছে।

যদিও রাজ্যের আপত্তি কেবল তাঁকে নিয়ে নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়েও প্রতিবাদ আছে। কিন্তু কেন্দ্র কেন পাহাড় সমস্যা সমাধানে আলোচনার জন্য পঙ্কজকেই বেছে নিল? পুরোনো 'বেঙ্গল কানেকশন' এবং কর্মদক্ষতা তাঁকে এই সংবেদনশীল ভূমিকার জন্য যোগ্য করে তুলেছে বলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে খবর। সেই কর্মদক্ষতার মধ্যে আছে বিএসএফ-এর ডিজি পদে থাকার সময় সীমান্ত পরিস্থিতি, গোরু পাচার ও অন্যান্য স্পর্শকাতর বিষয়গুলি সফলভাবে সামলানো।

বিএসএফ-এর এক্তিয়ার বৃদ্ধি নিয়ে রাজ্যের সঙ্গে সংঘাত এরপর দশের পাতায়

# উজ্জ্বলতা ম্লান বাঙালি উদ্যোগ ও জলপাইগুড়ির

সালটা ১৮৭৪। গজলডোবায় গড়ে উঠেছিল ডুয়ার্সের প্রথম চা বাগান। তিস্তার গ্রাসে সেই চা বাগান এখন আর নেই। কিন্তু রয়ে গিয়েছে দীর্ঘ ১৫০ বছরের স্মৃতি। এতগুলো বছর পেরিয়ে এসে কোথায় দাঁড়িয়ে চা শিল্প? সুলুকসন্ধানে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ প্রথম পর্ব

১৫০ পেরিয়ে ডুয়ার্সের চা

**উমেশ শর্মা**

উত্তরবঙ্গে চা শিল্পের ইতিহাস লেখাই যাবে না জলপাইগুড়ির উল্লেখ না করলে। জলপাইগুড়িকে ঘিরে সেই ইতিহাস মানেই একদল বাঙালি শিল্পপতির উদ্যোগ। যাঁরা জল-জলা-জঙ্গলে ভর্তি ডুয়ার্সে কালাজ্বর-ম্যালেরিয়া-ডায়ারিয়ার বিপদের মধ্যে একের পর এক চা বাগান গড়ে তুলেছিলেন।

তবে এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, জলপাইগুড়ি জেলা গঠনের সূচনায় বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর বাবা ভগবানচন্দ্র বসু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে না এলে জলপাইগুড়ি জেলায় চা শিল্পের বিকাশ ঘটত না। তাঁর সহযোগিতা না থাকলে ধনী আইনজীবী, সরকারি কর্মচারীরা প্রায় অচেনা ও অনিশ্চিত চায়ের ব্যবসায় উৎসাহিত হতেন কি না সন্দেহ। তাঁর উদ্যোগে জলপাইগুড়ি হয়ে উঠেছিল চায়ের শহর, উত্তরবঙ্গে চা শিল্পের সদর দপ্তর।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে দ্বিতীয় ইঙ্গ-ভুটান যুদ্ধের কল্যাণে নব্য বাঙালি ধনী রহিম বক্স প্রধান জলঢাকা আলতাডাঙ্গায় চা বাগান গড়ে তোলেন। পরের তিন দশকের মধ্যে গড়ে ওঠে শতাধিক চা বাগিচা। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ভগবানচন্দ্রের

উৎসাহে তাঁর জামাতা আনন্দমোহন বসু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পূর্বপুরুষ দুর্গামোহন দাশ এবং নীলরতন সরকার বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে চা বাগান গড়ে তুলতে থাকেন।

১৮৭৯ সালে জলপাইগুড়িতে প্রথম ভারতীয় চা কোম্পানি গড়ে ওঠে মূলত বাঙালিদের উদ্যোগে। জলপাইগুড়ি টি কোম্পানি নামে সেই সংস্থার ডিরেক্টর হন জয়চন্দ্র সান্যাল, গোপালচন্দ্র ঘোষ, যাদব চক্রবর্তী, মহিমচন্দ্র ঘোষ ও হরিশচন্দ্র অধিকারী প্রমুখ বাঙালি। ১৮৭৯ - ১৯১০ সালের মধ্যে তাঁদের উদ্যোগে গড়ে ওঠে জলপাইগুড়ি, নর্দার্ন বেঙ্গল, গুরজংঝোরা, আঞ্জুমান, চামুর্চি, কাঁঠালগুড়ি, চুনিয়াঝোরা, আটিয়াবাড়ি, রামঝোরা, দেবপাড়া, ডায়না ইত্যাদি একের পর এক টি কোম্পানি।

সেই চা উদ্যোগপতিদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন মার্টিন বার্ন কোম্পানির অংশীদার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, আইনজীবী তারিণীপ্রসাদ রায় ও রাজেন্দ্রনাথের সহপাঠী পেশায় ইঞ্জিনিয়ার গগনচন্দ্র বসু। অর্থ লগ্নি করেন জেলার ব্যবসায়ী ইহুদি পল এ জর্ডন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তাঁদের ব্যাংক লোনেরও ব্যবস্থা করে দেন। আলাদা আলাদা কোম্পানিগুলি ১৯১৫ সালে প্রথম ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের ছাতার তলায় সংঘবদ্ধ হয়।

রায়কত রাজ এস্টেট ও ডুয়ার্সের ধনী জোতদারদের মামলা-মোকদ্দমার পাশাপাশি অনেক আইনজীবী জলপাইগুড়িতে এসেছিলেন চা বাগানের কাজে। নবাব মোশারফ হোসেন নোয়াখালি, কুমিল্লা থেকে স্বজনদের ডেকে চা বাগানে, হেড অফিসে চাকরি দিতেন। এরপর দশের পাতায়

### জোট নয়, একলা চলার পথে

# রাহুলের পরামর্শে কোতুয়ালির ঘুঁটি

কল্লোল মজুমদার

**মালদা, ২২ অক্টোবর :** আপাতত জোটের কথা চিন্তা না করে মালদা জেলার নেতাদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পরামর্শ দিলেন রাহুল গান্ধি। এমনটাই জানালেন মালদা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি তথা দক্ষিণ মালদার সাংসদ ইশা খান চৌধুরী।

তাঁর কথাতেই স্পষ্ট, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বামেদের সঙ্গে জোট নিয়ে আপাতত কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। ইশার দাবি, এবারের নির্বাচনে রাজ্যে সরকার গড়ার ক্ষেত্রে ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াবে কংগ্রেস। তবে সিপিএমের জেলা সম্পাদক কৌশিক মিশ্রের প্রতিক্রিয়া, 'আমরাও এককভাবে লড়াই করতে প্রস্তুত।'

রাহুল গান্ধির পরামর্শ মেনেই আপাতত বিধানসভা ভোটের আগে ঘুঁটি সাজাচ্ছে কোতুয়ালি। গত বিধানসভা নির্বাচনে মালদা জেলার ১২টি বিধানসভা আসনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বামেদের সঙ্গে জোট করেছিল কংগ্রেস। কিন্তু একটি আসনও পায়নি। চারটি আসন যায় বিজেপির হাতে। বাকি আটটি আসন পায় রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। একসময় কংগ্রেসের গড় বলে পরিচিত সুজাপুর কেন্দ্রেও জিতে যায় তৃণমূল। পাশাপাশি, গত লোকসভা নির্বাচনে জেলার দুটি আসনের মধ্যে দক্ষিণ মালদায় বামেদের সঙ্গে জোট হয় কংগ্রেসের। তবে উত্তর মালদা আসনে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করে কংগ্রেস ও সিপিএম। কার্যত ত্রিমুখী লড়াইয়ে সেই আসনটি জিতে নেয় বিজেপি। আর এ থেকেই স্পষ্ট বাম কংগ্রেসের জোট না হলে সুবিধা বাড়বে তৃণমূল ও বিজেপির।

**বিধানসভা ভোট**
- মালদা জেলার ১২টি বিধানসভা আসনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে বামেদের সঙ্গে জোট করেছিল কংগ্রেস
- কিন্তু একটি আসনও পায়নি
- একসময় কংগ্রেসের গড় বলে পরিচিত সুজাপুর কেন্দ্রেও জিতে যায় তৃণমূল

বামফ্রন্টের সঙ্গে জোট প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে ইশার মন্তব্য, 'হাইকমান্ড আমাদের নির্দেশ দিয়েছে, আগে জোটের কথা চিন্তা না করে সংগঠন সাজিয়ে তোলার জন্য। সংগঠনের কাজ শেষ করা হলে প্রত্যেকটি জেলার নেতাদের থেকে জোটের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে জানতে চাইবে পিসিসি। সেই রিপোর্ট পিসিসি দেবে হাইকমান্ডকে। তারপরেই সিদ্ধান্ত হবে।' ইশা অবশ্য আত্মবিশ্বাসী যে, এককভাবে লড়লে মালদা, মুর্শিদাবাদ সহ কয়েকটি জেলায় তাঁরা আসন পাবেন।

দুই দলের নেতাদের সূত্রে জানা যাচ্ছে, এই নির্দেশের পর এখনও জোট নিয়ে জেলা পর্যায়ে কোনও আলোচনা শুরু হয়নি। এরপরেও কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করা নিয়ে আশাবাদী সিপিএম। জোট প্রসঙ্গে সিপিএমের জেলা সম্পাদক কৌশিক মিশ্রের মন্তব্য, 'আমি বলব রাজ্যের দুর্নীতিবাজ তৃণমূল আর কেন্দ্রের সাম্প্রদায়িক শক্তি বিজেপিকে সরাতে এই দুই দল বাদে সবার এগিয়ে আসা উচিত। আর কংগ্রেস যদি জোট করতে চায় তবে এগিয়ে আসতে হবে ওই দলের নেতাদের।'

# ছটের ভিড় সামলাতে ৪৮টি স্পেশাল ট্রেন

প্রণব সূত্রধর

**আলিপুরদুয়ার, ২২ অক্টোবর :** দীপাবলি ও ছটপুজোর মরশুমে ৪৮টি স্পেশাল ট্রেন চালাবে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। বেশিরভাগ ট্রেন আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের কোকরাঝাড়, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ কোচবিহার সহ বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়াবে। ছোট স্টেশনে থামবে ২ মিনিট, আর বড় স্টেশনে ৫ মিনিট। ছটপুজোর মরশুমে যাত্রীদের অত্যধিক চাপ কমাতে এই উদ্যোগ।

রেল সূত্রে খবর, অসম থেকে আলিপুরদুয়ার হয়ে বিহার রুটে এই ট্রেনগুলি চলাচল করবে। যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য স্টেশন চত্বরে নজর রাখবে আরপিএফ সহ রেলকর্মীদের বিশেষ টিম। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে একাধিক অতিরিক্ত জায়গায় স্টপের নির্দেশ রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

কোন ট্রেনে কত যাত্রী তা জানতে টিকিট বুকিংয়ের উপর নজর রাখা হবে। প্রয়োজনে সেই ট্রেনে অতিরিক্ত কোচ সংযোগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভিড়ের জন্য যাতে টিকিট কাটতে সমস্যা না হয় সেজন্য বড় স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম টিকিট কাটতে হবে না।

বুধবার আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশনে সাংবাদিক সম্মেলন করে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম দেবেন্দ্র সিং একথা জানান। তিনি বলেন, 'আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ৪৮টি বিশেষ ট্রেন সুষ্ঠুভাবে চালানোর জন্য একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করা হয়েছে।'

এছাড়াও এদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন এডিআরএম সাহেবলুং কামাই সহ অন্য রেলকর্তারা। প্রতিটি স্টেশনে নিরাপত্তার জন্য সিসিটিভির উপর নজর রাখা হবে। এছাড়াও ট্রেন পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখার উপর জোর দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। ট্রেনে পরিচ্ছন্ন বিছানার চাদর ও বালিশের ঢাকনা সরবরাহের আশ্বাস দিয়েছেন ডিআরএম। এছাড়াও আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশনে দ্বিতীয় পিট লাইন তৈরির কাজ চলছে বলে জানান তিনি। একটি পিট লাইন আগে থেকে রয়েছে। দ্বিতীয় লাইন তৈরি হলে আরও ট্রেন রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধা হবে। এছাড়াও ইন্দো-ভুটান রেলপথ কোকরাঝাড়-গেলেফু রুটের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন। সিকিম-রংপো রেলপথের কাজ শেষ হতে আরও দুই বছর লাগবে বলে মনে করছেন রেলকর্তারা।

> আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ৪৮টি বিশেষ ট্রেন সুষ্ঠুভাবে চালানোর জন্য একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করা হয়েছে।
>
> **দেবেন্দ্র সিং**
> ডিআরএম, আলিপুরদুয়ার ডিভিশন, এনএফ রেলওয়ে

## সোনা ও রুপোর দর

| | |
|---|---|
| পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১২৫৪০০ |
| পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১২৬০০০ |
| হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১১৯৭৫০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি) | ১৫৭৯৫০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) | ১৫৮০৫০ |

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পশ্চিমবঙ্গ বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

**Notice**

E-Tender is being invited from the bonafied contractors vide NIT. No- 40/BDO/PHD/APAS/HSGP/2025-26, Date:- 20.10.2025, 41/BDO/PHD/APAS/BDN1GP/2025-26, Date:- 22.10.2025 and 42/DEV/PHD/APAS/CBGP/2025-26 Dt.- 22.10.2025 Last Date for submission of Bids - 12/11/2025 at 11.00 am., 12/11/2025 at 3.00 pm, 12/11/2025 at 3.00 pm. Other details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days.

Sd/-
Block Development Officer,
Phansidewa Development Block

## তারিখ পরিবর্তন

অনিবার্য কারণবশত আমাদের লটারি, পরিচালনায় পানিট্যাঙ্কি মোড় যুবকবৃন্দ, সহযোগীতায় রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘ, সেবক রোড, শিলিগুড়ি 734001 (দার্জিলিং)-এর ড্র যা পূর্ব নির্ধারিত ছিল 23/10/25 (বৃহস্পতিবার), তা পরিবর্তিত করা হয়েছে। নতুন ড্রয়ের তারিখ 02/11/2025 (রবিবার) করা হয়েছে। ড্রয়ের স্থান ও অন্যান্য শর্তাবলি অপরিবর্তিত। (C/118819)

## কর্মখালি

সিকিউরিটি গার্ডের জন্য অভিজ্ঞ লোক চাই। থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। M:- 9635658503. (C/118368)

•

Teachers (residential) For School at Jodhpur (Rajasthan) Walk in interview at Siliguri on 23 to 26 October. M-9799878678/ 9783251436. (K)

•

জলপাইগুড়িতে সিকিউরিটি গার্ড ও হাউসকিপিং স্টাফ চাই। বেতন-7000, মাসে ২ দিন ছুটি। M-8391902102 (C/118809)

•

Urgently want candidate for Manager & Electrician Supervisor post in North Bengal's best outdoor Advertising Company. Salary 50K to 1Lac, must have 2 wheeler. Experience in ad agency first preferable. Contact Details: P.S.Enterprise, M.N. Sarkar Road, Chanapatty, Mahananda Para Siliguri-01 Ph : 6296662588/6294410611/7001205004. (C/118368)

## অ্যাফিডেভিট

আমার স্কুল অ্যাডমিট Roll 004-351G নং 0297, WBBSE, মাধ্যমিক পরীক্ষা সার্টিফিকেট নং 01-031 বাবার ডাক নাম লিপিবদ্ধ হওয়ায় গত 12-09-25, E.M, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে বাবা Rabindra Nath Barman এবং Haridas Barman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। – প্রশান্ত বর্মন, পুষনাডাঙ্গা, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/118158)

•

My name was wrongly recorded in my birth certificate. On 15.10.2025 before Hobl. E.M. Court, Jalpaiguri by affidavit declared that Phulmanti Oraon and Fulwanti Oraon is one and same identical person, Phulmanti Oraon, Binnaguri, Jal. (C/118539)

•

আমার ছেলে বিকি দাস-এর জন্ম শংসাপত্র রেজিস্ট্রেশন নং 2733 dt 31/03/11. আমার নাম সঞ্জিত চন্দ্র দাস-এর পরিবর্তে সঞ্জিত দাস হওয়ায় গত 15/10/25 তারিখে জলপাইগুড়ি J.M. 1st Court-এ অ্যাফিডেভিট দ্বারা ঐ জন্ম শংসাপত্রে আমার নাম সংশোধন করার আবেদন করেছি। সঞ্জিত চন্দ্র দাস, দক্ষিণ গোসাইরহাট, ধূপগুড়ি। (A/B)

**নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেডিয়াম কমপ্লেক্স-এ ক্রীড়া সুবিধার উন্নয়ন**

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ইএল/২৯/২৬_২০২৫/কে/৮১১, তারিখ: ১৬-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং.: ২৬_২০২৫, কাজের নাম: নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেডিয়াম কমপ্লেক্স-এ ক্রীড়া সুবিধার উন্নয়ন। টেন্ডার মূল্য: ১,৮৫,৭৪,৯৩০.০৪ টাকা; বায়নার ধন: ২,৪২,৯০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

**সার্বিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি**

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/আরটি১২_২০২৫/কে/৮১৬; তারিখ: ১৬-১০-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং. : আরটি১২_২০২৫; কাজের নাম : কাটিহার ডিভিশনে-দুই(০২) বছরের জন্য কাটিহার ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশন/স্থানে পিআরএস/ইউটিএস এবং সার্ভিস বিল্ডিং/এলসি গেটে স্থাপিত বিভিন্ন ব্র্যান্ড এবং ক্ষমতার ইউপিএস এবং ইনভার্টারের সার্বিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। টেন্ডার মূল্য: ৭৪,০২,৯৭০.৫৬/- টাকা; বায়না মূল্য : ১,৪৮,১০০/-টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১০-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১০-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

**বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ**

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ইএল/২৯/২৪_২০২৫/কে/৮১৩, তারিখ: ১৬-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং.: ২৪_২০২৫, কাজের নাম: এস এন্ড টি কাজের সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ "বারসুই জং.-এ ইআই-সিস্টেমের ইন্টারলকিং সহ উভয় প্রান্ত থেকে দুটি সংযোগহীন লাইনের সংযোগ"। টেন্ডার মূল্য: ৭৮,৮৩,৬৭৩.০০ টাকা; বায়নার ধন: ১,৫৭,৭০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

**বৈদ্যুতিক সাধারণ সম্পদের পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য আইওটি ডিভাইসের ব্যবস্থা**

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ইএল/২৯/আরটি১৮_২০২৫/কে/৮১৫, তারিখ: ১৬-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং.: আরটি১৮_২০২৫, কাজের নাম: কাটিহার ডিভিশন: কাটিহার ডিভিশনে লিফট, এসকেলেটর, প্ল্যাটফর্ম (৩০/৭০%) লাইটিং, স্ট্রিট লাইট, সাব-স্টেশন, পাম্প ইত্যাদির মতো বৈদ্যুতিক সাধারণ সম্পদের পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য আইওটি ডিভাইসের ব্যবস্থা (ফেজ-)। টেন্ডার মূল্য: ৫,৫৮,০৪,৭২৪.০০ টাকা; বায়নার ধন: ৪,২৯,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

**কাটিহার ডিভিশনে এসএন্ডটি কাজ**

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : কেআইআর-এন-২০২৫-কে-৪৭; তারিখ : ১৫-১০-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; কাজের নাম : এসএসই/এসআইজি/মালদা টাউনের আওতাধীন বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিনে সংকেত সহায়তা। টেন্ডার মূল্য : ৩৯,৯৮,৮৯৪/- টাকা; বায়না মূল্য : ৮০,০০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৭-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৭-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এস এন্ড টি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

**নিউ কোচবিহার - বামনহাট সেকশনে লেভেল ক্রসিং অপসারণ করা**

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ৯১/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখ: ১৬-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং.: ২১-এপি-II-২০২৫। কাজের নাম: এডিইএন/এই চকিউ/আলিপুরদুয়ার জং. অধিক্ষেত্রের অধীনে নিউ কোচবিহার - বামনহাট সেকশনে এবি/৩৩ - এবি/৩৪ এবং এবি/৩৫ - এবি/৩৬ -এর সাথে সমান্তরাল সংযোগকারী রাস্তা প্রদান করে লেভেল ক্রসিং এবি/৩৩ ও এবি/৩৫-এর অপসারণ। টেন্ডার মূল্য: ৩,৭২,৬৯,০৫৩.০২ টাকা; বায়নার ধন: ৩,৩৬,৪০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৬-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে ০৬-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

**সিগন্যালিং কাজ**

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: কেআইআর-এন-২০২৫-কে-৪৬, তারিখ: ১৫-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: কাজের নাম: এসএসই এসআইজি কিষানগঞ্জ অধিক্ষেত্রের অধীনে কার্যরত বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিনে সিগন্যালিং সহায়তা প্রদান। টেন্ডার মূল্য: ৪০,০১,৮৪৯.০০ টাকা; বায়নার ধন: ৮০,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০৭-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং খুলবে ০৭-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৭-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

**ABRIDGED E-TENDER NOTICE**

Tender are hereby invited vide Tender Reference e-NIT No. DHUPGURI/APAS/BDO/NIT-016/2025-26, DHUPGURI/APAS/BDO/NIT-017/2025-26, DHUPGURI/APAS/BDO/NIT-018/2025-26 & DHUPGURI/APAS/BDO/NIT-019/2025-26 from the undersigned. Details of works and tender conditions are available in the office of the undersigned in any working day during office hours.

visit www.wbetendres.gov.in and Office Notice Board for further details.

Block Development Officer
Dhupguri Development Block

**কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ**

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/২৮_২০২৫/কে/৮০৯; তারিখ: ১৬-১০-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন; টেন্ডার নং.: ২৮_২০২৫; কাজের নাম : [illegible] টেন্ডার মূল্য : [illegible] টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১০-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১০-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

## আজ টিভিতে

আর্যর অতীতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কী করল অপর্ণা?
**চিরদিনই তুমি যে আমার সন্ধে ৬.৩০ জি বাংলা**

### সিনেমা

**জলসা মুভিজ :** সকাল ১০.০০ প্রেমী নম্বর ওয়ান, দুপুর ১.১৫ হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা, বিকেল ৪.১৫ পারব না আমি ছাড়তে তোকে, সন্ধে ৭.০০ মেজ দিদি, রাত ১০.০০ জোর

**কালার্স বাংলা সিনেমা :** সকাল ৯.০০ নায়ক : দ্য রিয়েল হিরো, দুপুর ১২.১৫ সেদিন দেখা হয়েছিল, বিকেল ৩.৩০ মহাগুরু, সন্ধে ৭.০০ জোশ, রাত ১০.০০ বিবাহ অভিযান

**জি বাংলা সোনার :** সকাল ৯.৩০ ভালোবাসি তোমাকে, দুপুর ১২.০০ আশ্রয়, ২.৩০ সুয়োরানি দুয়োরানি, বিকেল ৫.০০ সুন্দর বউ, রাত ১১.০০ বাচ্চা শ্বশুর

**ডিডি বাংলা :** দুপুর ২.৩০ কিছু সংলাপ কিছু প্রলাপ

**কালার্স বাংলা :** দুপুর ২.০০ তুফান

**আকাশ আট :** বিকেল ৩.০৫ পথ

**স্টার গোল্ড সিলেক্ট :** বেলা ১১.০৫ হঙ্গামা-টু, দুপুর ১.৩৫ চশমে বদদুর, বিকেল ৩.৩৬ এয়ার লিফট, ৫.৪০ হম তুম, সন্ধে ৭.৫৯ ঝংকার বিটস, রাত ১০.১৫ এক্সকিউজ মি

**জি সিনেমা :** সকাল ১০.৩৩ কিসি কা ভাই কিসি কি জান, দুপুর ১.০৬ জওয়ান, বিকেল ৪.৪৪ কিক, সন্ধে ৭.৫৫ কটিরা

**অ্যান্ড পিকচার্স :** দুপুর ১২.৫৬ রকসা বন্ধন, বিকেল ৩.০৬ অন্দাজ, ৫.২০ ডাবল ধমাল, রাত ৮.০০ ম্যায়নে পেয়ার কিয়া, ১১.৪৫ ডেভিল ইন ডিউন

**কিছু সংলাপ কিছু প্রলাপ**
**দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা**

**কনস্ট্রাকশন ফেলস** রাত **১০.৩০ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক**

**অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি :** দুপুর ২.৩৬ রাঞ্ঝনা, বিকেল ৪.৫৬ জাজমেন্টাল হ্যায় কেয়া, সন্ধে ৬.৫৯ জওয়ানি জানেমন, রাত ৯.০০ নাম শবানা, ১১.৩৩ আলিগড়

**স্টার মুভিজ :** বিকেল ৪.৪৮ ট্রন, সন্ধে ৬.৪৯ ফ্রি গাই, রাত ৮.৪৫ ডেডপুল, ১০.৩১ ডেডপুল-টু

**বিবাহ অভিযান** রাত ১০.০০ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

# তিস্তায় ফের রিভার র‍্যাফটিং

**শিলিগুড়ি, ২২ অক্টোবর :** দুর্যোগ কাটিয়ে ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছে পাহাড়। সেইমতো দুর্যোগের পর তিস্তাতে বন্ধ হয়ে যাওয়া রিভার র‍্যাফটিং পুনরায় চালু করা হয়েছে গত সপ্তাহ থেকে। এজন্য নির্দেশিকা জারি করেছে জিটিএ। লাইফ জ্যাকেট, হেলমেট পরার পাশাপাশি নদীতে স্টান্ট যাতে কেউ না করে সেদিকেও নজর রাখতে বলা হয়েছে। গাইডদের এব্যাপারে প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছে।

এনিয়ে জিটিএ পর্যটন বিভাগের ফিল্ড ডিরেক্টর দাওয়া গ্যালপো শেরপা বলেন, 'রিভার র‍্যাফটিংয়ের আকর্ষণ পর্যটকদের মধ্যে খুব বেশি। তাই পর্যটন মরশুমে পুনরায় তা চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের অন্যতম আকর্ষণ হল তিস্তায় রিভার র‍্যাফটিং। তিস্তায় এই রোমাঞ্চকর অনুভূতি নিতে দেশ, বিদেশের পর্যটকরা আসেন। যদিও দুর্যোগের পর ফের পর্যটকরা র‍্যাফটিং নিয়ে কতটা আগ্রহ দেখাবেন তা নিয়ে সংশয় ছিল। তবে র‍্যাফটিং পুনরায় চালু হওয়ার পর দেখা গিয়েছে পর্যটকদের মধ্যে একই ধরনের আকর্ষণ রয়েছে র‍্যাফটিং নিয়ে। জিটিএ'র তরফে জানানো হয়েছে, পুনরায় র‍্যাফটিং চালু হতেই খুব ভালো সাড়া পাওয়া গিয়েছে। তবে কোনওরকম দুর্ঘটনা যেন না ঘটে সেজন্য সতর্কতা অবলম্বন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শিলিগুড়ি মহানন্দাপাড়া শাখা
জেলা : দার্জিলিং
পশ্চিমবঙ্গ

ইন্ডিয়ান ব্যাঁক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
(পূর্বের এলাহাবাদ ব্যাংক)

আইএফএসসি কোড : আইডিআইবি০০০এস৬৯৪
ইমেল : S694@indianbank.co.in

**পরিশিষ্ট - IV-A [রুল ৮ (৬) এর প্রতি অনুবিধি দেখুন]**
**স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ**

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অন্তর্গত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ।

সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক দেওয়া/চার্জ দেওয়া সম্পত্তির (প্রতীকী) দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংকের শিলিগুড়ি মহানন্দাপাড়া শাখার অনুমোদিত আধিকারিক বন্ধকী ঋণদাতা নিয়েছেন ১০/১২/২০২৫ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে টাঃ ২,২৫,৯২,৪৩২.০০ (টাকা দুই কোটি পঁচিশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার চারশত বত্রিশ মাত্র) (২১.১০.২০২৫) পুনরুদ্ধারের জন্য ইন্ডিয়ান ব্যাংক, শিলিগুড়ি মহানন্দাপাড়া শাখার বন্ধকী ঋণদাতার কাছে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা - মেসার্স সিলভার কুইন জুয়েলার্স, শেঠ শ্রীলাল মার্কেট, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং-৭৩৪০০১, শ্রী চন্দ্র প্রকাশ সিনহাল ওরফে চন্দ কুমার সিনহাল, প্রয়াত দ্বারকা প্রসাদ সিনহালের পুত্র, মেঘনাথ সাহা সরণি, প্রধাননগর, ওয়ার্ড নং-২, শিলিগুড়ি, জেলা-দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০০৩, শ্রী পবন কুমার সিনহাল দ্বারিকা প্রসাদ সিনহালের পুত্র, নিবেদিতা রোড, প্রধাননগর, শিলিগুড়ি, জেলা-দার্জিলিং পিন-৭৩৪০০৩, শ্রী প্রেম কুমার সিনহাল দ্বারিকা প্রসাদ সিনহালের পুত্র, গন্ধেশ্বরী বিল্ডিং, দ্বিতীয় তলা, শেঠ শ্রীলাল মার্কেট, নিউ জেমস ইন্ডিয়া, ওয়ার্ড নং-১১, শিলিগুড়ি, জেলা-দার্জিলিং, পিন-৭৩৪০০১, শ্রী সুরেশ কুমার সিনহাল দ্বারিকা প্রসাদ সিনহালের পুত্র নেতাজি রোড, দিনবাজার, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, পিনঃ ৭৩৫১০১, শ্রীমতী সরিতা সিনহাল, শ্রী চন্দ্র প্রকাশ সিনহাল ওরফে চন্দ কুমার সিনহালের স্ত্রী, নিবেদিতা রোড, মেঘনাথ সাহা সরণি, প্রধাননগর, ওয়ার্ড নং-২, শিলিগুড়ি, জেলা-দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০০৩-এ বসবাসরত ব্যক্তির বকেয়া রয়েছে।

**ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রয়ের জন্য আনীত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তালিকাভুক্ত :**

| | |
|---|---|
| সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ :- | বাণিজ্যিক সম্পত্তিটির অবিভাজ্য অংশের (গুদামঘর দলিল অনুসারে) পরিমাপ ১০৭৫ স্কোয়ার ফিট (আনুমানিক) যেটি চার তলা বিশিষ্ট ভবনটির নীচতলায় অবস্থিত। এই ভবনটি ২ কাঠা অথবা ০.০৩২ একর পরিমাপের জমিটিতে অবস্থিত যার হোল্ডিং নং-১৯৮/১/১৬৩, ওয়ার্ড নং-১১, দাগ/প্লট নং-৮৮১১, খতিয়ান নং-৪৬২৯, তৌজি নং-৩ (জেএ),জেএল নং-১১০, শেঠ শ্রীলাল মার্কেট, শিলিগুড়ি, মৌজা-শিলিগুড়ি, পরগণা-বৈকুণ্ঠপুর, থানা-শিলিগুড়ি, জেলা-দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। উল্লিখিত জমিটির সীমানা যথাক্রমে- উত্তর - নরেশ কুমার বানসালের জমি এবং বাড়ি, দক্ষিণ-রাম কুমার আগরওয়ালের জমি এবং বাড়ি, পূর্ব-২০ ফিট চওড়া রাস্তা, পশ্চিম-শ্রী মনোজ কুমার সোনির জমি এবং বাড়ি। |
| সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা | জানা নেই |
| সুরক্ষিত অর্থমূল্য | টাঃ ৩,৫৯,২২,০০০.০০ (টাকা তিন কোটি উনষাট লক্ষ বাইশ হাজার মাত্র) |
| ইএমডি অর্থমূল্য | টাঃ ৩৫,৯২,২০০.০০/- (টাকা পঁয়ত্রিশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার দুইশত মাত্র) |
| দর বৃদ্ধির পরিমাপ | টাঃ ৫০,০০০.০০ (টাকা পঞ্চাশ হাজার মাত্র) |
| ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী প্ল্যাটফর্ম https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi-এ ই-অকশনের তারিখ এবং সময় | ১০.১২.২০২৫ সকাল ১১ :০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা |
| সম্পত্তির আইডি নং | আইডিআইবি ২১০২৫৭০৭৩০১ |

দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে অনলাইনে দর দেওয়ার জন্য আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী ওয়েবসাইট (https://www.ebkray.in) PSB Alliance Pvt. Ltd.-এ পরিদর্শন করুন। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে কল করুন ৮২৯১২২০২২০-তে, রেজিস্ট্রেশনস্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য অনুগ্রহ করে ইমেল করুন-support.ebkray@psballiance.com-এ।

সম্পত্তির বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের সমস্ত নিয়ম ও শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে https://www.ebkray.in-এ পরিদর্শন করুন, এবং পোর্টাল সংক্রান্ত স্পষ্টতার জন্য দয়া করে যোগাযোগ করুন PSB Alliance Pvt. Ltd.-এ, যোগাযোগের নং- ৮২৯১২২০২২০।

ওয়েবসাইট https://www.ebkray.in-এ সম্পত্তিটি খুঁজে পাওয়ার জন্য উপরে উল্লেখিত সম্পত্তি আইডি নংটি দরদাতাদের ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ : ২১.১০.২০২৫
স্থান : শিলিগুড়ি
অনুমোদিত আধিকারিক

কিউআর কোড

| ব্যাংক ওয়েবসাইট www.indianbank.in | ই-অকশন ওয়েবসাইট | সম্পত্তির অবস্থান | সম্পত্তির ছবি |
|---|---|---|---|

যোগাযোগের ব্যক্তি : (সুমন কুমার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং- ৯০৮৩৭০১৮১৫)

## আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : জমি, বাড়ি কেনার আগে পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করে নিন। তীর্থভ্রমণে টাকা নিয়ে একটু সমস্যা হবে। বৃষ : ধর্মীয় কাজে যোগ দিয়ে আনন্দ পাবেন। বাড়িতে অতিথি সমাগমে খরচ বাড়বে। কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন করতে হতে পারে। মিথুন : সন্তানের উচ্চশিক্ষায় খরচ বাড়বে। কর্মপ্রার্থীরা বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পাবেন। প্রেমে দোলাচল থাকবে। কর্কট : বাড়ির কোনও বহুমূল্য দ্রব্য হারিয়ে যেতে পারে। পেশাগত কারণে ভিনরাজ্যে যাওয়ার সম্ভাবনা। বন্ধুর সঙ্গে বিবাদ। সিংহ : রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের একটু চাপ বাড়বে। কাউকে কথা দিয়ে রাখতে না পেরে অনুশোচনা। কন্যা : আইনি কাজে কোনও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সাহায্য পেয়ে উপকৃত হবেন। কোমরের যন্ত্রণা নিয়ে ভোগান্তি। ব্যবসায় আর্থিক সমস্যা মিটবে। তুলা : সন্তানের কোনও কাজে গর্বিত হবেন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলির খবর মিলতে পারে। বাড়ি তৈরির স্বপ্ন সফল হবে। বৃশ্চিক : সংসারে আর্থিক খরচ নিয়ে চিন্তা বাড়বে। কাউকে কটু কথা বলে অনুশোচনা। পড়াশোনায় বাধা কাটবে। ধনু : নিকট কোনও আত্মীয়ের কারণে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। নতুন কিছু শুরু করতে গিয়ে বাধার মুখে পড়তে পারেন। মকর : কাউকে টাকা ধার দিয়ে বিপাকে পড়তে হতে পারে। ধর্মীয় কাজে অংশ নিয়ে মানসিক চাপ কমবে। কুম্ভ : বাড়ি সংস্কার নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। পারিবারিক বিবাদে বন্ধুর হস্তক্ষেপে সমস্যা মিটবে। মীন : কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তর্কবিতর্কে সমস্যা তৈরি হবে। সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক সমস্যা মেটার সম্ভাবনা কম।

## দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৫ কার্ত্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ১ কার্ত্তিক, ২৩ অক্টোবর ২০২৫, ৫ কাতি, সংবৎ ২ কার্ত্তিক সুদি, ৩০ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৪১, অঃ ৫।৩। বৃহস্পতিবার, দ্বিতীয়া রাত্রি ৮।২০। বিশাখানক্ষত্র রাত্রি ৩।৪০। আয়ুষ্মানযোগ শেষরাত্রি ৪।৫৫। বালবকরণ দিবা ৭।১৮ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ৮।২০ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, রাত্রি ৯।১ গতে বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ, রাত্রি ৩।৪০ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ৮।২০ গতে দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ৩।৪০ গতে দোষ নাই। যোগিনী- উত্তরে, রাত্রি ৮।২০ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ২।১২ গতে ৫।৩ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।২২ গতে ১২।৫৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ৩।৪০ গতে যাত্রা শুভ দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- গর্ভাধান, দিবা ২।১২ মধ্যে অন্নপ্রাশন দীক্ষা নববস্ত্রপরিধান বিক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বীতিয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। ভ্রাতৃদ্বিতীয়াকৃত্য(ভাইফোঁটা)। যম-যমুনা-চিত্রগুপ্ত ও যমদূত পূজা। যমার্ঘ্যদান। ভগিনী কর্ত্তৃক ভ্রাতৃপূজা। ভ্রাতাও ভগিনীকে বস্ত্রাদি দান করিবে। ভগীনিহস্তে ভোজন কর্তব্য। গোস্বামীমতে যমদ্বিতীয়া ও মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীযমরাজ(ধর্মরাজ) পূজা। দোয়াত পূজা ও ভাইদূঁজ(বিহার)। মথুরায় গিরিগোবর্ধনের শ্রী গৌড়ীয় সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীভক্তি সম্বন্ধ পর্বত গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব তিথি। শ্রীধাম নবদ্বীপে গানতলা রোডে শ্রীশ্রীগোবিন্দ জীউর মন্দিরে ভুবনেশ্বর সাধুবাবার আবির্ভাব তিথি। অমৃতযোগ- দিবা ৭।১৮ মধ্যে ও ১।১১ গতে ২।৩৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৩ গতে ৯।১১ মধ্যে ও ১১।৪৬ গতে ৩।১৪ মধ্যে ও ৪।৬ গতে ৫।৪২ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

## ধূপগুড়ি যেন উন্মুক্ত শৌচালয়

**ধূপগুড়ি, ২২ অক্টোবর :** ধূপগুড়ির কালীপুজোর খ্যাতি রয়েছে গোটা উত্তরবঙ্গ, এমনকি প্রতিবেশী অসমেও। শহরে এবার ১০টিরও বেশি বিগ বাজেটের কালীপুজো হচ্ছে। দিনে কয়েক লক্ষ মানুষ আসছেন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা, এমনকি অসম থেকেও। অথচ বিগ বাজেটের পুজো কমিটিগুলো তো বটেই, প্রশাসনও ভাবে না এই সময় দর্শনার্থীদের জন্য শৌচালয়ের ব্যবস্থা করতে। নিট ফল, পুজোর প্রায় এক সপ্তাহ ধরে গোটা শহর রূপ নেয় উন্মুক্ত শৌচালয়ের।

পুজোকে কেন্দ্র করে শহরে আসা দর্শনার্থীরা শৌচালয় না পেয়ে মরিয়া হয়ে ছোটেন কাছাকাছি কোনও ফাঁকা জায়গায়। এর জেরে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে দাঁড়ায়। পুরুষেরা কোনওরকমে কাজ সারলেও মহিলাদের পড়তে হচ্ছে চরম সমস্যায়। কখনও রেস্তোরাঁ, আবার কখনও কারও বাড়িতে কড়া নাড়তে হচ্ছে অনেককেই।

কোচবিহার থেকে ধূপগুড়িতে সপরিবারে কালীপুজো দেখতে আসা পেশায় শিক্ষক মহবুল আলম বলেন, 'আমরা প্রতিবারই কালীপুজোয় ধূপগুড়ি বেড়াতে আসি। এত ভিড়ে পর্যাপ্ত পানীয় জল, ফার্স্ট এইড এবং অবশ্যই শৌচালয়ের ঘাটতি প্রতিবার চোখে পড়ে।'

ধূপগুড়ির পুর প্রশাসক বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং বলেন, 'মানুষের সংখ্যাটা এতই বেশি যে, বাড়তি সাফাইকর্মী দিয়েও সামাল দেওয়া মুশকিল। তবে কমিউনিটি টয়লেটের ভাবনা ইতিবাচক, যা নিয়ে আমরা সমস্ত পুজো কমিটির মতবিনিময় করছি। আগামীবার থেকে আমাদের বিকল্প ভাবনা রাখতেই হবে।'

### রেগুলেটেড মার্কেটের পুজোতে হুলুস্থুল

# তরুণীদের কটূক্তি, অধরা অভিযুক্তরা

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ২২ অক্টোবর :** মণ্ডপে ঢোকার লাইনে ভিড়ের মধ্যে তরুণীদের কটূক্তি। আর সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হুলুস্থুল কাণ্ড বাধল শিলিগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেটের পুজোমণ্ডপে। অভিযুক্ত তরুণদের পাকড়াও করতে গিয়ে পা ভাঙল পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বাপ্পা রায়ের। শেষমেশ অবশ্য ওই তরুণরা সকলের হাতের নাগালের বাইরে চলে যায়। তরুণদের ধরতে পিছনে ধাওয়া করেছিলেন পুজো কমিটির সদস্যরা। তাতেই গোটা চত্বরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। কিন্তু তাদের নাগাল পাওয়া যায়নি। খালি হাতেই ফিরতে হয় পুজো কমিটির সদস্যদের। যুগ্ম সম্পাদককে নিয়ে যেতে হয় হাসপাতালে। ঘটনায় পরবর্তীতে কোনও অভিযোগ দায়ের না হলেও ভিড়ের মধ্যে মহিলাদের উত্ত্যক্ত করার ঘটনার ছবি বদল না হওয়ায় শহরের একশ্রেণির মানুষের মানসিকতার পাশাপাশি পুলিশের নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

যদিও উইনার্স টিমের পাশাপাশি সাদা পোশাকের পুলিশ সমস্ত জায়গায় নিয়মিত নজরদারি চালাচ্ছে বলে বুধবার সন্ধ্যায় নিজেদের ফেসবুক পেজে ছবি দিয়ে দাবি করেছে পুলিশ। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, 'আমাদের সবদিকেই নজর রয়েছে। এরপরেও কোনও ঘটনা ঘটলে পুলিশে যেন অভিযোগ করা হয়। আমরা আইনত কড়া ব্যবস্থা নেব।'

মণ্ডপে হুজ্জতির এই ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার রাতে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পুজোমণ্ডপকে কেন্দ্র করে রাতে ওই চত্বরে দর্শনার্থীদের লম্বা লাইন পড়ে। অভিযোগ, লম্বা লাইনের সুযোগ নিয়েই তরুণীদের টার্গেট করে কয়েকজন তরুণ পেছন দিয়ে ধাক্কা দিতে শুরু করে। প্রথমদিকে

> আমাদের সবদিকেই নজর রয়েছে। এরপরেও কোনও ঘটনা ঘটলে পুলিশে যেন অভিযোগ করা হয়। আমরা আইনত কড়া ব্যবস্থা নেব।
>
> **রাকেশ সিং,** *ডিসিপি (ইস্ট), মেট্রোপলিটান পুলিশ*

ওই তরুণীরা বিষয়টাকে বিশেষ আমল দিতে না চাইলেও সময়ের সঙ্গে তা বাড়তে থাকে। অভিযোগ, সেই সময় বিভিন্ন ধরনের অশ্লীল কথাবার্তা, টিপ্পনী কাটে ওই তরুণরা। ঘটনাস্থলে উপস্থিত এক তরুণীর কথায়, 'ধীরে ধীরে ওই তরুণরা সহ্যের সীমার বাইরে যেতে শুরু করে।' এদিকে, ভিড়ের লাইনও তখন মণ্ডপের অনেকটা ভেতরে চলে যায়। একসময় সহ্যের সীমা ভেঙে যাওয়ায় লাইনে থাকা কয়েকজন তরুণী ওই তরুণদের আচরণের প্রতিবাদ করতে শুরু করেন। উত্তেজনা তৈরি হলে পুজো কমিটির সদস্যরা ওই ভিড়ের মধ্যেই ওই তরুণীদের কাছে গিয়ে সমস্যা শোনার চেষ্টা করেন।

ভাঙা পা নিয়ে পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বিপ্লব রায় বলেন, 'আমরা ওই তরুণীদের কাছ থেকে বিষয়টা শোনার সময় ওই তরুণরা বুঝে যায়, অবস্থা বেগতিক হয়েছে। এরপর মণ্ডপের এগজিট গেট দিয়ে দৌড় দেয় তারা। পেছন দিয়ে আমরাও ওই তরুণদের ধরতে যাওয়ার চেষ্টা করি।' এরমধ্যেই মণ্ডপের এগজিট গেটের বাইরের একপাশে থাকা বাঁশের ব্যারিকেড টপকাতে গিয়ে বিপ্লব পড়ে পায়ে চোট পান। ভিড়ের মধ্যেই মিলিয়ে যায় ওই তরুণরা। তবে শুধু ওই মণ্ডপই নয়, শহরের বিভিন্ন মণ্ডপে ভিড় বাড়ার সঙ্গেই একশ্রেণির তরুণের আচরণে অস্বস্তির মুখে পড়ছেন তরুণীদের একটা অংশ। শহরের বাসিন্দা মহিমা সরকার বলেন, 'শুধু পুজো বলেই নয়। এত সচেতনতা, এত প্রতিবাদ হওয়ার পরেও বিভিন্ন সময়ই রাস্তা-ঘাটে ভিড়ের মধ্যে একশ্রেণির তরুণের দৃষ্টিকটু আচরণের মুখে আমাদের পড়তে হয়। অনেকসময় আমরা এর প্রতিবাদ করি, অনেকসময় চুপ করে থাকি।'

## মধ্যস্থতাকারী নিয়ে সাংসদকে চিঠি

**রাহুল মজুমদার**

**শিলিগুড়ি, ২২ অক্টোবর :** পাহাড়ে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ নিয়ে এবার দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টকে চিঠি দিল গোর্খা ইউথ অ্যাক্টিভিস্ট নেটওয়ার্ক। মধ্যস্থতাকারী নিয়োগে কোনও সরকারি নির্দেশিকা কি রয়েছে, এ নিয়ে কোনও গেজেট নোটিফিকেশন দেওয়া হয়েছে, এমন মোট ১০টি বিষয় নিয়ে বুধবার সাংসদকে চিঠি দেয় সংস্থাটি। এমনকি এই ১০টি বিষয়ের উপর সাংসদ মারফত কেন্দ্রীয় সরকারের লিখিত জবাব চাওয়া হয়েছে।

সংগঠনের মুখ্য কোঅর্ডিনেটর বীরেন্দ্র রসাইলির বক্তব্য, 'গোর্খাদের সমস্যা নিয়ে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করেছে কেন্দ্র সরকার। কিন্তু তার কোনও অফিসিয়াল নির্দেশিকা কিংবা গেজেট নোটিফিকেশন নেই। আমরা এই ধরনের ১০টি বিষয় জানতে চেয়ে চিঠি দিয়েছি।' চিঠি প্রসঙ্গ নিয়ে দার্জিলিংয়ের সাংসদকে প্রশ্ন

**মুখ্যমন্ত্রীর পর সরব পাহাড়ের সংগঠন**

করা হলে তাঁর জবাব, 'আমি বাইরে রয়েছি। এই চিঠির বিষয়ে আমার কোনও কিছু জানা নেই।'

সম্প্রতি পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধানে অবসরপ্রাপ্ত পুলিশকর্তা তথা ডেপুটি ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার আইপিএস পঙ্কজকুমার সিংকে নিয়োগ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তবে এই নিয়োগ নিয়ে প্রথম থেকেই বিতর্ক তৈরি হয়। নিয়োগের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এনিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠিও দেন তিনি।

সেই বিষয়টি নিয়েই এবার প্রশ্ন তুলল গোর্খা ইউথ অ্যাক্টিভিস্ট নেটওয়ার্কও। পঙ্কজকুমার সিংয়ের নিয়োগ নিয়ে কোনও গেজেট নোটিফিকেশন বা সরকারি অর্ডার হয়েছে কি না সেটা জানতে চাওয়া হয়েছে তাদের চিঠিতে। তাছাড়া এই মধ্যস্থতাকারীর সঙ্গে রাজ্য সরকারের ভূমিকা কী হবে, মধ্যস্থতাকরীর সঙ্গে একাধিক সদস্য থাকবে কি না, সদস্য থাকলে, তাঁরা কারা, তাঁদের জুরিসডিকশন, কোয়ালিফিকেশন কী হবে সেটাও জানতে চেয়েছে এই সংস্থা। পাশাপাশি মধ্যস্থতাকারী কাকে রিপোর্ট করবে, কতদিনের মধ্যে রিপোর্ট করবে সেই সমস্ত বিষয়েও চিঠিতে জানতে চাওয়া হয়েছে।

হাত বাড়ালেই কাঞ্চনজঙ্ঘা।। *টুমলিংয়ে ভিড় পর্যটকদের। বুধবার সুশান্ত পালের তোলা ছবি।*

# এসপি'র মারধরে থানায় বিক্ষোভ

### তিনজনের জামিন, বাকিরা হেপাজতে

**কোচবিহার, ২২ অক্টোবর :** বাজি ফাটানোকে কেন্দ্র করে পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে কিশোর-কিশোরী ও মহিলাদের মারধরের ঘটনার রেশ বজায় থাকল বুধবারও। পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যকে বহিষ্কারের দাবিতে এদিন কোতোয়ালি থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি নেতা-কর্মীরা। অন্যদিকে, এই ঘটনার সঠিক ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট কনজারভেটিভ অর্গানাইজেশনের তরফে রাজ্য মহিলা কমিশনের কাছে অভিযোগ জানানো হল। এদিকে, সোমবার রাতের ঘটনার পর পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে গ্রেপ্তার হওয়া ১০ জনকে এদিনই কোচবিহার জেলা আদালতে তোলা হলে আক্রান্ত আইনজীবী মল্লিকা কার্জি সহ তিনজন মহিলাকে জামিন দেওয়া হলেও বাকি পাঁচজনকে দু'দিনের পুলিশি ও দুজনকে দু'দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়।

অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা দেওয়া হয়েছে বলে সরব হন ধৃতদের আইনজীবী শিবেন্দ্রনাথ রায়। তাঁর কথায়, 'স্যান্ডো গেঞ্জি, হাফপ্যান্ট ও মাথায় ফেট্টি বাঁধা একজন সমাজবিরোধীকে বাঁচাতে পুলিশ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মামলা দিয়েছে। সকলেই পথ অবরোধ করেছিল। কিন্তু খুনের চেষ্টার ধারা দেওয়া হয়েছে। আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নয়। আইনগতভাবেই আমরা লড়াই করছি।' এনিয়ে পুলিশ সুপারকে প্রশ্ন করা হলেও কোনও জবাব দেননি তিনি।

বিকেলে এই ঘটনার প্রতিবাদে বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে'র নেতৃত্বে বিজেপি নেতা-কর্মীরা একটি মিছিল করে কোতোয়ালি থানায় হাজির হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। পুলিশ সুপারের বহিষ্কারের দাবিতে একটানা স্লোগান দিতে থাকেন আন্দোলনকারীরা। একই দাবিতে মঙ্গলবার রেলগুমটির বাসিন্দারা পথ

**দিনভর যা ঘটল**

- পথ অবরোধ করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হওয়া ১০ জনকে আদালতে তোলা হয়
- অভিযুক্ত আইনজীবী সহ তিন মহিলাকে জামিন দেওয়া হয়
- বাকি পাঁচজনকে দু'দিনের পুলিশ হেপাজত এবং দুজনকে দু'দিনের জেল হেপাজতে পাঠানো হয়
- এদিকে পুলিশ সুপারকে বহিষ্কার ও ধৃতদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে কোতোয়ালি থানা ঘেরাও করে বিজেপি

অবরোধ করলে সেখানে লাঠিচার্জ করার পাশাপাশি গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ১০ জনকে। তবে বিজেপির আন্দোলনে গ্রেপ্তার বা লাঠিচার্জ তো দূর অস্ত সেভাবে বাধাটুকু দিতেও দেখা যায়নি পুলিশকে। বিজেপি কর্মীরা যখন বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন তখন চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল পুলিশ। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, সাধারণ বাসিন্দাদের আন্দোলনে লাঠিচার্জ, গ্রেপ্তার হলেও, রাজনৈতিক আন্দোলনে পুলিশ কেন এত নীরব?

বিধায়ক নিখিলরঞ্জন বলেন, 'পুলিশ সুপারের বর্বরোচিত আক্রমণের প্রতিবাদে এই আন্দোলন। ওঁকে দ্রুত বদলি করে ধৃতদের নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে। পুলিশ সুপার যদি ভেবে থাকেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ওঁকে বাঁচাবে তাহলে ভুল ভাবছেন। হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলার রাস্তা কিন্তু খোলা রয়েছে।' এদিকে, গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট কনজারভেটিভ অর্গানাইজেশন নামে একটি সংগঠনের তরফে রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন, রাজ্য পুলিশের ডিজি সহ একাধিক জায়গায় অভিযোগপত্র পাঠানো হয়। সংগঠনের সম্পাদক তাপস বর্মনের কথায়, 'অবৈধভাবে বাজি ফাটানো ও সেখানে পুলিশ সুপারের মারধর করার মতো যে অভিযোগ উঠেছে তা গুরুতর। সবদিক খতিয়ে দেখে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত প্রয়োজন।'

সোমবার কালীপুজোর গভীর রাতে পুলিশ সুপারের বাংলোর পাশে রেলগুমটি এলাকায় কয়েকজন বাসিন্দা বাজি ফাটাচ্ছিলেন বলে অভিযোগ। বাংলোর দিকেও বাজি ছুড়ে মারার অভিযোগ ওঠে। সেই সময় পুলিশ সুপার নিজে গিয়ে মহিলা, কিশোর-কিশোরী সহ কয়েকজনকে লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করেন বলে অভিযোগ। যদিও মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করেন পুলিশ সুপার।

# নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে গাড়ি

### মিরিকে দুর্ঘটনায় মৃত ৪, আহত শিশু সহ ১৫ জন

**শিলিগুড়ি ও নকশালবাড়ি, ২২ অক্টোবর :** মিরিক যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ল যাত্রীবোঝাই গাড়ি। বুধবার বিকেলে এই ঘটনায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি আরও ১৫ জন। নেপালের কাঁকড়ভিটা থেকে নকশালবাড়ির বেলগাছি, পুটুং, নলডারার ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তা হয়ে মিরিক যাচ্ছিল গাড়িটি। ঘটনার পর স্থানীয়রা উদ্ধারকাজ শুরু করে। আহতদের দ্রুত উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ সহ বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হতাহতরা মিরিকে ভাইটিকার অনুষ্ঠানে অংশ নিতে আসছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ঘটনার সময় সরু রাস্তায় মিরিকের দিক থেকেও একটি যাত্রীবাহী গাড়ি আসছিল। সে সময় দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি কিছুটা পিছিয়ে অপর গাড়িকে জায়গা করে দিতে যায়। এমন সময় হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে

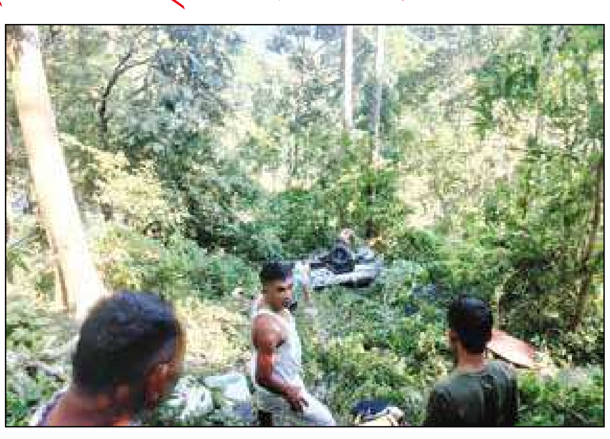

*মিরিকের নলডারায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি। বুধবার।*

খাদে পড়ে যায় গাড়িটি। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতদের মধ্যে ধনবাহাদুর কাটোয়ার (৭৩) নেপালের, সজনী ছেত্রী (৩৬) নকশালবাড়ির নিরপানির, বিনিতা তামাং (২৮) এবং ওয়াংচু তামাং (২৫) মিরিকের সোরাসালে এলাকার বাসিন্দা।

এদিকে, এই দুর্ঘটনার পর দুধিয়ায় বালাসন নদীর ওপরে নির্মীয়মাণ অস্থায়ী রাস্তা দ্রুত চালুর দাবি উঠেছে। মিরিকের বাসিন্দারা বলছেন, দুধিয়ার রাস্তা বন্ধ থাকায় পুটুং, নলডারার অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তা হয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে।

এই দুর্ঘটনা নিয়ে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা বলেন, 'দুঃখজনক ঘটনা। খবর পেয়েই সৌরিণীর সভাসদ অরুণ শিংজিকে ঘটনাস্থলে পাঠিয়েছি।'

দুধিয়া হয়ে মিরিকের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ গত ৫ অক্টোবর থেকে বন্ধ রয়েছে। ফলে সমতলের বেশিরভাগ গাড়িই অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ চড়াই রাস্তা বেলগাছি, পুড়ুং, নলডারা, সৌরিণী হয়ে চলাচল করছে। বুধবার দুপুরে কাঁকড়ভিটা থেকে একটি ভাড়ার গাড়িতে করে যাত্রীরা মিরিকের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। গাড়িতে চালক সহ মোট ১২ জনের বসার ব্যবস্থা থাকলেও গাড়িতে দুই শিশু সহ ১৯ জন ছিলেন। নলডারার কাছে গাড়িটি উলটো দিক থেকে আসা একটি গাড়িকে পাশ কাটাতে গিয়ে কিছুটা পিছিয়ে আসার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়ে। পরে নকশালবাড়ি হাসপাতালে নিয়ে আসার সময় একজন মারা যান।

## সাহায্য

**খড়িবাড়ি, ২২ অক্টোবর :** বাজির আগুনে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় খড়িবাড়ি গাজিজোত এলাকার বাসিন্দা নিরোদ দেবনাথের গোয়াল পুরোপুরি ভস্মীভূত হয়ে যায়। বুধবার প্রশাসনের তরফে টিন ও ত্রিপলের ব্যবস্থা করা হয়। ক্ষতিগ্রস্ত ওই গোয়ালটি পরিদর্শনে যান শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ, খড়িবাড়ি পানিশালী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পরিমল সিংহ প্রমুখ।

## ভরা মরশুমে বাজার মন্দা আনারসের

**চোপড়া, ২২ অক্টোবর :** দোরগোড়ায় ছটপুজো। আর এই সময় ভিনরাজ্যে আনারস পাঠিয়ে চোপড়া ব্লকের চাষিরা কিছুটা হলেও বাড়তি টাকা উপার্জন করেন। তবে এবার ছবিটা ভিন্ন। চাহিদা থাকলেও দাম নেই আনারসের। গত বছর যেখানে ৩৫-৪০ টাকা কেজি দরে আনারস বিক্রি হয়েছে, সেখানে চলতি বছর প্রতি কেজির সর্বোচ্চ দাম উঠেছে ২০-২২ টাকা। তবুও ছটের বাজারে চাহিদাও বাড়ায় স্বস্তিতে চাষিরা।

স্থানীয় চাষি ও ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, কালীপুজোর দু'দিন আগে থেকে ভিনরাজ্যে আনারস যেতে শুরু করেছে। ছোট ফলের চাহিদা তুলনামূলকভাবে বেশি। উত্তর দিনাজপুর জেলায় সবচেয়ে বেশি আনারস চাষ হয় চোপড়া ব্লকে। হাপতিয়াগছ, মাঝিয়ালি, চোপড়া ও সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রচুর চাষি আনারস ফলান। স্থানীয় আনারস ব্যবসায়ী চিত্রলাল রায় আক্ষেপের সঙ্গে জানালেন, ভরা মরশুমেও বাজার মন্দা চলেছে।

চোপড়া ব্লকের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রতি বছর ছটের আগে প্রায় ৫০০ টন আনারস ভিনরাজ্যে পাঠানো হত। এবারও বিহার, উত্তরপ্রদেশ সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে আনারস পাঠানো হয়েছে। আনারসচাষিদের মধ্যে প্রদীপ সিংহ বলেন, 'আগের বছর ছটের বাজারে ৪০ টাকা পর্যন্ত দাম উঠেছিল। এবার ২০-২২ টাকা কেজি দরে বিক্রি করতে হয়েছে।' আরেক চাষি মহম্মদ কলিমুদ্দিন আবার জানালেন, তিনি ১৭ টাকা কেজি দরেও আনারস বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন।

## খগেন সাক্ষাতে সুকান্ত

**শিলিগুড়ি, ২২ অক্টোবর : বালুরঘাটের বাড়ি থেকে শিলিগুড়ি হয়ে দিল্লি উড়ে যাওয়ার আগে বুধবার মাটিগাড়ার নার্সিংহোমে ভর্তি মালদা উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মুকে দেখতে গেলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। সাংসদের শারীরিক অবস্থা বর্তমানে কেমন রয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজ নেন সুকান্ত। জানা গিয়েছে, এদিন দুজনের বেশ কিছুক্ষণ কথা হয়। গত ৫ অক্টোবর নাগরাকাটায় ত্রাণ বিলি করতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন বিজেপি সাংসদ। তাঁর চোখের নীচের হাড় ভেঙেছে। তারপর থেকে মাটিগাড়ার নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি।**

*শিশুদের খেলনা বিক্রি। মালদার রথবাড়িতে পঙ্কজ ঘোষের ক্যামেরায়।*

## র‍্যাশনে তেঁতো আটা

**ফাঁসিদেওয়া, ২২ অক্টোবর :** র‍্যাশনে তেঁতো আটা দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে বুধবার উত্তেজনা ছড়াল ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বারাবক্সজোতে। ডিলার রিনা করের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ তুলেছেন উপভোক্তারা। তাঁদের অভিযোগ, গত তিন মাস ধরে র‍্যাশনে তেঁতো আটা দেওয়া হচ্ছে। এদিন ভেজা চিনিও দেওয়া হয়েছে। উপভোক্তা অঞ্জু সরকার বলেন, 'পাশের ডিলার ভালো আটা দিচ্ছেন। আমাদের ডিলার খাওয়ার অযোগ্য আটা দিচ্ছেন। আমরা তাই এদিন খাদ্যসামগ্রী নিতে চাইনি।' এদিকে, র‍্যাশন ডিলারের পক্ষে যুগল মুন্ডা বলেন, 'আমাদের মিল আলাদা, পাশের ডিলারের মিল আলাদা। আমরা ভালো আটা দিচ্ছি। এরপরও অভিযোগ থাকলে উপভোক্তারা লিখিত আকারে জানালে আমরা তা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাব।'

### নকশালবাড়িতে উত্তেজনা

# জুয়ার আসরে সংঘর্ষ, জখম দুই

**মহম্মদ হাসিম**

**নকশালবাড়ি, ২২ অক্টোবর :** জুয়ার আসরের বিবাদকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়াল নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত তোতারামজোত এলাকার ছোটপুল বস্তিতে। মঙ্গলবার রাতের ঘটনায় জখম হলেন দুই তরুণ। তোতারামজোতের বাসিন্দা ওই দুই তরুণকে উদ্ধার করে স্থানীয়রা চিকিৎসা করান নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

কালীপুজোকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরই নকশালবাড়ির বিভিন্ন এলাকায় জুয়ার আসর বসে। ব্যতিক্রম ঘটেনি এবছরও। এমনই এক আসরে টাকার লেনদেন সংক্রান্ত বিবাদ শেষপর্যন্ত সংঘর্ষে পৌঁছায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হঠাৎ কালুয়াজোতের বাসিন্দা মহম্মদ রসিদকে কয়েকজন বেধড়ক মারধর করতে থাকেন। কিছুক্ষণের মধ্যে বদলা নিতে এলাকায় পৌঁছান রসিদের ভাই মহম্মদ তোহিদ। তিনি মহম্মদ লাদেন এবং রুস্তমকে ব্লেড ও ছুড়ি দিয়ে আঘাত করেন। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন রুস্তম এবং লাদেন। তাঁদের দ্রুত উদ্ধার করে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয়রা। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। ঘটনার পর দুই ভাই রসিদ ও তোহিদ এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যান। এমন ঘটনায় এলাকায় যেমন উত্তেজনা ছড়ায়, তেমনই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয়রা।

স্থানীয়দেরঅভিযোগ, কালীপুজো উপলক্ষ্যে নকশালবাড়িজুড়ে চলছে জুয়ার রমরমা কারবার। সবকিছু জেনেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। লালপুল, কালুয়াজোত, বেঙ্গাইজোত, ভৈষাটি, কিলারাম মোড় এলাকার রাস্তাতেই জুয়া চলছে। টাকার লেনদেন নিয়ে ঝামেলা বাধছে। এলাকার সিভিক ভলান্টিয়ার, পুলিশের মিলিত প্রয়াসে চলছে এই জুয়ার কারবার। কালুয়াজোতের বাসিন্দা মহম্মদ ভেলসু বলেন, 'সমস্ত গণ্ডগোলের জন্য দায়ী এই জুয়ার আসর। প্রতিদিন এলাকায় ঝামেলা চলছে। কিশোর

> সমস্ত গণ্ডগোলের জন্য দায়ী এই জুয়ার আসর। প্রতিদিন এলাকায় ঝামেলা চলছে। কিশোর থেকে প্রবীণ, সকলেই এই জুয়ার আসরে বসে নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন। পারিবারিক অশান্তিও বাড়ছে।
>
> **মহম্মদ ভেলসু**
> *কালুয়াজোতের বাসিন্দা*

থেকে প্রবীণ, সকলেই এই জুয়ার আসরে বসে নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন। পারিবারিক অশান্তিও বাড়ছে।' মহম্মদ জাইরুলের অভিযোগ, 'সব কিছু জেনেও পুলিশ চুপ রয়েছে। দুর্গাপুজোর আগে জুয়া চালু হয়ে চলে বড়দিন পর্যন্ত। যার ফলে এলাকায় চুরি, ছিনতাই বাড়ছে।' যদিও এনিয়ে কোনও পক্ষই নকশালবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেনি বলে পুলিশের দাবি। নকশালবাড়ি থানার ওসি পুলক রায় বলেন, 'এমন কোনও ঘটনা নিয়ে থানায় কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখব।'

# চোপড়ায় পুজোর মেলায় হিট বাঘচাবা

**মনজুর আলম**

**চোপড়া, ২২ অক্টোবর :** এ যেন অকালবোধনেরও অকালবোধন। অন্য জায়গায় দুর্গাপুজো হয়ে গিয়েছে সেই কবে। কিন্তু আমবাড়িতে দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হল বুধবার। সেই পুজো ঘিরে জমে উঠল মেলা ও পালাগানের আসর। চোপড়া ব্লকের হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের আমবাড়ি এলাকার বাসিন্দারা কালীপুজোর পর গোবর্ধনপুজোর দিন দুর্গাপুজো ঘিরে মেতে ওঠেন। এবারও সেই মেলার অন্যতম আকর্ষণ ছিল বাঘচাবা।

কী এই বাঘচাবা? অবিকল আলুর মতো দেখতে হলেও এটা কোনও সবজি নয়, ফল। আমবাড়ির দুর্গাপুজোর মেলায় বাঘচাবা ফলের ব্যাপক চাহিদা থাকে। এবছর ২০০ টাকা কেজি দরে সেই ফল বিক্রি হয়েছে। বাঘচাবা কিনতে অনেকেই দূরদূরান্ত থেকে মেলায় আসেন। স্থানীয় চাষিরাই একমাত্র এধরনের ফল চাষ করেন। আর এই মেলাতেই শুধু বাঘচাবা পাওয়া যায়। যতীন্দ্রনাথ সিংহ নামে এক চাষির কথায়, 'জমি থেকে তোলার পর সরাসরি বিক্রি হয় না। বাড়িতে সেদ্ধ করে তারপর মেলায় নিয়ে এসে বিক্রি করা হয়।'

মেলা কমিটির সদস্য নকুল সিংহ বলেন, 'এলাকার একমাত্র ডাঙ্গাপাড়া গ্রামে ৮-১০ জন চাষি প্রতিবছর এই ফল চাষ করেন।' যেহেতু আর কোথাও এই ফলের চাষ হয় না, তাই বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা আগ্রহীরা এই বাঘচাবা কিনতে এই আমবাড়ির মেলাতেই ভিড় করেন। সবাই এই ফল কিনতে উৎসাহী কেন? স্বাদে তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য না হলেও, অনেকে বিশ্বাস করেন, এই ফল খেলে বিশেষ কিছু ব্যাধি থেকে রেহাই মেলে। যদিও ব্যাধিমুক্তির বিষয়টি পুরোপুরি মানুষের বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে। এর কোনও বৈজ্ঞানিক

*আমবাড়িমেলায় বাঘচাবা ফলের পসরা। -সংবাদচিত্র*

ভিত্তি এখনও পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি।

উত্তর দিনাজপুর কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ ডঃ অঞ্জলি শর্মা বলেন, 'লোকাল ট্র্যাডিশন হিসাবে স্থানীয় চাষিদের একাংশ মেলায় বিক্রির জন্য এই ফল চাষ করেন। গত বছর মেলায় আমি নিজেও কিনেছি। এবার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের খামারে ওই ফল পরীক্ষামূলকভাবে চাষ করা হয়েছে। ফলন ও গুণমান যাচাই করে দেখা হবে। সেরকম হলে পরবর্তীতে এলাকায় অন্য চাষিদেরও এব্যাপারে উৎসাহিত করা হবে।'

প্রতিবার মেলা ঘিরে বাঘচাবা ফলের ব্যাপক চাহিদা থাকে। সুশান্ত রায় নামে এক ব্যক্তি বলেন, 'আমি প্রতিবার এই মেলায় এসে বাঘচাবা কিনি। বাড়ির ছোট-বড় সবাই খায়। স্বাদে অনেকটা রাঙাআলুর মতো।'

### দুষ্কৃতীদের ঠেক হয়ে উঠছে, বাইরে ছিনতাইয়ের ভয়

# রাতের রেস্তোরাঁয় দুশ্চিন্তা

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ২২ অক্টোবর :** সারারাত রেস্তোরাঁ খুলে রাখার ট্রেন্ড বাড়ছে শহরে। আর সেই ট্রেন্ডকে কেন্দ্র করেই রাতের শহরে বাড়ছে বিপত্তি। রেস্তোরাঁগুলোতে মদ্যপদের যাওয়া-আসাকে কেন্দ্র করে মাঝেমধ্যেই শুরু হচ্ছে ঝামেলা। এমনকি কোনও কোনও সময় ওই রেস্তোরাঁগুলোতে খাওয়াদাওয়া সেরে বেরিয়ে বিপদে পড়ছেন অনেকে। অভিযোগ উঠছে, অপরাধমূলক কাজের উদ্দেশ্যে ওই রেস্তোরাঁগুলোতে ঢুকে বসে থাকছে দুষ্কৃতীরা। সেখানে টার্গেট ঠিক করে নেওয়া হচ্ছে। এরপর ওই ব্যক্তি রেস্তোরাঁর বাইরে বেরিয়ে গন্তব্যে চলার সময় নির্দিষ্ট জায়গায় পাকড়াও করে ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে টাকা।

সম্প্রতি এমনই ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন সন্তোষ প্রসাদ নামের এক ব্যক্তি। ভক্তিনগর থানায় তিনি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশকে তিনি বলেছেন, 'গত সোমবার সেবক রোডে রাত আড়াইটে নাগাদ একটি রেস্তোরাঁ থেকে খেয়ে বাইকে বাড়ি ফিরছিলাম। রেস্তোরাঁয় তিন তরুণ খাওয়াদাওয়া করছিল। রেস্তোঁরা থেকে বেরিয়ে কিছুটা এগোনোর পরেই দেখি, ওই তিনজন আমার পেছন পেছন আসছে। প্রথমে বিষয়টা বুঝতে পারিনি। ইসকন রোডে ঢোকার পরে ওই তিনজনের মধ্যে দুজন বাইক নিয়ে পথ আটকে আমাকে দাঁড় করায়। এরপরই জোর করে পাশের একটি গলিতে নিয়ে যায়। ততক্ষণে আরও একজনও চলে আসে। আমাকে মারধর করে পকেটে থাকা প্রায় নয় হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়।'

শহরের বিভিন্ন জায়গায় সারারাত খোলা থাকা রেস্তোরাঁগুলোর অনুমতি নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলছেন, 'সারাবছর সারারাত রেস্তোরাঁ খোলা রাখার কোনও অনুমতি কোথাও দেওয়া হয়নি।' হিলকার্ট রোডে এমন একটি রেস্তোরাঁর ম্যানেজার তাপস রায় অবশ্য বলছেন, 'রাতে অনেক যাত্রী হিলকার্ট রোড দিয়েই বিভিন্ন গন্তব্যে যান। রেস্তোরাঁ খোলা রাখলে তাঁদেরও সুবিধা হয়। আমাদেরও আয় হয়। একজন নিরাপত্তারক্ষীও রাখা হয়েছে।' সেবক রোডে রাত পর্যন্ত খোলা একটি রেস্তোরাঁর তরফে অনুজ দাস বলেন, 'রেস্তোরাঁয় আসা মানুষজন ঢোকা-বেরোনোর সময়ই শুধু দরজা খোলা হয়। ঝামেলা এড়ানোর জন্য। তবে আলাদা করে কোনও অনুমতি আমাদের নেই।' শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলছেন, 'রেস্তোরাঁ খোলা রাখার বিষয়গুলো আমরা তদন্ত করে দেখছি।'

শহর শিলিগুড়িতে গত কয়েকমাসে রাতে ঝামেলার সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে সারারাত খোলা রাখা রেস্তোরাঁগুলোর কয়েকটির নাম। মাস তিনেক আগেও সেবক রোডে সারারাত খোলা থাকা একটি রেস্তোরাঁয় খাওয়াদাওয়াকে কেন্দ্র করে ঝামেলা লাগে। রেস্তোরাঁ কর্মীদের সঙ্গে কয়েকজন তরুণের ঝামেলা একেবারে রাস্তায় চলে আসে। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। মাস আটেক আগে নৌকাঘাট মোড়েও একটি রেস্তোরাঁ সারারাত খোলা থাকত। যদিও পরবর্তীতে সেই রেস্তোরাঁয় অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগ তোলেন স্থানীয়রা। দু'পক্ষের মধ্যে ব্যাপক মারপিট হয়। পরবর্তীতে ওই রেস্তোরাঁ বন্ধ হয়ে যায়। শহরের বাসিন্দা অনিন্দ্য দে'র কথায়, 'রাতে এমনিতেই নেশাগ্রস্তদের দাপট লেগে থাকে। এর উপর সারারাত খোলা থাকা রেস্তোরাঁগুলোকে কেন্দ্র করে একের পর এক ঝামেলা নতুন করে আশঙ্কার কারণ তৈরি করছে।'

**বিপত্তি**

- রেস্তোরাঁগুলোতে মদ্যপদের যাওয়া-আসাকে কেন্দ্র করে মাঝেমধ্যেই শুরু হচ্ছে ঝামেলা
- এমনকি কোনও কোনও সময় ওই রেস্তোরাঁগুলোতে খাওয়াদাওয়া সেরে বেরিয়ে বিপদে পড়ছেন অনেকে
- অভিযোগ উঠছে, অপরাধমূলক কাজের উদ্দেশ্যে ওই রেস্তোরাঁগুলোতে ঢুকে বসে থাকছে দুষ্কৃতীরা

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

আড়ালে।। খাগড়াবাড়িতে ছবিটি তুলেছেন কৌশিক নন্দী।

### ৫০০ কোটির গণ্ডি পেরোল বিকিকিনি

# দীপাবলিতে উজ্জ্বল ব্যবসার সূচক

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ২২ অক্টোবর :** বছর পাঁচেক আগে করোনা পরিস্থিতির পর থেকে শিলিগুড়ি শহর ও মহকুমার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবসার যে অবস্থা হয়েছিল, তা ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠে স্বাভাবিক হচ্ছে। সিআইআই থেকে পাওয়া তথ্য বলছে, গতবছরের তুলনায় চলতি বছর দীপাবলিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রের ব্যবসা প্রায় ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে পাঁচশো কোটির গণ্ডি ছাড়িয়েছে।

তথ্য অনুযায়ী ক্ষুদ্র, মাঝারি, বড় সব ধরনের ব্যবসায়ীই লাভের মুখ দেখেছেন। সিআইআই-এর সদস্য তথা সদ্য প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রদীপ আগরওয়াল বলছেন, 'মূলত নতুন প্রজন্মের কারণেই দীপাবলির ব্যবসায় আলাদা দিগন্ত এসেছে। অনেকেই কাজের সূত্রে বাইরের শহর থেকে ফেরার পর, সেখানকার 'ভাইব' নিয়ে আসার চেষ্টা করছে।' ব্যবসা যে আগের থেকে অনেকটাই ভালো হয়েছে তা স্বীকার করছে খুচরো ব্যবসায়ী সমিতিও। সমিতির সম্পাদক বিপ্লব রায় মুহুরির কথায়, 'ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মুখেও এবার হাসি অনেকটাই চওড়া হয়েছে।'

ব্যবসায়ী সংগঠনগুলির বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, দীপাবলির আগে প্রায় আড়াইশো কোটি টাকা বাইক ও চার চাকা গাড়ি বিক্রি হয়েছে। প্রদীপ ও বিভিন্ন রংবেরঙের আলো, জামাকাপড় মিলিয়ে ব্যবসা হয়েছে প্রায় দেড়শো কোটির। মিষ্টি, আতশবাজি সহ দীপাবলির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত অন্য সমস্ত ব্যবসা প্রায় একশো কোটির ঘর ছুঁয়েছে।

গতবছরের তুলনায় এবার মদ বিক্রির হারও অনেকটাই বেড়েছে। আবগারি দপ্তরের তথ্য বলছে, গতবছর দীপাবলির সময় দার্জিলিং জেলায় দু'কোটি একানব্বই লক্ষ ছেষট্টি হাজার চারশো একত্রিশ টাকার মদ বিক্রি হয়েছিল। এবারে সেই সংখ্যাটা তিন কোটি উনচল্লিশ লক্ষ আশি হাজার চারশো পঞ্চাশ টাকায় পৌঁছেছে।

> মূলত নতুন প্রজন্মের কারণেই দীপাবলির ব্যবসায় আলাদা দিগন্ত এসেছে। অনেকেই কাজের সূত্রে বাইরের শহর থেকে ফেরার পর, সেখানকার 'ভাইব' নিয়ে আসার চেষ্টা করছে।
>
> **প্রদীপ আগরওয়াল**
> *প্রাক্তন চেয়ারম্যান, সিআইআই*

দীপাবলিতে একটা বড় অংশের বাজার থাকে আতশবাজিকে কেন্দ্র করে। সেই ব্যবসা অবশ্য গতবছরের মতোই ছিল বলে দাবি করছেন শিলিগুড়ি বাজি বাজারের সম্পাদক সুদীপ্ত ভৌমিক। তাঁর কথায়, 'প্রথম থেকেই বাজারে ফ্লো ভালো ছিল। ভেবেছিলাম এবার বাজির বাজার চোদ্দো কোটি ছাড়িয়ে যাবে। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মিরিক, দুধিয়া, সিকিম থেকে ব্যবসায়ীরা এলেও অন্যবারের মতো ক্রেতারা সরাসরি আসেনি। সেখানেই কিছুটা প্রভাব পড়ে গিয়েছে।'

তবে শুধু মদ, আতশবাজি নয়, মিষ্টির ব্যবসাও গতবারের তুলনায় অনেকটাই বেড়েছে। শিলিগুড়ি সুইট শপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন সূত্রে খবর, গতবছরে দীপাবলিতে মিষ্টির ব্যবসা আশি থেকে পঁচাশি লক্ষের মধ্যে থাকলেও এবার এখনও পর্যন্ত এক কোটি কুড়ি লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। ভাইফোঁটায় সেই অঙ্কটা আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সঞ্জীব ঘোষ বললেন, 'পুজোকে কেন্দ্র করে কালাকাঁদ, শুকনো মিষ্টির প্রচুর চাহিদা রয়েছে। সেই সঙ্গে দীপাবলি গিফট হ্যাম্পারেরও চাহিদা রয়েছে। যা আমাদের ব্যবসাও অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।'

তবে গাঁদা ফুলের দাম চড়া থাকায় ফুলের ব্যবসা ভালো হয়নি। শিলিগুড়ি ফুল ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য সৌমেন দাস বলেন, 'গতবছর গাঁদা ফুলের মালার দাম ছিল কুড়ি থেকে পঁচিশ টাকা। এবার সেটা পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই অনেকে আর্টিফিশিয়াল মালার দিকে ঝুঁকেছেন।'

প্রতিবছর প্রায় ছ'কোটি টাকার ফুল বিক্রি হলেও এবারে সেই সংখ্যাটা দু'কোটিতে নেমে এসেছে। এদিকে আর্টিফিশিয়াল মালার বিক্রি বাড়ায় খুশি দশকর্মা ভাণ্ডারের ব্যবসায়ীরা। দশকর্মা ভাণ্ডারের ব্যবসায়ী উৎপল রায় বলেন, 'গতবছর বিভিন্ন আকারের একশোটির মতন মালা বিক্রি করেছিলাম। এবারে সেই সংখ্যাটা দুশো ছাড়িয়ে গিয়েছে।'

## নেটের গেরোয় দেড় বছর ভাতা অমিল

**ভাস্কর শর্মা**

**আলিপুরদুয়ার, ২২ অক্টোবর :** ঐতিহাসিক বক্সাদুয়ার পোস্ট অফিসে ঠিকমতো আসে না ইন্টারনেটের সংযোগ। আবার পাহাড়ের সব বাসিন্দাদের নেই ব্যাংকের বই বা এটিএম। এই অবস্থায় সরকারি বিভিন্ন ভাতার টাকা পেলেও তা তুলতে পারছেন না তাঁরা। প্রায় দেড় বছর ধরে পোস্ট অফিস থেকে সঠিক সময়ে টাকা তুলতে না পেরে বিপাকে পড়েছেন বাসিন্দারা। অথচ কাজের গতি আনার জন্যই তো বাকি পোস্ট অফিসগুলির মতো ঐতিহ্যবাহী এই পোস্ট অফিসেও ইন্টারনেটের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু, পাহাড়ে নেটওয়ার্ক না পাওয়ায় সেই পরিষেবা প্রায় মুখ থুবড়ে পড়েছে। ফলে বিপাকে পড়েছেন পোস্ট মাস্টার ও উপভোক্তারা।

সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন বক্সা পোস্ট অফিসের পোস্ট মাস্টার শ্রীজনা থাপা। তাঁর কথায়, 'এটা ঠিক অনলাইন ব্যবস্থা থাকলেও নেটের জন্য নানা সমস্যা হচ্ছে। তবে আমি সপ্তাহে তিনদিন সান্তালাবাড়িতে গিয়ে পরিষেবা দিই। সবার পক্ষে অবশ্য সেখানেও যাওয়া সম্ভব নয়। বিকল্প ব্যবস্থা প্রশাসনকেই ভাবতে হবে।'

রাজাভাতখাওয়া পোস্ট অফিস থেকে সপ্তাহে তিনদিন- মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার ও শনিবার ডাক নিয়ে যান পোস্ট মাস্টার শ্রীজনা। সকালে ডাক নিয়ে সান্তালাবাড়ি পর্যন্ত বাসে বা স্কুটারে যান তিনি। সেখান থেকে পাহাড়ি পথে তিন কিলোমিটার পায়ে হেঁটে বক্সা পোস্ট অফিস পৌঁছান। এরপর বক্সা পাহাড়ের সদর বাজার, লেপচাখা, ২৮ বস্তি, ২৯ বস্তি, আদমা, চুনাভাটি, তাসিগাঁও, বক্সা ফোর্ট, ডারাগাঁও, খাটালিং, ফুলবাড়ির মতো ১১টি গ্রামে গিয়ে প্রতিনিয়ত ডাক পৌঁছে দেন। পোস্টাল ডিপার্টমেন্টকে কাজের আপডেট দেওয়ার জন্য ফের তাঁকে সান্তালাবাড়িতে নেমে আসতে হয়।

> এলাকায় অনেক মানুষ বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা সহ নানা ভাতার টাকা পান। কারও পোস্ট অফিস তো কারও ব্যাংকে তা সরাসরি ঢোকে। কিন্তু বক্সা পোস্ট অফিসে ইন্টারনেট না থাকায় সেই টাকা তোলা যাচ্ছে না।
>
> **মণিকুমার থাপা**
> *বক্সা ফোর্টের বাসিন্দা*

বক্সা ফোর্টের বাসিন্দা মণিকুমার থাপা বলেন, 'এলাকায় অনেক মানুষ বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা সহ নানা ভাতার টাকা পান। কারও পোস্ট অফিস তো কারও ব্যাংকে তা সরাসরি ঢোকে। কিন্তু বক্সা পোস্ট অফিসে ইন্টারনেট না থাকায় সেই টাকা তোলা যাচ্ছে না। প্রায় দেড়-দু'বছর ধরে আমরা এই সমস্যায় পড়েছি। জরুরিভিত্তিতে টাকা দরকার হলেই বিপত্তি।'

বক্সা পাহাড়ের বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, পাহাড়ে যে ১৩টি গ্রাম আছে তাদের সবার ভরসা এই বক্সা পোস্ট অফিস। বিশেষ করে এলাকার প্রবীণ বাসিন্দারা এখানেই তাঁদের সঞ্চিত অর্থ জমা রাখেন। বাসিন্দাদের কারও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কারও বয়স্ক ও বিধবা ভাতা আবার কারও প্রতিবন্ধী ভাতার টাকা পোস্ট অফিসে ঢোকে। এই পোস্ট অফিসে আগে ইন্টারনেট ছিল না। তাই টাকা তুলতে পাহাড় থেকে নীচে নেমে আসতে হত বাসিন্দাদের। এখনও ছবিটা বিশেষ বদলায়নি। আর এখন ইন্টারনেট সংযোগ থাকা রাজাভাতখাওয়া পোস্ট অফিসে গিয়ে গ্রাহকরা টাকা তোলেন। শুধু তাই নয়, টাকা তোলা কিংবা জমা দেওয়ার ক্ষেত্রেও রাজাভাতখাওয়া পোস্ট অফিসই ভরসা তাঁদের।

দিদির কোলে।। কোচবিহারে ভবানীগঞ্জ বাজারে বুধবার ভাস্কর সেহানবিশের ক্যামেরায়।

# পুনর্বাসন দাবি, ঘেরাও এডিআরএম অফিস

### উচ্ছেদ বন্ধে এখনও আশ্বাস নেই রেলের

**সাগর বাগচী**

**শিলিগুড়ি, ২২ অক্টোবর :** রেলের তরফে তিনবাত্তি মোড় থেকে এনজেপি স্টেশন পর্যন্ত চার লেনের রাস্তা করা হবে বলে জানা গিয়েছে। এই কারণে এনজেপির এরিয়া অফিসের সামনে থেকে রেল হাসপাতাল পর্যন্ত রাস্তার দুই ধারে থাকা ২৫টি দোকান সরিয়ে নেওয়ার জন্য ব্যবসায়ীদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পুনর্বাসন ছাড়া কোনও ব্যবসায়ী দোকান সরাবেন না, এই দাবিতে বুধবার বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির তরফে এনজেপির এডিআরএমের অফিসে ঘেরাও করা হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বিমান তপাদার, ব্যবসায়ী সমিতির সহ সভাপতি সুজিত বসাক প্রমুখ। সংগঠনের সদস্যদের সঙ্গে ব্যবসায়ীরা এদিন অফিসের গেটে ধর্নায় বসে পুনর্বাসনের দাবি জানান। এই মর্মে এডিআরএম অজয় সিংহকে একটি স্মারকলিপিও দেওয়া হয়। এই বিষয়ে অজয় কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

রেলের তরফে চার লেনের রাস্তা করার কথা বলা হলেও ব্যবসায়ীদের দাবি, চার লেনের রাস্তা নয়, ওই জায়গায় রেল কোচ রেস্তোরাঁ তৈরি করবে। সেই কারণেই উচ্ছেদের জন্য ব্যবসায়ীদের তিনটি নোটিশ ধরানো হয়েছে। ব্যবসায়ীরা স্পষ্ট জানিয়েছেন, পুনর্বাসন না পেলে তাঁরা দোকান উচ্ছেদ করতে দেবেন না। এদিন বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির চার সদস্যের দল এডিআরএম-কে স্মারকলিপি দেয়। সমিতির সভাপতি পরিমল মিত্র বলেন, 'প্রোজেক্ট তৈরি হয়েছে বলে রেলের তরফে জানানো হয়েছে। কিন্তু পুনর্বাসন ছাড়া কোনও উচ্ছেদ হতে দেব না। বিষয়টি নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে আমাদের জানাবেন বলে এদিন এডিআরএম জানিয়েছেন।' সমিতির সম্পাদক বিপ্লব রায় মুহুরি বলেন, 'গরিব দোকানদারদের পেটে লাথি মেরে এখানে কোনও রেস্তোরাঁ হোক চাই না। রেলের অনেক জায়গা রয়েছে। সেখানে গিয়ে রেস্তোরাঁ করা হোক।'

উচ্ছেদের নোটিশ পাওয়ার পর গত শনিবার থেকে ব্যবসায়ীরা এডিআরএম অফিসের পাশে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন। ব্যবসায়ী মমতা সরকার বলেন, 'দোকান বন্ধ হলে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। বাড়িতে বড় মেয়ে রয়েছে। তার বিয়ে দিতে হবে। একাই দোকান করি। দোকান সরিয়ে দিলে আর চলতে পারব না।' আরেক দোকানদার রিপন চক্রবর্তী বলেন, 'এই ২৫টি দোকানের ওপর অন্ততপক্ষে ৫০টি পরিবার নির্ভরশীল। এখানে সৌন্দর্যায়নের জন্য রেল কোচ রেস্তোরাঁ তৈরি করা হবে বলে জানতে পেরেছি। রেলের কাছে অনেক জায়গা রয়েছে। কেন সেই ফাঁকা জমিতে প্রকল্পের কাজ না করে আমাদের উচ্ছেদ করা হবে।' তিনি যোগ করেন, 'এর বিরুদ্ধে প্রয়োজনে আমরা অনশন আন্দোলন করব।'

এনজেপিতে এডিআরএম অফিসের সামনে বিক্ষোভ। বুধবার।

**কী ঘটনা**

- চার লেনের রাস্তা করার জন্য ব্যবসায়ীদের তিনটি নোটিশ ধরানো হয়েছে
- ব্যবসায়ীদের দাবি চার লেনের রাস্তা নয় এখানে কোচ রেস্তোরাঁ বানানো হবে
- প্রয়োজনে অনশন আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

## বাড়িভাসায় সংঘর্ষে দুই পক্ষ

**শিলিগুড়ি, ২২ অক্টোবর :** এক শিশুকে পথকুকুর কামড়ে দেওয়ার ঘটনায় সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ল দুই পক্ষ। মঙ্গলবার রাতে মারামারির ঘটনায় ডাবগ্রাম ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাড়িভাসা এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। বিষয়টি নিয়ে একপক্ষ এনজেপি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। অভিযোগ, মঙ্গলবার দুপুরে একটি পথকুকুর ওই শিশুটিকে কামড়ে দেয়। তারপর স্থানীয় বাসিন্দারা কুকুরের কবল থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করেন। পরে চিকিৎসার জন্য শিশুটিকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে, শিশুটির পরিবারের সদস্যরা রাতে বাড়িভাসা এলাকায় কয়েকজনের ওপর চড়াও হন বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় কয়েকজন আহত হন। শিশুটির পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, ওই এলাকার লোকজন পথকুকুরটিকে রোজ খাওয়াতেন। তাঁদের জন্যই পথকুকুরের কামড়ে আক্রান্ত হতে হয়েছে। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

## এটিএমে হানায় অভিযুক্ত তরুণ

**শিলিগুড়ি, ২২ অক্টোবর :** সাতসকালে এটিএমে ঢুকে মেশিন টানাহ্যাঁচড়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুধবার সকালে চাঞ্চল্য ছড়াল পনিট্যাঙ্কি ফাঁড়ি এলাকায়। ঘটনায় শাখ্য বিশ্ব নামের ওই তরুণকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃত ওই তরুণ মিরিকের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ি এলাকার একটি পেট্রোল পাম্পের এটিএমে অভিযুক্ত ওই তরুণ ঢুকে পড়েন। এরপরই তিনি মেশিন টানাহ্যাঁচড়া করতে থাকেন। বিষয়টি নজরে এলেই স্থানীয়রা খবর দেন পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশকে। এটিএমের অ্যালার্মও বেজে ওঠে। এরপর পুলিশ এসে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

## স্ক্রিন টু গ্রিন কর্মসূচি

**শিলিগুড়ি, ২২ অক্টোবর :** মোবাইল থেকে দূরে রেখে পড়ুয়াদের প্রকৃতিপাঠে আগ্রহী করতে বন দপ্তর স্ক্রিন টু গ্রিন উদ্যোগ নিয়েছে। বুধবার কার্সিয়াং বনবিভাগের আওতায় থাকা বাগডোগরা রেঞ্জের ট্রিল্যান্ড ইকো পার্কে এই কর্মসূচি করা হয়। কর্মসূচিতে প্রকৃতিপাঠ সম্পর্কে বিভিন্ন জিনিস পড়ুয়াদের হাতেকলমে শেখানো হয়। উপস্থিত ছিলেন ডিএফও দেবেশ পান্ডে। তিনি বলেন, 'পড়ুয়াদের প্রকৃতিপাঠে আগ্রহী করে তোলার জন্য বিভিন্ন ইকো পার্কে এই কর্মসূচি চলছে।'

# রাস্তা সারানোর দাবিতে অবরোধ

**খড়িবাড়ি, ২২ অক্টোবর :** খড়িবাড়িতে বুন নদীর ছটঘাটে যাওয়ার রাস্তার বেহাল দশা। বুধবার রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন ছটব্রতীরা।

আলোর উৎসব মিটতে না মিটতেই শুরু ছটপুজোর প্রস্তুতি। কিন্তু খড়িবাড়ি বাজার এলাকার ছটব্রতীরা এবার চরম সমস্যায় পড়তে চলেছেন। খড়িবাড়ি কদমতলা মোড় থেকে শিবুজোত বুন নদীর ছটঘাটে যাওয়ার রাজ্য সড়কের বেহাল অবস্থা। খানাখন্দে ভরা গোটা রাস্তা। এই বেহাল রাস্তা দিয়ে দণ্ডি কেটে এবং খালি পায়ে পুজোর সামগ্রী নিয়ে কীভাবে নদীর ঘাটে পৌঁছাবেন, তা নিয়ে চিন্তিত ছটব্রতীরা। রাস্তা সংস্কারের দাবিতে এদিন বেলা সাড়ে ১২টা থেকে তাঁরা খড়িবাড়ি থানার সামনে পথ অবরোধ শুরু করেন। অবরোধের জেরে ব্যাপক যানজট হয়। পরে খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত রাস্তা সারানোর আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেন আন্দোলনকারীরা। খড়িবাড়ি ছটপুজো কমিটির সভাপতি কল্যাণ প্রসাদ বলেন, 'দুগাপুজো, কালীপুজোয় রাস্তা খারাপের জন্য খড়িবাড়ি এলাকার মানুষের খুব সমস্যা হয়েছে। কিন্তু ছটপুজোয় এই সমস্যা ভয়ংকর হবে ছটব্রতীদের জন্য। কারণ, ছটব্রতীদের রাস্তায় দণ্ডি কেটে প্রায় ২ কিলোমিটার যাওয়া অসম্ভব। এছাড়া ছটব্রতীরা খালি পায়ে পুজোর সামগ্রী মাথায় নিয়ে নদীর ঘাটে যান। আমরা শুক্রবার পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দিলাম। এর মধ্যে রাস্তা সারাতে হবে।' অন্যথায় খড়িবাড়িতে বনধ ডাকার হুঁশিয়ারি দেন তিনি। খড়িবাড়ি থানার ওসি বলেন, পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে কথা হয়েছে। দ্রুত রাস্তা সারানোর আশ্বাস দিয়েছেন ওঁরা।

## ধর্ষণে অভিযুক্ত তরুণ গ্রেপ্তার

**মালবাজার, ২২ অক্টোবর :** সোমবার আদিবাসী নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগে পশ্চিম তেশিমলার এক তরুণ জিয়ারুল হককে গ্রেপ্তার করল মাল থানার পুলিশ। বুধবার রাজেশ লাকড়া সহ তরাই-ডুয়ার্সের কিছু আদিবাসী নেতৃত্ব মাল থানায় এসে আইসির সঙ্গে দেখা করেন এবং উক্ত মামলায় অ্যাট্রসিটি অ্যাক্ট সংযুক্ত করার কথা জানান। তাঁদের অভিযোগ, আইসি বলছেন যে নাবালিকার তপশিলি উপজাতি শংসাপত্র থাকলেই এই ধারা সংযোজন করা যাবে। তাঁদের আরও ভয়ানক অভিযোগ, থানার সহযোগিতায় কয়েকজন ব্যক্তি চায়ের দোকানে বসে অভিযোগপত্র লেখেন। সেক্ষেত্রে তাঁরা অনেক তথ্য যাচাই না করেই অভিযোগপত্রগুলি লেখেন। সরকার এত ঘটা করে দুয়ারে সরকার সহ নানা কর্মসূচি করছে, তা সত্ত্বেও আদিবাসীদের সার্টিফিকেট তৈরি হচ্ছে না কেন? আদিবাসী উন্নয়ন ও অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী ও সচিবের কাছে এই জবাবদিহির দাবিতে ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা।

# মধ্য শান্তিনগরে বিধায়কের পাড়ায় হাঁটাই দায়

**প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস**

**শিলিগুড়ি, ২২ অক্টোবর :** ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন রাস্তার হতশ্রী দশা। এমনকি খোদ ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনের রাস্তাও ভেঙে গিয়েছে। তৈরি হয়েছে খানাখন্দ। যার ফলে পথ চলতে হোঁচট খাচ্ছে আমজনতা। সমস্যা সমাধানে স্থানীয় বাসিন্দারা পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন। অন্যদিকে, বিষয়টি নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তর্জা। তৃণমূল-বিজেপি দু'পক্ষই একে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দায় সারছে।

ডাবগ্রাম-২'এর অলিগলি থেকে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, সবই ভাঙাচোরা, খানাখন্দে ভর্তি। বৃষ্টিতে জল জমে তা পুকুরে পরিণত হয়। যার ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে বাসিন্দাদের। আশিঘর মোড় থেকে নরেশ মোড় হয়ে ফাড়াবাড়ি, সাহুডাঙ্গি যাওয়ার রাস্তায় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। গাড়ি যাতায়াত করলেই উড়ছে ধুলো।

বাণেশ্বর মোড় থেকে ছোট ফাঁপড়ি যাওয়ার পথও তথৈবচ। বৃষ্টি হলে জল জমে ডোবায় পরিণত হয়। প্রায়ই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে টোটো-বাইক। সুধা দাস নামে এক পথচারী বললেন, 'আমরা বহু বছর ভোগান্তি পোহাচ্ছি। এভাবে কতদিন চলতে পারে বলুন। প্রধান, বিধায়ক, সাংসদ কেউ কিছু করছেন না।'

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনের রাস্তা ভেঙে আছে। মধ্য শান্তিনগরের পাইপলাইন এলাকায় শিখার বাড়ির সামনে দিয়ে আসছিলেন অজিত রায়। তিনি বললেন, 'বিধায়কের বাড়ির সামনের রাস্তাও বেহাল! ভোট দিয়ে যদি একটা ভালো রাস্তাই না পাই তাহলে আর কিছু বলার নেই।'

বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে ভেঙে আছে রাস্তা।

শান্তিনগরের পাইপলাইন এলাকায় রয়েছে ফল, সবজি, মাছের অস্থায়ী বাজার। সেখানকার পথও বেহাল। বাজারে এসেছিলেন জয়ন্ত সাহা। তিনি বললেন, 'এখানে রাস্তা কোথায়? শুধুই ছোট-বড় পাথরের ছড়াছড়ি। হাঁটাই যে দায়।'

হাতিয়াডাঙ্গা, ফকদইবাড়ি, মাঝাবাড়ি, উত্তর একতিয়াশাল, দক্ষিণ একতিয়াশাল, নরেশ মোড়, তেলিপাড়া সহ অন্য এলাকাতেও একই ছবি। মাঝাবাড়ির ললিতা মণ্ডল বললেন, 'রাস্তাঘাট চলাচলের অযোগ্য। কবে সমস্যা থেকে মুক্তি মিলবে জানা নেই। কোনও টোটো বা গাড়ি পাড়ার রাস্তায় ঢুকতে চায় না।'

২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপির দখলে যায়। এলাকার বিধায়কও বিজেপির। প্রশ্ন উঠছে তাঁদের ভূমিকা নিয়েও। যদিও শিখা বলছেন, 'রাজ্য সরকারের তো কত প্রকল্প রয়েছে। তাহলে রাস্তাগুলোর এমন হতশ্রী দশা কেন। বিধায়কের তহবিলে সারাবছরে ৭০ লক্ষ টাকা মেলে। তাতে ক'টা রাস্তা তৈরি সম্ভব?' তাঁর পালটা তোপ, 'ঠাকুরনগর ফ্লাইওভারের টেন্ডার সহ সমস্ত কিছু তৈরি। কিন্তু এনওসি মিলছে না। তাহলে কীভাবে উন্নয়ন সম্ভব।'

প্রধান মিতালি মালাকারের বক্তব্য, 'গ্রাম পঞ্চায়েত আমাদের দখলে থাকলেও জেলায় তো তৃণমূল ক্ষমতায় রয়েছে। আমরা জেলা পরিষদে সমস্যার কথা জানিয়েছি। এসজেডিএতেও জানিয়েছি। কিন্তু ওদের ভ্রূক্ষেপ নেই। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে যতটুকু সম্ভব আমরা করছি। এনওসি না পাওয়ায় কত কাজ আটকে থাকছে।'

যদিও জেলা পরিষদের সদস্য মনীষা রায় বলছেন, 'প্রধান কোনও লিখিত আবেদন জমা দেননি। বড় রাস্তার কাজ যদি উনি করতে না পারেন তাহলে অন্তত এলাকার ছোট রাস্তাগুলোর কাজ করুক। কোনও রাস্তার শিলান্যাসের খবর তো আজও পেলাম না।' বিরোধী দলনেতা মজেন্দ্রনাথ রায় বললেন, 'ওদের কাজ করার মানসিকতা নেই, তাই ওরা পারছে না।'

## পরামর্শদাতা

পাট শিল্পের পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে পরামর্শদাতা নিয়োগ করছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই ট্রান্স অ্যাকশন অ্যাডভাইজার নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে শিল্প পুনর্গঠন দপ্তর।

## ঝলমলে আকাশ

কালীপুজোর পর ভাইফোঁটাতে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে আকাশ রোদ ঝলমলে থাকবে। তবে শুক্রবার থেকে উপকূল এলাকায় বৃষ্টির আশঙ্কা করেছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।

## বাসে আগুন

বুধবার সকালে দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে একটি যাত্রীবাহি বাসে আগুন ধরে যায়। এর ফলে সকাল থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ সেতুতে ব্যাপক যানজট তৈরি হয়। যদিও কেউ হতাহত হয়নি। তদন্তে পুলিশ।

## কল সেন্টার

র‍্যাশন পরিষেবায় স্বচ্ছতা আনতে একটি কেন্দ্রীভূত কলসেন্টার চালু করছে রাজ্যের খাদ্য দপ্তর। এর ফলে গ্রাহক থেকে ধান বিক্রয়কারী সহজেই তাদের অভিযোগ সেখানে জানাতে পারবেন।

## ডিএ আন্দোলন হাজার দিনে

**কলকাতা, ২২ অক্টোবর :** বকেয়া মহার্ঘভাতার (ডিএ) দাবিতে সরকারি কর্মচারী সংগঠন সংগ্রামী যৌথমঞ্চের আন্দোলনের ১০০০ দিন পূর্ণ হল। বুধবার তাই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অভিনব পদ্ধতিতে প্রতিবাদ জানালেন তাঁরা। শহিদ মিনারে আন্দোলন মঞ্চের বাইরেই বিছুটি গাছ লাগিয়ে প্রতিবাদ করেন। সংগঠনের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ বলেন, 'বাস্তবে এই সরকার বিছুটি পাতায় পরিণত হয়েছে। নিজের কর্মচারীদের সঙ্গে কথাও বলে না, সমস্যাও বোঝে না।' সামনেই বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে। তাই স্বচ্ছতার দাবি তোলেন তাঁরা।

সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট বকেয়া মহার্ঘভাতা নিয়ে যে রায় দিয়েছিল, তা পূরণ হয়নি। এদিন এই প্রসঙ্গে ভাস্কর বলেন, 'আন্দোলনকারীদের পক্ষে রায় নিয়ে রিভিউ পিটিশন হলে প্রতিবাদ আরও তীব্র হবে।' যে সমস্ত শিক্ষককে বিএলও-র দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাঁদের হেনস্তা করা হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে। সংগঠনের আহ্বায়ক বলেন, 'এজন্য একটি হেল্প ডেস্ক চালু করা হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএলও-রা নিজেদের অভিযোগ ও সমস্যার কথা জানাতে পারবেন। তবে গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।'

## হুমায়ুনকে আইনি নোটিশ শুভেন্দুর

**কলকাতা, ২২ অক্টোবর :** মুর্শিদাবাদ জেলায় তৃণমূলের পর্যবেক্ষক থাকাকালীন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অনৈতিকভাবে গোরু পাচারের টাকা তুলতেন বলে কয়েকদিন আগেই অভিযোগ করেছিলেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। এই মন্তব্যের জন্য হুমায়ুনকে আইনি নোটিশ পাঠালেন বিরোধী দলনেতা। অবিলম্বে এই ঘটনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে কথা প্রত্যাহার না করা হলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হবে বলে ওই নোটিশে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শুভেন্দু। যদিও এই নোটিশকে গুরুত্ব দিতে নারাজ হুমায়ুন। তাঁর পালটা চ্যালেঞ্জ, ২০১৪ সাল থেকে এই জেলায় কীভাবে গোরু পাচার হয়েছিল, তা সকলেই জানেন। বিএসএফের এক আধিকারিকও এই ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। এনামুল হকের সঙ্গে কার কী সম্পর্ক ছিল, তাও এলাকার লোকের অজানা নয়। তাই আমি চ্যালেঞ্জ করছি, শুভেন্দুবাবু নিজেকে প্রমাণ করুন। আমার প্রমাণ করার দরকার নেই। আমি কোনও ক্ষমা চাইব না বা ভুল স্বীকার করব না।

কয়েকদিন আগে লালগোলায় গঙ্গাভাঙনে প্রায় ২০০টি পরিবার ঘরছাড়া হয়ে স্কুলে আশ্রয় নিয়েছে। এরইমধ্যে উত্তরবঙ্গে বিপর্যয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দু'বার সেখানে গিয়েছেন। বিরোধী দলনেতাও সেখানে ত্রাণ নিয়ে পৌঁছেছিলেন। কিন্তু লালগোলায় ভাঙন-কবলিত এলাকায় কারও না যাওয়া নিয়ে প্রকাশ্যেই ক্ষোভপ্রকাশ করেছিলেন হুমায়ুন। বিরোধী দলনেতাকেও নিশানা করে তিনি গোরু পাচারের প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। এরপরই হুমায়ুনকে নোটিশ পাঠান বিরোধী দলনেতা।

হুমায়ুন বলেন, '২০১৪ সালে পুলিশের এসকর্ট কারে টাকা যেত। সেই টাকা এক বেরাবাবু নিয়ে যেতেন। ওই বেরাবাবু এখনও কার লোক, তা সকলেই জানেন। তাই আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, আমি যা বলেছি, তা ঠিক। আমার কথায় কোনও ভুল নেই। তাই ভুল স্বীকারের কোনও প্রশ্নই আসছে না। ওই চিঠির জবাবও দেব না আমি। আইনি পথেই আমি লড়াই করব।'

# শহর উন্নয়নে ৬০০ কোটি

**দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ২২ অক্টোবর :** গত লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের পুর এলাকায় ভোটে বড় ধাক্কা খেয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। ৭৪টি পুরসভা এলাকায় বিরোধীদের থেকে পিছিয়ে ছিল রাজ্যের শাসকদল। এমনকি কলকাতা পুরসভার হেভিওয়েট নেতাদের ওয়ার্ডেও দল পিছিয়ে পড়েছিল। এই পরিস্থিতিতে আর কয়েক মাসের মধ্যেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে পুর এলাকায় পরিকাঠামোগত উন্নয়নে প্রায় ৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করল রাজ্য সরকার। তার মধ্যে ২৫০ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের অম্রুত প্রকল্পে রাজ্য পেয়েছে। বাকি টাকা রাজ্য সরকারকেই নিজস্ব তহবিল থেকে খরচ করতে হবে। অম্রুত প্রকল্পে পাওয়া টাকা শুধুমাত্র বাড়ি বাড়ি পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যাবে। রাজ্য সরকার নিজস্ব তহবিল থেকে যে টাকা দেবে, তাতে রাস্তা ও পার্কের সংস্কার, নিকাশি ব্যবস্থা এবং অন্যান্য পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যয় করা হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অম্রুত প্রকল্পে ২৫০ কোটি টাকা হাতে পাওয়ার পরই রাজ্যের পুর এলাকায় সার্বিক উন্নয়নে খরচের সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। বুধবার পুর দপ্তরের কর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। সেখানেই সিদ্ধান্ত হয়েছে, আগামী মার্চের মধ্যে এই প্রকল্পের টাকা শেষ করতে হবে। তার জন্য নভেম্বরের মধ্যে বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট বা ডিপিআর তৈরি করে পুর দপ্তরে জমা দিতে হবে। পুর দপ্তরের অনুমোদন পাওয়ার পরই টেন্ডার ডেকে কাজের বরাত দিতে হবে ঠিকাদারি সংস্থাগুলিকে। রাস্তা সংস্কারের ক্ষেত্রে তিন বছরের চুক্তি করা বাধ্যতামূলক। এই তিন বছরের মধ্যে রাস্তা খারাপ হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকেই তার সংস্কার করে দিতে হবে।

**কেন্দ্রের সাহায্য**

- রাজ্যের পুর এলাকা উন্নয়নে ৬০০ কোটি টাকা খরচ করছে রাজ্য সরকার
- অম্রুত প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাজ্য সরকার পাচ্ছে ২৫০ কোটি
- বাকি টাকা ম্যাচিং গ্র্যান্ট হিসেবে রাজ্য সরকার দেবে
- বাড়ি বাড়ি পানীয় জল, নিকাশি ও রাস্তা সংস্কারের কাজে এই টাকা খরচ হবে

কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অর্থ বরাদ্দ পাওয়ার পরই পুরসভাগুলির জন্য অর্থ বরাদ্দের নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। পুর দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম অনুযায়ী অম্রুত প্রকল্পে ১০ লক্ষের বেশি জনসংখ্যার পুরসভার জন্য মোট বরাদ্দের ২৫ শতাংশ দেয় কেন্দ্রীয় সরকার ও ১০ লক্ষের কম জনসংখ্যার পুরসভা হলে কেন্দ্রীয় সরকার দেয় ৩৩ শতাংশ ও বাকি টাকা দেয় রাজ্য সরকার। ১ লক্ষের নীচে জনসংখ্যা হলে মোট খরচের অর্ধেক, অর্থাৎ ৫০ শতাংশ দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। এই মুহূর্তে রাজ্যের বেশিরভাগ পুরসভার জনসংখ্যা ১০ লক্ষের বেশি। সেই হিসেবেই মোট বরাদ্দ ৬০০ কোটির মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ২৫০ কোটি টাকা দিয়েছে। পুর দপ্তরের কর্তারা মনে করছেন, এই টাকা পাওয়া গেলে ভোটের আগে শহরাঞ্চলে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে।

*আসছে বছর আবার হবে...*

*বুধবার কলকাতায় গঙ্গার ঘাটে। ছবি : রাজীব মণ্ডল*

## দুর্গাপুর ও উলুবেড়িয়া হাসপাতালের ঘটনায় তদন্ত

# গণধর্ষণে ধৃতদের জেল হেপাজত

**রাজা বন্দ্যোপাধ্যায়**

**দুর্গাপুর, ২২ অক্টোবর :** দুর্গাপুর ধর্ষণ কাণ্ডে ধৃত চারজনকে বুধবার দুর্গাপুর আদালতে হাজির করাল পুলিশ। তাদের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ২৪ অক্টোবর এই ৪ জনের শনাক্তকরণ (টিআই) প্যারেড করানো হবে। বাকি দু'জনকে মঙ্গলবারই আদালতে হাজির করানো হয়েছিল।

এদিন শেখ ফিরদৌস, অপু বাউরি, শেখ নাসিরউদ্দিন ও নির্যাতিতার সহপাঠী ওয়াসেফ আলিকে আদালতে হাজির করায় পুলিশ। মঙ্গলবার অভিযুক্ত শেখ সফিক ও শেখ রিয়াজউদ্দিনকে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৮৩ নং ধারা অনুযায়ী গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয়।

এদিন ধৃত ছ'জনের তরফে তাদের আইনজীবীরা আদালতের কাছে জামিনের আবেদন করেছিলেন। এজলাসে উপস্থিত থাকা সরকারি বিশেষ আইনজীবী বিভাস দত্ত ও সরকারি আইনজীবী পার্থ ঘোষ আদালতে বিচারকের কাছে ৬ জনের জামিনের বিরোধিতা করেন। সওয়াল-জবাব শেষে এদিন আদালতে হাজির চারজন সহ মোট ৬ জনের জামিন নাকচ করে বিচারক ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত জেল হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

অন্যদিকে এদিন পুলিশের তরফে এই মামলার তদন্তকারী অফিসার জেলে গিয়ে সহপাঠী ওয়াসিফ আলি বাদ দিয়ে বাকি ৫ জনের টিআই প্যারেড করানোর জন্য বিচারকের কাছে আবেদন করেন। বিচারক সেই আবেদন মঞ্জুর করেন।

তিনি নির্দেশ দেন, ২৪ অক্টোবরই টিআই প্যারেড করাতে হবে। সেই মতো সেদিন পুলিশ নির্যাতিতাকে জেলে নিয়ে গিয়ে ৫ জনের টিআই প্যারেড করাবে।

এদিন এই মামলার তদন্তকারী অফিসারের তরফে সরকারি আইনজীবী আদালতের কাছে ধৃতদের মোবাইল ফোনের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট পরীক্ষা করানোর জন্য অনুমতি চান। বিচারক তা মঞ্জুর করেন। আদালতে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তা করা হবে।

ধৃতদের মোবাইল ফোন ইতিমধ্যেই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। প্রত্যেকের বিরুদ্ধে প্রমাণ জোগাড়ে তদন্তকারী অফিসার ইতিমধ্যেই একাধিক ফরেন্সিক ও ডিজিটাল প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। সেই সবকিছু পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

বিশেষ সরকারি আইনজীবী ও সরকারি আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায় ও পার্থ ঘোষ বলেন, এদিন চারজনকে আদালতে পেশ করা হলেও ৬ জনেরই জামিনের আবেদন করা হয়েছিল। আমরা তার বিরোধিতা করি। সেই মতো বিচারক তাদের জামিন নাকচ করেছেন।

অভিযুক্ত ওয়াসিফ আলির আইনজীবী প্রজ্ঞা দীপ্ত রায় বলেন, 'এদিন আমার মক্কেলের জামিনের আবেদন করেছিলাম। তা নাকচ হয়েছে। আমরা আগেই বলেছি, আমার মক্কেলের সঙ্গে ওই মেয়েটির ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। তার মধ্যেই সেদিন একটা ঘটনা ঘটে। যাতে সে জড়িয়ে যায়। তদন্ত কী হচ্ছে, পুলিশ আদালতে কী জমা দিচ্ছে, তার ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'

*মিষ্টি আমার মিষ্টি তোমার...*

*ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে দোকানে ক্রেতাদের ভিড়। ছবি : রাজীব মণ্ডল*

## চিকিৎসক নিগ্রহে গ্রেপ্তার বেড়ে ৩

**কলকাতা, ২২ অক্টোবর :** হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় শরৎচন্দ্র মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসক নিগ্রহের ঘটনায় বুধবার আরও একজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। এই নিয়ে ধৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল তিন। আগেই মূল অভিযুক্ত ট্রাফিক হোমগার্ড শেখ বাবুলাল ও শেখ হাসিবুলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ওই ট্রাফিক হোমগার্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠতেই তাঁকে দায়িত্ব থেকে সরানো হয়েছে। এদিনও এই ঘটনায় রাজনৈতিক চাপানউতোর বেড়েছে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে নারী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে এই ঘটনায় রিপোর্টও চাওয়া হয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সেই রিপোর্ট জমাও দিয়েছেন। এদিন হাসপাতালে গিয়ে নিগৃহীতা ও হাসপাতালের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরসের প্রতিনিধিরা। ঘটনাস্থলে যান তৃণমূলের চিকিৎসক নেতা নির্মল মাজি ও স্থানীয় বিধায়ক। ঘটনার প্রতিবাদে পাঁচলায় এসপি অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি।

স্থানীয় তরুণ শেখ সম্রাটকে এদিন সিসিটিভি ফুটেজ দেখে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অভিযুক্ত শেখ বাবুলালের আত্মীয়াকে দেখা নিয়েই বচসার সূত্রপাত হয়েছিল। আরজি কর মেডিকেল কলেজে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সিভিক ভলান্টিয়ার দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা নিরাপত্তার স্বার্থে বেশ কিছু দাবিদাওয়া তুলেছিলেন। তবে উলুবেড়িয়ার ঘটনায় এই দাবিগুলিই পূরণ হয়েছে কি না, তা নিয়ে ফের প্রশ্ন তুলছে চিকিৎসকদের সংগঠন। ঘটনায় বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি ও এসইউসিআই। রানিহাটিতে বিজেপি এসপি অফিস অভিযান করতেই পুলিশের সঙ্গে বচসা বাধে। রীতিমতো ধস্তাধস্তির পরিস্থিতি তৈরি হয়। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরসের তরফে পবিত্র গোস্বামী বলেন, 'ওই নিগৃহীতা ভয়ের মধ্যে রয়েছেন। তিনি মনোবিদের কাছে যেতে পারেন। হাসপাতাল চত্বরে কোনও নিরাপত্তা নেই। অরাজকতা চলছে।' নিগৃহীতা বলেন, 'উনি হুমকি দিয়ে বলছেন, উনি পার্টির বড় নেতা।' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'তৃণমূল মানেই ধর্ষক।'

# ডি-ভোটার আটকাতে বিজেপির সিএএ অস্ত্র

**অরূপ দত্ত**

**কলকাতা, ২২ অক্টোবর :** বিধানসভা ভোটের আগে সিএএ শিবির করে হিন্দু উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দিতে এবার রাজনৈতিকভাবে মাঠে নামল বিজেপি। এই লক্ষ্যে চলতি মাসের মধ্যে রাজ্যে ৭০০ সিএএ শিবির খোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর-এর ফলে রাজ্যের উদ্বাস্তু হিন্দুদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়বে। সিএএ-র মাধ্যমে নাগরিকত্ব দিয়ে বে-নাগরিক বা ডি ভোটার হওয়া আটকে উদ্বাস্তু, হিন্দু ভোট ফেরাতে চায় বিজেপি।

২০১৯-এর লোকসভা ভোটের সময় থেকে আশ্বাস শুনিয়ে এসেছে বিজেপি। ২৪-এর লোকসভা ভোট ঘোষণার মুখে সংসদে সেই আইন পাশ হলেও সিএএ-র মাধ্যমে নাগরিকত্ব পেতে রাজ্যের উদ্বাস্তু হিন্দুদের মধ্যে কোনও হেলদোল ছিল না। তার প্রধান কারণ, সিএএ-র জন্য আবেদন করা মানে নিজেকে বেনাগরিক, অনুপ্রবেশকারী বলে মেনে নেওয়া। তাই সিএএ নিয়ে কেন্দ্র ও বিজেপির সব চেষ্টাই কার্যত জলে গিয়েছে। কিন্তু এবার রাজ্যের ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের ফলে বাংলাদেশ সহ পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র থেকে এদেশে চলে আসা উদ্বাস্তু হিন্দুদের নামও বাদ পড়বে। কমিশনের এই পদক্ষেপে উদ্ভূত পরিস্থিতিকে রাজনৈতিকভাবে কাজে লাগিয়ে উদ্বাস্তু ভোট দখলে রাখতে চায় বিজেপি।

> আমরা অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে তাদের নাম বাদ দেওয়ার পক্ষে। এটা আমাদের ঘোষিত অবস্থান এবং তার জন্য আমরা ক্যাম্প করব, সহযোগিতা করব, অর্থ সাহায্য করব, বিজেপি যতক্ষণ আছে হিন্দু উদ্বাস্তুদের কেশাগ্র কেউ স্পর্শ করতে পারবে না।
>
> **শমীক ভট্টাচার্য**

এদিন সল্টলেকে বিজেপি দপ্তরে সিএএ শিবির সংক্রান্ত এক বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। বৈঠকে সিএএ শিবির পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্তদের সঙ্গে রাজ্যের সীমান্তবর্তী জেলার বিধায়কদেরও ডাকা হয়েছিল। রানাঘাটের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার এই প্রসঙ্গে বলেন, 'এ হল সাঁড়াশি চাপ। এতদিন সিএএ নিয়ে সাধাসাধি করে কোনও কাজ হয়নি। এবার ভোটার তালিকা থেকে নাম কাটা গেলে তখন দাদা-দিদিদের কথা ভুলে সিএএ-র জন্য আবেদন করতে লাইন পড়ে যাবে। আমাদের সেই সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে। সেই লক্ষ্যেই এদিনের বৈঠকে রাজ্যজুড়ে প্রতিটি এলাকায় যত বেশি সংখ্যায় সিএএ শিবির খুলতে নির্দেশ দিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিএল সন্তোষ।'

চাকদার বিধায়ক বঙ্কিম ঘোষ বলেন, দুটি বুথ-পিছু একজন করে প্রমুখ থাকবেন। তাঁরা এলকা ঘুরে সিএএ শিবির সংক্রান্ত বাড়ি বাড়ি প্রচার ও সিএএ আবেদনকারীদের বুথভিত্তিক সম্ভাব্য তালিকা তৈরি করবেন। ২০০২-এর ভোটার তালিকায় যাদের নাম নেই তাদের তালিকা তৈরি হচ্ছে। সেই তালিকা ধরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সিএএ-তে আবেদনের জন্য তাদের বলা হবে। তবে বুথের ভুয়ো ভোটার ও সংখ্যালঘু অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে ভোটার তালিকা থেকে তাদের নাম বাদ দেওয়ার জন্যও আমাদের সক্রিয় হতে হবে।

রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'আমরা বাংলাদেশের হিন্দু উদ্বাস্তুদের পক্ষে। আমরা অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে তাদের নাম বাদ দেওয়ার পক্ষে। এটা আমাদের ঘোষিত অবস্থান এবং তার জন্য আমরা ক্যাম্প করব, সহযোগিতা করব, অর্থ সাহায্য করব, বিজেপি যতক্ষণ আছে হিন্দু উদ্বাস্তুদের কেশাগ্র কেউ স্পর্শ করতে পারবে না।'

## চন্দ্রনাথকে তলব

**কলকাতা, ২২ অক্টোবর :** পুর নিয়োগ দুর্নীতি, বালি পাচার কাণ্ডের পর ফের শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে তৎপর হয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ইডি ও সিবিআইয়ের নজরে রয়েছে একাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তি। বুধবার প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতিতে রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহাকে তলব করা হয়েছে। তিনি এদিন হাজিরা দেন। নিম্ন আদালত থেকে তাঁর অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন মঞ্জুর হওয়ার পর দু'বার ইডির তরফে মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি। খবর, তার উত্তরে সন্তুষ্ট নন ইডি আধিকারিকরা। তাই তাঁকে আবার ডাকা হয়। বিপাকে পড়েছেন বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য ও প্রাক্তন তৃণমূল নেতা বিভাস অধিকারীও। প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতিতে সিবিআইয়ের জমা দেওয়ার চার্জশিটে মানিক ও বিভাসের বিরুদ্ধে টাকার বিনিময়ে চাকরি দেওয়ার যোগসাজশের অভিযোগ আনা হয়েছে।

এদিন সল্টলেকের ইডির দপ্তরে বেশ কিছু ফাইল ও নথি সহ হাজিরা দেন চন্দ্রনাথ। তবে সাংবাদিকদের কোনও প্রশ্নের উত্তর দেননি তিনি। খবর, গত পাঁচ বছরের আয়কর রিটার্নের নথি, ২০১৬ সালের পর থেকে তাঁর কেনা সম্পত্তির নথিও চাওয়া হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে আয় বহির্ভূত সম্পত্তি বেনামে থাকার অভিযোগ উঠেছিল। তবে নিম্ন আদালত তাঁর অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেছিল। তবে তদন্তের সহযোগিতার নির্দেশ দিয়েছিল। সেই মতো তৃতীয়বার নোটিশ পেয়ে সাড়া দিতে হয়েছে চন্দ্রনাথকে।

## শোকজের মুখে শতাধিক বিএলও

**কলকাতা, ২২ অক্টোবর :** দায়িত্ব পালন করতে অস্বীকার করায় শতাধিক বিএলও-কে শোকজ করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। কমিশন সূত্রে একথা জানা গিয়েছে। এসআইআর-এর জন্য নির্বাচিত বিএলওদের একাংশের আচমকা এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ কমিশন। সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করলে তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপের কথা ভাবা হতে পারে বলে জানিয়েছেন কমিশনের এক কর্তা। রাজ্যে এসআইআর শুরুর মুখে বিএলওরা এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাওয়ায় উদ্বিগ্ন কমিশন। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'কমিশনের দায়িত্ব বিএলওদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। টিএমসির ভীতি প্রদর্শন, হুমকির জন্যই তাঁরা কাজ করতে চাইছেন না। এতদিন নির্বাচনের সময় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে তৃণমূল কাজ হাসিল করত। এখন তারা এসআইআর-এও সেই আতঙ্ক তৈরি করতে চাইছে।'

## আধঘণ্টায় শিশু চুরির কিনারা

**কলকাতা, ২২ অক্টোবর :** শ্রীরামপুরের হাসপাতাল থেকে শিশু চুরির ঘটনায় আধ ঘণ্টার মধ্যেই কিনারা করল পুলিশ। জানা গিয়েছে, বুধবার দুপুর ১২.০৫ মিনিটে ঘুমন্ত মায়ের পাশ থেকে সদ্যোজাতকে নিয়ে পালায় অজ্ঞাতপরিচয় এক মহিলা। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন মা। পুলিশে খবর দেওয়া হলে তদন্ত শুরু করে তারা। নওগাঁ মোড়ে নাকাচেকিংয়ের সময় ধরা পড়ে অভিযুক্ত। টোটোয় করে মহিলাকে পালাতে দেখেন কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা। তারপরই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। শিশুটিকে মায়ের কোলে তুলে দেয় শ্রীরামপুর থানার পুলিশ।

# মিষ্টিতে আধুনিকতা, রেস্তোরাঁর মেনুতে বাঙালিয়ানা

**রিমি শীল**

**কলকাতা, ২২ অক্টোবর :** 'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা', এভাবেই ভাইয়ের মঙ্গলকামনায় ফোঁটা দেন বোনেরা। একসময়ে ভাইফোঁটার আগের রাতে বোনেরা উঠোনে কড়াই চাপাত। নিজের হাতেই কেউ নারকেল রনাড়ু, কেউ নলেন গুড়ের সন্দেশ তৈরি করতেন। সকাল সকাল স্নান সেরে থালায় ধান, দুর্বা, কাজল, ঘি, চন্দন, দই, মিষ্টি সাজিয়ে অপেক্ষায় থাকতেন বোনেরা। ধোঁয়া ওঠা লুচি, খেঁজুর গুড়ের পায়েস, কমলাভোগ, রাজভোগ, খাজা, নাড়ুতেই জমে উঠত ভাইফোঁটার স্মৃতি। পৌরাণিক কাহিনি অনুযায়ী, যমুনা তাঁর ভাই যমরাজকে বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়ে ফোঁটা দেন। তাই যমরাজ বর দিয়েছিলেন এইদিন যে ভাইয়েরা বোনের বাড়িতে যাবেন তাঁরা কোনও দিন বিপদে পড়বেন না। প্রথা অনুযায়ী তাই এভাবেই ভাইয়ের মঙ্গলকামনায় উপবাস করে ফোঁটা দেন বোনেরা। বর্তমানে জেন জেড প্রজন্মের ভাই-বোনেদের সম্পর্কের সমীকরণ বদলেছে। রীতি একই রয়েছে। বদলেছে ট্রেন্ড। এখন ভাইফোঁটা মানে পেটপুজো আর খুনশুটিতে সারাদিন কাটানো। তাই কলকাতার নামকরা মিষ্টির দোকানগুলিতে এবছর চিরাচরিত মিষ্টিতেও এসেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। শহরের বিখ্যাত রেস্তোরাঁগুলির ভাইফোঁটা স্পেশাল মেনুতেও রাখা হয়েছে বাঙালিয়ানার ছোঁয়া।

কথায় আছে, বাঙালির বারোমাসে তেরো পার্বণ। দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজোর পর বাঙালি মেতেছে ভাইফোঁটার খুশিতে। সাবেকিয়ানার পরিবর্তে এখন মিষ্টির প্যাকেট ও ভুরিভোজে রয়েছে ট্রেন্ডিচমক। ভাই-বোনের 'টম অ্যান্ড জেরি'র সম্পর্ককে মাথায় রেখে মিষ্টির দোকানগুলিতে এসেছে মেসেজ লেখা সন্দেশ, ব্রাউনি বাইট, ফিউশান, ভাই-বোন ডুয়েট রসগোল্লা সহ মজাদার সব মিষ্টি। দক্ষিণ কলকাতার বিখ্যাত মিষ্টির দোকানের কর্ণধার ঋষভ মল্লিক বলেন, 'চন্দ্রপুলি, কাজু পেস্তা সন্দেশ, ভাইফোঁটা সন্দেশ, চকোলোভা, বেকড মিহিদানা, অরেঞ্জ রাবড়ি সুফলে এসেছে।'

**মিষ্টি মুখ**

- হোয়াইট ফরেস্ট
- সুইস চকোলেট
- বেলজিয়াম ডার্ক চকোলেট
- চকলেট টার্ট
- হানিক্রিম ডেলাইট
- কলাপাতা ভাপা সন্দেশ

**ভুরিভোজ**

- আফগানি চিকেন কাটলেট
- তিল বাদাম মুরগি কষা মাংস
- মালাই পনির টিক্কা
- কাসুন্দি মুরগি কষা
- মটন ডাকবাংলো

উত্তর কলকাতার ১৮০ বছরের পুরোনো কর্ণধার পার্থ নন্দী বলেন, 'বাটারস্কচ, ডাব, লিকুইড, জলভরা, মোহিনী সন্দেশ, চকলেট চিপস, ব্ল্যাকফরেস্ট সন্দেশ সহ নানা ট্রেন্ডি সন্দেশ রয়েছে।' এছাড়াও কলকাতার বিখ্যাত মিষ্টির দোকানগুলিতে ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে এসেছে, ম্যাঙ্গো ফাউনটেন, চকলেট ফিলিং, কলাপাতা ভাপা সন্দেশ, গন্ধরাজ সন্দেশ, চকোলেট মোহিনী, আম মোহিনী, ডায়েট রসগোল্লা, পাতুড়ি সন্দেশ, সুরভি সন্দেশ, মনোহরা সন্দেশ, চকলেট টার্ট, পনির কুলচা, হানিক্রিম ডেলাইট, শাহি টুকরা, কেশর ভোগ, হোয়াইট ফরেস্ট, সুইস চকোলেট, বেলজিয়াম ডার্ক চকোলেট সহ নজরকাড়া নানানরকম মিষ্টি।

শুধুমাত্র মিষ্টি খেয়েই কি পেটুক বাঙালির ভাইফোঁটা পর্ব শেষ হবে? তাই বাঙালিয়ানার রাজকীয় পদে রেস্তোরাঁগুলিতেও নতুন নতুন স্পেশাল থালি এসেছে। উত্তর কলকাতার এক বিখ্যাত রেস্তোরাঁর ম্যানেজার দীপক ঘোষ বললেন, 'ভাইফোঁটা থালিতে বরণডালার সমগ্র সামগ্রী, আমপান্না, ফিশফ্রাই, বাসন্তী পোলাও, শাহি কোর্মা, ভেটকি পাতুড়ি, পদ্মাপাড়ের ইলিশ ভাপা, রাজমা কষা মাংস, চাটনি, পায়েস, মিষ্টি থাকছে।' এছাড়াও লাঞ্চ ও ডিনারের কম্বো অফারেও নানা পদ রাখা হয়েছে। কলকাতার বিখ্যাত রেস্তোরাঁগুলিতে ভুরিভোজের আয়োজনে আমিষ থেকে নিরামিষ সমস্ত আইটেমই রয়েছে। নতুন নতুন পদ হিসেবে থালিতে সাজানো হয়েছে মাটন ডাকবাংলো, মোচার ঘন্ট, মাছের পাতুড়ি, পাবদা সরষে, পমফ্রেট পোস্ত ঝোল, কাতলা কালিয়া, ভেজ পোলাও, কাতলা কালিয়া, সরষে ভাপা ইলিশ, ঢাকাই রোস্ট চিকেন, চানার ডালনা, আফগানি চিকেন কাটলেট, তিল বাদাম মুরগি কষা মাংস, মালাই পনির টিক্কা, কাসুন্দি মুরগি কষা সহ বিভিন্ন লোভনীয় পদ। তবে দামের ছ্যাঁকায় নাভিশ্বাস মধ্যবিত্তের। তবুও পুরোনো ভালোবাসাকে নতুনের মোড়কে সেলিব্রেট করবে ভাইবোনেরা।

# সম্পাদকীয়

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৫৩ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৫ কার্তিক ১৪৩২

## বিষে আচ্ছন্ন

এর থেকে মারাত্মক আর কী-ই বা হতে পারে! যে বাতাসে মানুষ সহ সমস্ত প্রাণী নিঃশ্বাস নেয়, সেটাই বিষাক্ত হয়ে গেলে মানবজাতি ও প্রাণীকুল সংকটে পড়তে বাধ্য। তারই অশনিসংকেত যেন দেখা গেল দীপাবলিতে। আশঙ্কা অবশ্য ছিলই। সুপ্রিম কোর্ট সেই আশঙ্কাকে মর্যাদা দিয়ে দীপাবলিতে শুধু সবুজ আতশবাজি পোড়ানোর নির্দেশ দিয়েছিল। বাজি পোড়ানোর নির্ঘণ্টও প্রস্তুত করে দেওয়া হয়েছিল।

তা সত্ত্বেও দেশের রাজধানী দিল্লি ও সংলগ্ন অঞ্চল বিষাক্ত ধোঁয়ার চাদরে ঢেকে গেল। এতে স্পষ্ট, দেশবাসী এখনও পরিবেশ দূষণের ভয়াবহতা সম্পর্কে আদৌ সচেতন নন। দীপাবলির রাতে রোশনাই ছাপিয়ে আতশবাজির তাণ্ডবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল দিল্লি সহ দেশের নানা প্রান্ত। রাজধানীর এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) অতি খারাপ পরিস্থিতিতে পৌঁছে গিয়েছে।

দীপাবলির পর থেকে দিল্লিতে দিন না রাত, বোঝা দুষ্কর হয়ে পড়েছে। বিষবাষ্পের পুরু আস্তরণ দিল্লিকে গ্রাস করে ফেলেছে। যদিও প্রতিবারই এই ছবিটা দিল্লিতে দেখা যায় দীপাবলির সময়। পশ্চিমবঙ্গও কোনও অংশে কম নয়। কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন শহরাঞ্চলে বায়ু দূষণের পরিমাণ এবার এতটাই ভয়াবহ হয়ে উঠেছে যে, মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে চিকিৎসক মহল।

যদিও এই হাল যে হবে, তার আঁচ ছিলই। তাহলে সব জানা থাকা সত্ত্বেও কেন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ, প্রশাসন হিমসিম খেল? চেষ্টা করেও কেন মানুষকে পরিবেশ সচেতন করা যাচ্ছে না? দিল্লির দূষণ নিয়ে নীতি আয়োগের প্রাক্তন সিইও অমিতাভ কান্ত প্রশ্ন তুলেছেন সুপ্রিম কোর্টের রায় নিয়েই। তাঁর মতে, বাজি ফাটানোর অধিকারকে বাঁচার ও নিঃশ্বাস নেওয়ার অধিকারের ওপর স্থান দিয়েছে আদালত।

দিল্লিতে শাসকদল বিজেপি এবং প্রধান বিরোধী দল আপের মধ্যে রাজনৈতিক তর্জা চরমে উঠেছে। বায়ু ও পরিবেশ দূষণ নিয়ে এরকম রাজনৈতিক আকচা-আকচি প্রায়ই দেখা গেলেও এর হাত থেকে মানবসমাজকে রক্ষা করার উপায় বের করতে কারও আগ্রহ দেখা যায় না। জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমানে বিশ্বের সবথেকে উদ্বেগজনক সমস্যা। এর সমাধানে নিয়মিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়। তার পরেও পরিস্থিতি বদলায় না।

ভারতে নির্বিচারে সবুজ ধ্বংস হচ্ছে। পরিবেশবিধির তোয়াক্কা না করে পরিকাঠামো নির্মাণ, রাস্তাঘাট চওড়া হচ্ছে। সেতু, ফ্লাইওভার তৈরি হচ্ছে। সৌন্দর্যায়নের নামে নদী, সমুদ্রের পাড়ে বেলাগাম নির্মাণ চলছে। প্রকৃতি ও পরিবেশে বিঘ্ন ঘটিয়ে এই অপরিকল্পিত উন্নয়নের ফল কতটা মারাত্মক, তা একের পর এক ভূমিধস, মেঘভাঙা বৃষ্টি, বন্যা ইত্যাদি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে।

বায়ু দূষণে নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, ফুসফুসে ক্যানসারের মতো একাধিক জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে শিশু থেকে বৃদ্ধ, বহু মানুষ। বিপদ যে মাথার কাছে দাঁড়িয়ে, সেটা সকলে জানেন। সরকারও জানে। তার পরেও প্রতি বছর কালীপুজো, দীপাবলিতে গোটা দেশ বিষাক্ত ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে। পুলিশি ধরপাকড় কিছু চলে বটে। শব্দবাজি বাজেয়াপ্তও হয় কিছু। কিন্তু পুলিশি নজরদারি এড়িয়ে দিব্যি বাজি কেনাবেচাও চলে। প্রশাসনের নাকের ডগায় বাজি ফাটানো হয়।

শুধু দীপাবলিতে নয়, ছটপুজোর সময়ও দেদার ফাটানো হয় শব্দবাজি। এই পরিস্থিতি থেকে নিস্তার পেতে পুলিশ, প্রশাসনের সক্রিয়তার যথেষ্ট অভাব আছে। মানুষের চেতনাও নেই। করোনাকালে মানুষ নাকমুখ ঢেকে হাঁচতে, কাশতে শিখেছিল। প্রশাসনিক উদ্যোগে এজন্য সচেতনতাও ছিল। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বায়ু দূষণ এখন যে ভয়াবহ রূপ নিয়েছে, করোনাকালের কিছু বিধিনিষেধ ফিরিয়ে আনা জরুরি। প্রয়োজনে আইন করে সংবিৎ ফিরিয়ে আনা দরকার।

নাহলে আমনাগরিকের ভুলের মাশুল গুনবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। স্বচ্ছ আলো-হাওয়ায়, সুস্থ পরিবেশে উৎসব পালনের জন্য সচেতনতা এখন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। বিষাক্ত, দূষিত বাতাসের অন্ধকার ঘুচে সূর্য উঠুক নির্মল প্রভাতের।

## অমৃতধারা

যথেষ্ট গভীরে পৌঁছতে পারলে ভাবের আড়ালে অবস্থিত তত্ত্ব ও শক্তির সন্ধান পাবে। তখন আসবে সিদ্ধির শক্তি। যারা অধ্যাত্ম উন্নতির উপায় হিসেবে ধ্যানকে ব্যবহার করে তারা এভাবেই বস্তুর অন্তরালে নিহিত তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। এর জন্য চাই বেশ কঠোর সাধনা, চাই বিপুল অভ্যাস। তখন তোমার মনের মধ্যে আলো নেমে আসে, একটি বোধশক্তি নেমে আসে, তখন ভাবকে যে কোনও রূপে প্রকাশের সামর্থ্য তুমি অর্জন কর। এখানে একটি পর্যায়ক্রম আছে, উচ্চতম পর্যায়ে আছে তত্ত্ব, কিন্তু সেই তত্ত্বও অনন্য নয়, কেননা তারও উপরে যাওয়া যায়। সেই তত্ত্ব নানা ভাবের মূর্তিতে প্রকাশিত হতে পারে। আর ভাবগুলো অসংখ্য চিন্তার মূর্তিতে, আর চিন্তাপুঞ্জ বহুবিধ ভাষায় থাকে।

-শ্রীমা

# বিরল মাটিই এখন নতুন সোনা

### নিউডিমিয়াম, ডিসপ্রোসিয়ামের মতো ১৭টি রহস্যময় মৌলের ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল প্রযুক্তি।

**কুশল হেমব্রম**

এই মুহূর্তে আপনি যে স্মার্টফোনটি ব্যবহার করছেন অথবা ভবিষ্যতের যে ইলেক্ট্রিক গাড়ি (ইভি) কেনার স্বপ্ন দেখছেন, তার প্রাণভোমরা লুকিয়ে আছে এমন কিছু খনিজের মধ্যে, যাদের নাম হয়তো অনেকেই আগে শোনেননি। নিউডিমিয়াম, ডিসপ্রোসিয়াম, টারবিয়াম–এর মতো ১৭টি রহস্যময় মৌলকে একযোগে বলা হয় 'রেয়ার আর্থ এলিমেন্টস' বা 'বিরল মৃত্তিকা'। শক্তিশালী চুম্বক, ক্ষেপণাস্ত্রের দিকনির্ণায়ক ব্যবস্থা, উইন্ড টারবাইনের জেনারেটর থেকে শুরু করে ফ্ল্যাট স্ক্রিন টিভির রং—সবকিছুই এদের হাতের মুঠোয়। এগুলি মাটির নীচে বিরল না হলেও, একসঙ্গে ও সহজে উত্তোলনযোগ্য অবস্থায় খুবই কম পাওয়া যায়। এই খনিজগুলিই এখন তেলের মতো বা তার চেয়েও বেশি মূল্যবান। আর এদের নিয়েই পৃথিবীজুড়ে শুরু হয়েছে এক নতুন ভূ-রাজনৈতিক লড়াই। এই লড়াইয়ে একটি দেশ প্রায় ৯০ শতাংশ বাজার দখল করে আছে, আর সেই দেশের নাম চিন।

### কী কারণে চিনের হাতেই প্রযুক্তির লাগাম?

এই বিরল মৃত্তিকা মাটির নীচে খুব একটা 'বিরল' নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এগুলির মজুত আছে। কিন্তু সমস্যা হল, এদের উত্তোলন করা এবং আকরিক থেকে খাঁটি হিসেবে বের করাটা একটা বিরাট কঠিন, জটিল এবং পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক প্রক্রিয়া। এই পরিশোধনের কাজটাই চিন গত কয়েক দশক ধরে গোপনে, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় প্রায় এককভাবে গড়ে তুলেছে। চিন বিশ্বের মোট বিরল মৃত্তিকার মজুতের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ ধরে, কিন্তু তারা ৯০ শতাংশ পরিশোধনের ক্ষমতা নিজেদের হাতে রেখেছে। চিনের এই আধিপত্য আসলে একটি 'কৌশলগত শ্বাসরোধ'। ভবিষ্যতের অর্থনীতি এবং সামরিক শক্তি যে নির্ভর করবে এই খনিজগুলির ওপর সেটা তাদের নেতারা বহু আগেই বুঝেছিলেন। তাই তারা একদিকে কম দামে বিশ্বকে সরবরাহ করে অন্য দেশের খনিগুলিকে বন্ধ করে দিয়েছে, অন্যদিকে পরিশোধনের প্রযুক্তি গোপনে উন্নত করেছে। সম্প্রতি চিন বিরল মৃত্তিকা রপ্তানিতে নতুন ও কঠোর নিয়ম জারি করেছে। তারা এমন পণ্য রপ্তানিও নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে, যার মধ্যে এই খনিজ সামান্য পরিমাণেও আছে। এর সোজা অর্থ বলতে চিনের ওপর নির্ভরশীলতা আরও বাড়ল। পশ্চিমের দেশগুলি সহ ভারতের জন্য এটি এক বিশাল বিপদসংকেত। তাদের বার্তা স্পষ্ট—তোমরা প্রযুক্তি বানাও, কিন্তু কাঁচামালের জন্য আমাদের কাছেই আসতে হবে।

### বিশ্বজুড়ে শুরু বিকল্প পথের দৌড়

চিনের এই একচেটিয়া ক্ষমতা বিশ্বের বড় দেশগুলিকে বাধ্য করেছে নিজেদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষা নিয়ে ভাবতে। কারণ ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সি (আইইএ) বলছে, ২০৩৫ সালের মধ্যে এই খনিজের চাহিদা তিন থেকে সাত গুণ বাড়বে। তাই, শুরু হয়েছে নতুন জোট তৈরি এবং নিজের পায়ে দাঁড়ানোর মরিয়া চেষ্টা।

আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া চিনকে টেক্কা দিতে হাত মিলিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার মাটির নীচে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম বিরল মৃত্তিকার ভাণ্ডার রয়েছে। তারা এক ঐতিহাসিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে, যার মূল কথা—অস্ট্রেলিয়া খনি থেকে আকরিক তুলবে এবং সেই আকরিক সরাসরি আমেরিকার তৈরি কারখানায় পরিশোধিত হবে। লক্ষ্য, চিনের প্রভাব এড়িয়ে একটি সুরক্ষিত সরবরাহ শৃঙ্খল তৈরি করা। এশিয়ার দুই অর্থনৈতিক শক্তি ভারত ও জাপানও বসে নেই। তারা যৌথভাবে অনুসন্ধান ও পরিশোধনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়াচ্ছে। এমনকি সমুদ্রের তলদেশ থেকেও এই খনিজ উত্তোলনের প্রযুক্তি বিনিময়ের কথা চলছে।

### ভারতের স্বপ্ন : সমুদ্রসৈকত থেকে শক্তি

বিরল মৃত্তিকার এই নতুন খেলায় ভারতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের মোট বিরল মৃত্তিকার মজুতের প্রায় ছয় শতাংশ রয়েছে আমাদের দেশে। বিশেষ করে অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু ও ওড়িশার সমুদ্রসৈকতের বালিতে রয়েছে এই খনিজের বিশাল ভাণ্ডার। মনোজাইট নামক আকরিক, যা বিরল মৃত্তিকা এবং পারমাণবিক শক্তির উৎস থোরিয়ামের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, ভারতে প্রচুর পরিমাণে মজুত আছে। কিন্তু ভারতের সমস্যাটা অন্য জায়গায়। আমাদের কাছে খনিজ আছে, কিন্তু সেগুলিকে পরিশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় উন্নত প্রযুক্তি ও শিল্প পরিকাঠামো নেই। এই কারণে, আমরা আকরিক কম দামে বিক্রি করে দিই, আর পরিশোধিত উপাদান চিনের মতো দেশ থেকে বেশি দামে কিনি। কিন্তু সময় এখন বদলাচ্ছে। নয়াদিল্লি এখন 'স্বনির্ভরতা'-কে গুরুত্ব দিচ্ছে। সরকার দেশের খনিজ আইনগুলিতে পরিবর্তন আনছে, যাতে বেসরকারি সংস্থাগুলিও এই গুরুত্বপূর্ণ খাতে বিনিয়োগ করতে পারে। রাষ্ট্রীয় সংস্থা আইআরইএল-কে আমেরিকার রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, যা আন্তর্জাতিক সহযোগিতার দরজা খুলে দিয়েছে। এছাড়া, নতুন প্রযুক্তির সন্ধানে ভারত এখন বিরল মৃত্তিকা পরিশোধনের প্রযুক্তি পেতে রাশিয়ার মতো দেশগুলির দিকে নজর দিচ্ছে এবং দেশীয় গবেষণাগারগুলিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে। সরকার চুম্বক এবং অন্যান্য উচ্চপ্রযুক্তির জিনিস দেশেই তৈরির জন্য বিশাল অঙ্কের আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে। অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে স্যামারিয়াম-কোবাল্ট চুম্বক তৈরির কারখানা তৈরি হচ্ছে, যা প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে দেশের নির্ভরতা কমাবে।

### বিরল মৃত্তিকা : কিছু চমকপ্রদ তথ্য

নামেই 'বিরল', কাজে নয়! এদের নাম 'বিরল মৃত্তিকা' হলেও, এরা আসলে পৃথিবীর ভূতলে যথেষ্ট পরিমাণে মজুত আছে। এদের মধ্যে সেরিয়াম নামের মৌলটি তামা বা কপারের চেয়েও বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়! কিন্তু সমস্যা বলতে এদের আলাদা করে বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া খুবই কঠিন। ১৮ শতকে যখন এগুলি প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তখন এদের 'অক্সাইড' রূপটিকে 'আর্থ' বা 'মৃত্তিকা' বলা হত এবং এদের নিষ্কাশন কঠিন ছিল বলে 'বিরল' শব্দটি জুড়ে দেওয়া হয়। এই বিরল মৃত্তিকার হাত ধরেই বিশ্ব পেয়েছে রঙিন টিভি। ইউরোপিয়াম নামের একটি মৌল ক্যাথোড-রে টিউব ডিসপ্লেতে লাল রং তৈরি করতে অপরিহার্য ছিল। এটি ছাড়া রঙিন টিভি তৈরি অসম্ভব হত। চোখের অপারেশনের কাজে ব্যবহৃত অত্যন্ত সূক্ষ্ম লেসার রশ্মি তৈরিতে লাগে হলমিয়াম নামের বিরল মৃত্তিকা। ল্যান্থানাম এবং সেরিয়াম খনিজগুলি পেট্রোলিয়াম পরিশোধনের সময় অনুঘটক বা ক্যাটালিস্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয়। গাড়িতে ঢালা পেট্রোলিয়ামকে পরিশুদ্ধ করতেও এদের ভূমিকা রয়েছে। স্মার্টফোনের স্পিকার বা হেডফোনে যেটুকু নিওডিমিয়াম চুম্বক ব্যবহার হয়, তা-ই কিন্তু সাধারণ চুম্বকের চেয়ে বহুগুণ বেশি শক্তিশালী। এই ক্ষুদ্র শক্তিধররাই আমাদের ডিভাইসগুলিকে এত হালকা ও শক্তিশালী করে তোলে।

### খনিজ এখন কূটনীতি

একসময় তেল উত্তোলক দেশগুলির সংগঠন ওপিইসি যেমন বিশ্বের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করত, আজ বিরল মৃত্তিকার ওপর নিয়ন্ত্রণ সেই ক্ষমতা এনে দিয়েছে চিনের হাতে। কিন্তু এই পরিস্থিতি দ্রুত পালটাচ্ছে। ভারতের মতো দেশগুলি তাদের বিপুল মজুতকে কাজে লাগিয়ে এবং আন্তর্জাতিক জোট তৈরি করে এক নতুন 'খনিজ কূটনীতি' শুরু করেছে। এই দৌড়ে যারা সফল হবে, তারাই কেবল ক্লিন এনার্জি-নির্ভর বিশ্বের রাশ নিজেদের হাতে রাখবে। বিরল মৃত্তিকা তাই এখন কেবল কিছু উপাদান নয়, এটি দেশের প্রযুক্তিগত স্বাধীনতা এবং কৌশলগত নিরাপত্তার মূলমন্ত্র।

*(লেখক পেশায় শিক্ষক)*

## আজ

**২০২৩**

তারকা ক্রিকেটার বিষেণ সিং বেদীর জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

**২০১২**

সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যু এই দিনে।

## আলোচিত

ব্রিটিশ ও ফরাসি উপনিবেশের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা যতটা আলোচিত হয়, রাজনৈতিক ইসলামের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে ততটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না। অথচ সেটাই আমাদের ধর্মবিশ্বাসকে সবচেয়ে আঘাত করেছে। কিছু কেনার সময় দেখে নেবেন যেন হালাল সার্টিফিকেশন না থাকে।

- যোগী আদিত্যনাথ

## ভাইরাল/১

মহারাষ্ট্রের অম্বরনাথ রেলস্টেশনে এক ছাত্রের চেন চুরি করেছিল চোর। ছাত্রের অভিযোগের ভিত্তিতে রেলপুলিশ সিসিটিভিতে চোরকে শনাক্ত করে। বিপদ আঁচ করে চোর প্ল্যাটফর্ম থেকে রেললাইনে লাফ দেয়। ধাওয়া করে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে।

## ভাইরাল/২

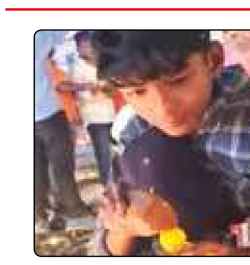

দীপাবলির দিন অযোধ্যায় দীপোৎসব পালিত হয়। সরযূঘাটে ২৬ লক্ষের বেশি প্রদীপ জ্বালানো হয়েছে। উৎসবের সময় কয়েকজনকে নিভে যাওয়া প্রদীপ থেকে তেল বোতলে ভরতে দেখা গিয়েছে। প্রদীপ থেকে তেল চুরির সেই ভিডিও ভাইরাল।

## জনমন জনমত

# টোটোর রুট ভাগে আপত্তি

১৭ অক্টোবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত '৮৫ রুটে চলবে টোটো, ভোগান্তির আশঙ্কা' শীর্ষক খবরটি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। শিলিগুড়ি পুরনিগম ও ট্রাফিক পুলিশের এহেন রুট ভাগে ভোগান্তি ছাড়া কিছুই হবে না। আশিঘর মোড় থেকে হাতি মোড়ে আসতে গেলে যদি দুটো টোটো পালটাতে হয় তাহলে তো মুশকিল। আশিঘর মোড় থেকে হাতি মোড়ে আসতে গেলে কেন ২০ টাকা খরচ করব, যেখানে আশিঘর মোড় থেকে কোর্ট মোড় মাত্র ১০ টাকায় যাতায়াত করা যায়।

ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বেশ কিছু টোটো এক থেকে দেড় কিলোমিটারের মধ্যে চলাচল করতে পারবে। তাহলে একইভাবে সুকান্তনগর অটোস্ট্যান্ড থেকে বিধান মার্কেট যেতেও দুটি টোটো পালটাতে হবে হয়তো। অথচ সুকান্তনগর অটোস্ট্যান্ড থেকে বিধান মার্কেট যেতে দশ টাকা ভাড়া লাগে। কেন যাত্রীরা ওই বাড়তি ভাড়া খরচ করতে যাবেন? আপনারা টোটো চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে যাতায়াতের খরচ বাড়িয়ে দিলে তো মুশকিল। আমার মতে, রুট ভাগ করুন, কিন্তু যাত্রীদের যাতায়াত খরচ বাড়িয়ে নয়।

**স্নেহা মিত্র, শিলিগুড়ি।**

**পত্রলেখকদের প্রতি**

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

–ঃ ঠিকানা ঃ–
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

# আলো–আঁধারে এখনকার সাহিত্যচর্চা

### আজকাল প্রচুর পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে, সাহিত্য মজলিশ বসছে। তবে এসবের প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্নও আছে।

**আশুতোষ বিশ্বাস**

বাংলার পুজো-পার্বণ, ছয় ঋতুজুড়ে নানান আঙ্গিকে লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হচ্ছে। সাহিত্য মজলিশ বসছে। সংখ্যার কমতি নেই। প্রতিটি শহর, মফসসল, গ্রামগঞ্জ থেকে অন্তত কেউ না কেউ একখানা পত্রিকা সম্পাদনা করেন। এই সৃজন-চঞ্চল পরিবেশ নিঃসন্দেহে সাহিত্যের জন্য আশাব্যঞ্জক। কিন্তু কিছু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। সাহিত্যচর্চার আসল উদ্দেশ্য- সাহিত্যের সেবা, উৎকর্ষ সাধন এবং নতুন প্রজন্মকে সাহিত্যচর্চার আসরে নিয়ে আসা- আসলেই কি অভিমুখ সেই দিকে?

লিটল ম্যাগাজিন নতুন চিন্তার বীজতলা, সাহস দেখানোর খোলা আকাশ। পাঁচ, ছয় বা সাতের দশকের বাংলা সাহিত্য সেই লিটল ম্যাগাজিনেরই ফসল। বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কৃত্তিবাস', সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের 'অন্তর্গত', রফিক আজাদের 'উত্তরাধিকার'-এইসব পত্রিকা শুধু নতুন কবিতার ধারাই গড়ে তোলেনি অজস্র নতুন কবিকণ্ঠকে সামনে এনে দিয়েছিল। সুনীল-শক্তি-শঙ্খ, আল মাহমুদ, জীবনানন্দ-সমর সেন পরবর্তী প্রজন্মের আরও অনেক লেখক তাঁরা লিটল ম্যাগাজিনের হাত ধরেই উঠে এসেছিলেন। পরবর্তীকালে জয় গোস্বামী, সুবোধ সরকার, অমিতাভ দাশগুপ্ত- তাঁরাও এই ধারারই উত্তরসূরি। লিটল ম্যাগাজিনের প্ল্যাটফর্ম শুধু লেখক তৈরি করে না, সামাজিক দায়বদ্ধতাকেও মাথা পেতে নেয়। যুগের অসাম্যের বিরুদ্ধে ভাষা আর পথ দেখায়। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার মধ্য দিয়েই নবযুগের চেতনাকে বইয়ে দিয়েছিলেন। এইসব আগামদর্শী সাহিত্য সম্পাদক তরুণ লেখকদের দিয়েছেন আত্মপ্রকাশের অবাধ সুযোগ।

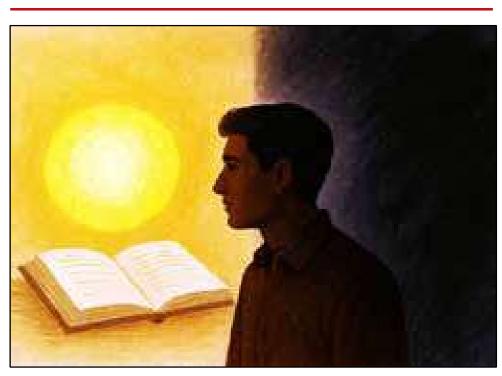

চলমান দশকে সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করা নতুন পোশাক পরার মতোই একটা ফ্যাশন হয়ে উঠেছে। তিনি অধ্যাপক, শিক্ষক, সমাজসেবী, ডাক্তার, সংস্কৃতিমনা। পাশাপাশি তিনি অমুক পত্রিকার ডাকসাইটে সম্পাদক। পত্রিকার বয়স ২৫, ৩০, ৫০, ৬০- ভালো করে সেই সম্পাদকের জন্মের ঠিকুজি খুঁজলে বোঝা ভার তিনি কত বয়স থেকে পত্রিকা সম্পাদনা করে আসছেন। সত্যি, সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ! মাঝে মাঝেই বিশেষ কিছু পত্রপত্রিকা সম্পাদনার মান ও মৌলিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এই সময়ের কিছু সম্পাদকের লক্ষ্য- অর্থ উপার্জন। আর তা করতে গিয়ে নৈতিকতার নিরঞ্জন।

পত্রিকার গুণগত মান ধরে রাখার মহান দায়িত্ব সম্পাদকের। সেখানে আপস মানে অপ-সাহিত্যের বিষবৃক্ষে জল ঢালা। নতুন প্রজন্মের মধ্যে আগ্রহ আছে। তবে বেশিরভাগই কোনও একটি গোষ্ঠীর খপ্পরে পড়ে দাসত্ববৃত্তি করছেন। কবি ঈশ্বর গুপ্ত (সংবাদ প্রভাকর) পত্রিকার সম্পাদকের মতো সম্পাদক ক'জন আছেন, যিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো লেখককে কাব্যরচনার পথ থেকে সরিয়ে এনে গদ্যরচনার পথে নিয়ে এসেছিলেন! সম্পাদক সেই প্রতিভাকে সামনে আনবেন যাঁর লেখায় মণিমাণিক্য আছে। তাঁকেই উৎসাহিত করবেন, যাঁর লেখায় যুগোত্তীর্ণ সংকেত আছে। কিন্তু তা সবসময় হচ্ছে না। তবে সবটাই হতাশার নয়। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি বা সাহিত্য আকাদেমির মতো সরকারি প্রতিষ্ঠান আর মুষ্টিমেয় লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক আছেন, যাঁরা সাধ্যমতো আর্থিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। নিজ দায়িত্বে নতুন প্রতিভাদের গ্রন্থ প্রকাশ ও বিপণন করে প্রতিভার যোগ্য সম্মানটুকু দিচ্ছেন। তাঁরা জানেন এই তরুণ হাতের স্পর্শ-অপেক্ষায় কালের মন্দিরা প্রহর গুনছে।

*(লেখক কলেজের অধ্যক্ষ ও প্রাবন্ধিক।)*

**সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।**
**মেল—ubsedit@gmail.com**

## শব্দরঙ্গ ■ ৪২৭৩

**পাশাপাশি** : ১। এখনও বিকশিত হয়নি ৩। রবীন্দ্রনাথের গল্প নিয়ে সিনেমা ৪। তীব্র বিষ বা কালকূট ৫। বিয়ের পরদিনের অনুষ্ঠান ৭। এর সঙ্গে রাগ মানে পরিস্থিতি খারাপ ১০। বৈঠক বা সমিতি ১২। ফুল কাটা জরিদার রেশমি কাপড় ১৪। চমৎকার কাজ, অসাধারণ কৃতিত্ব ১৫। গুরুতর আঘাত করা বা পেটানো ১৬। দুরূহ বা কষ্টকর।

**উপর-নীচ** : ১। বদনাম বা দোষারোপ করা ২। সাদা রংয়ের একটি ফুল ৩। যে মিথ্যে বড়াই করে বেড়ায় ৬। নিরানন্দ, বিষণ্ণ ৮। এক মাইলের আট ভাগের এক ভাগ ৯। কাজের বাইরে বিরতির সময় ১১। স্থির নেই, ভেসে বেড়াচ্ছে ১৩। তাপে দুধ উথলে ওঠা।

**সমাধান ■ ৪২৭২**

**পাশাপাশি** : ২। অনাবিল ৫। পানামা ৬। উপরপড়া ৮। ফাল ৯। পানা ১১। দরদালান ১৩। শাশ্বত ১৪। মালকিন।

**উপর-নীচ** : ১। অপারগ ২। অমা ৩। বিলাপ ৪। বাগড়া ৬। উল ৭। রটনা ৮। ফায়দা ৯। পান ১০। জলাতঙ্ক ১১। দস্তক ১২। লাঙল ১৩। শান।

## বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

# তিস্তার জলে চিনা লগ্নিতে উদ্বেগ দিল্লির

**ঢাকা ও নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর :** গঙ্গা চুক্তির পুনর্নবীকরণ ঝুলে রয়েছে। গতি হারিয়েছে তিস্তা জলবণ্টন চুক্তি নিয়ে আলোচনা। 'বদলে যাওয়া' বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক টানাপোড়েন কমার বদলে বেড়েই চলেছে। সেই ফাটল আরও চওড়া করতে সক্রিয় বাংলাদেশের ভারত-বিরোধী গোষ্ঠীগুলি। ঘটনাপ্রবাহ বলছে, আওয়ামি লিগের বিরোধী ছাত্রনেতারা ভারত-বিরোধিতার পালে হাওয়া তুলতে তিস্তা জলবণ্টনের দাবিকে সামনে আনতে চাইছেন। তাতে চিনের প্রচ্ছন্ন মদত রয়েছে বলে মনে করছে ভারতের কূটনৈতিক মহল। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে দিল্লি।

গত ১৯ অক্টোবর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ মিনারের সামনে মশাল জ্বালিয়ে মানববন্ধন করে ছিলেন কয়েকশো পড়ুয়া। তাঁদের একটাই দাবি, অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে তিস্তা মাস্টার প্ল্যান। এজন্য নিতে হবে চিনের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা। আন্দোলনটি রংপুর সহ বাংলাদেশের অন্তত ৫টি জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার একাধিক দেশ যখন চিনা ঋণের বোঝায় ডুবতে বসছে, তখন বাংলাদেশে তিস্তা নদী সংস্কারের নামে চিনের কাছ থেকে ঋণ নেওয়ার দাবিতে আন্দোলন তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এ ধরনের আন্দোলনের পিছনে তাই বিদেশি মদতের বিষয়টি উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

চিনের অর্থে তিস্তা মাস্টার প্ল্যান কার্যকর হলে প্রকল্প রূপায়ণের জন্য শয়ে শয়ে চিনা কর্মী, প্রযুক্তিবিদ বাংলাদেশে আসবেন। দেশের নানা জায়গায় ঘাঁটি গেড়ে থাকা ওই চিনাদের একাংশকে কাজে লাগিয়ে ভারতের ওপর সহজেই নজরদারি চালাতে পারে বেজিং। বিপন্ন হবে ভারতের চিকেন নেক বলে পরিচিত শিলিগুড়ি করিডরের নিরাপত্তা। তিস্তা মাস্টার প্ল্যানের সিংহভাগ রূপায়িত হবে ভারত সীমান্ত সংলগ্ন (বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ ঘেঁষা) এলাকাগুলিতে। মাত্র ২০ কিলোমিটার চওড়া শিলিগুড়ি করিডরের খুব কাছেই রয়েছে বাংলাদেশের লালমনিরহাট বিমানঘাঁটি। পরিত্যক্ত এই ঘাঁটিটিকে সচল করার দাবি উঠেছে বাংলাদেশে। তিস্তা নদী পরিকল্পনার মতো লালমনিরহাট সংস্কারেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারে চিন।

অতীতে ঋণের মাধ্যমে শ্রীলঙ্কার হাম্বানটোটা এবং পাকিস্তানের গোয়াদার সমুদ্র বন্দরের নিয়ন্ত্রণ হাতে নিয়েছে বেজিং। লালমনিরহাট বিমানঘাঁটির ক্ষেত্রেও সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। সূত্রের খবর, তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রথম ধাপে চিনের কাছে ৬,৭০০ কোটি টাকা চেয়েছে বাংলাদেশ। প্রাথমিকভাবে তা দিতে রাজি হয়েছে চিন। তবে ঋণের শর্ত নিয়ে এখনও দু-তরফে আলোচনা চলছে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ ও রাজনৈতিক দলগুলি মনে করছে, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বাঁধ নির্মাণ করে গ্রীষ্মের জন্য জল সংরক্ষণ সম্ভব হবে এবং ভারতের ওপর নির্ভরতা কমবে। এজন্য দেশকে চিনের ঋণ জালে জড়াতেও রাজি বাংলাদেশের ভারত বিরোধী গোষ্ঠীগুলি। তিস্তার জলবণ্টন তাই এখন শুধু একটি দ্বিপাক্ষিক বিষয় নয়, এটি ভারত-চিন-বাংলাদেশ তিন দেশের ভূ-রাজনৈতিক খেলার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

## ড্রাগনের নজরে শিলিগুড়ি করিডর

জল-কূটনীতি

| | ভারত চাহিদা | বাংলাদেশের দাবি | চিনের ভূমিকা |
|---|---|---|---|
| সমস্যা | গ্রীষ্মকালে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের জন্য নদীতে পর্যাপ্ত জল ধরে রাখা | সারা বছর জল সরবরাহ বজায় রাখা। গ্রীষ্মে জলের প্রবাহ বৃদ্ধি, বর্ষাকালে বন্যা নিয়ন্ত্রণ | তিস্তা মহাপরিকল্পনায় ৬,৭০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব |
| উদ্বেগ | শিলিগুড়ি করিডরের কাছে চিনের উপস্থিতি। ভারতের সামরিক পরিকাঠামোর ওপর নজরদারির সম্ভাবনা | ভারতের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে নিজস্ব জল সংরক্ষণ ক্ষমতা বাড়ানো | ভারত সীমান্তের কাছে কৌশলগত প্রভাব বিস্তার |
| বর্তমান পরিস্থিতি | পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আপত্তিতে ঝুলে তিস্তা চুক্তি | অন্তর্বর্তী সরকার বেজিং-এর সঙ্গে চুক্তি এগিয়ে নিয়ে যেতে আগ্রহী | বাংলাদেশকে প্রভাব বলয়ে আনতে মরিয়া চিন |

## যোগাযোগ উপগ্রহের জনক প্রয়াত

**পুনে, ২২ অক্টোবর :** জীবনাবসান হল বিশিষ্ট ভারতীয় মহাকাশবিজ্ঞানী একনাথ বসন্ত চিটনিসের। বুধবার পুনের বাড়িতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। টেলিযোগাযোগের কৃত্রিম উপগ্রহের জনক এই মহাকাশবিজ্ঞানীর বয়স হয়েছিল ১০০ বছর।

ইসরো'র প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল একনাথের। গবেষণা জীবনের প্রথম দিকে কাজ করেছেন হোমি ভাবার সঙ্গে। ১৯৬২ সালে বিক্রম সারাভাইয়ের তৈরি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কমিটি অফ স্পেস রিসার্চ (আইএনসিওএসপিএআর)-এ যোগ দিতে আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে আসেন একনাথ। গড়া হয় ভারতের প্রথম মহাকাশ গবেষকদের দল। সেই দলে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আব্দুল কালামও ছিলেন। মার্কিন মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্র নাসা'য় গিয়ে রকেটের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ নিয়ে কাজ করার প্রশিক্ষণ নেন তাঁরা।

ভারতের প্রথম রকেট উৎক্ষেপণের জন্য কেরলের থুম্বা-কে বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা ছিল একনাথের। ১৯৮১ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত তিনি ইসরোর স্পেস অ্যাপ্লিকেশনস সেন্টার (স্যাক), আহমেদাবাদের অন্যতম প্রধান পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ভারতের প্রথম টেলিকম উপগ্রহ ইনস্যাট তৈরিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তাঁর।

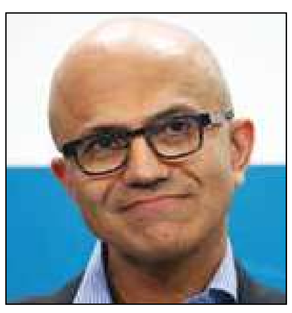

## মাইক্রোসফট কর্তার বেতন ৮১১ কোটি

**মুম্বই, ২২ অক্টোবর :** বেতন বৃদ্ধির মাপকাঠিতে রেকর্ড গড়লেন মাইক্রোসফট সংস্থার মুখ্য কার্যনির্বাহী সত্য নাদেলা। ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে তাঁর বেতন বিপুল পরিমাণ বেড়ে ৯৬.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় যা ৮১১ কোটি টাকা) ছুঁয়েছে। একদশক আগে কোম্পানির দায়িত্ব নেওয়ার পর এটিই সর্বোচ্চ প্রাপ্তিযোগ নাদেলার। এই বেতন বৃদ্ধি তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে (এআই) মাইক্রোসফটের বড় অগ্রগতির প্রতিফলন বলে মনে করা হচ্ছে। ঠিক আগের বছর নাদেলার বেতন ছিল ৭৯.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (৬৬০ কোটি টাকা)।

সংস্থার রিপোর্টে জানানো হয়েছে, নাদেলার মোট আয়ের প্রায় ৯০ শতাংশই মাইক্রোসফটের শেয়ার আকারে রয়েছে। ২০১৪ সালে স্টিভ বালমারের উত্তরসূরি হিসাবে সিইও হওয়ার পর থেকেই নাদেলা মাইক্রোসফটকে রূপান্তরিত করেন ক্লাউড ও এআই-নির্ভর প্রযুক্তি সংস্থায়। তাঁর বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার জোরেই আজ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের দুনিয়ায় মহাশক্তিধর হিসাবে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে মাইক্রোসফটের।

## রক্ষা পেলেন রাষ্ট্রপতি

**তিরুবনন্তপুরম, ২২ অক্টোবর :** বুধবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হেলিকপ্টার অবতরণের পরই ভেঙে পড়ল হেলিপ্যাডের একাংশ। রাষ্ট্রপতি এদিন কেরলের শবরীমালা মন্দিরে যাওয়ার সময় প্রামাদম স্টেডিয়ামে কপ্টার নামার পর দুর্ঘটনাটি ঘটে। রাষ্ট্রপতির কোনও ক্ষতি হয়নি। তিনি নিরাপদে আছেন। এই ঘটনায় রাষ্ট্রপতির কোনও ক্ষতি না হওয়ায় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'বড় দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে। রাষ্ট্রপতির সুস্থ ও দীর্ঘজীবন কামনা করি।' এদিন শবরীমালায় লর্ড আয়াপ্পা মন্দিরে যান রাষ্ট্রপতি। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ভারতের কোনও রাষ্ট্রপতি শবরীমালায় গেলেন। তাঁর আগে সাতের দশকে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রয়াত ভিভি গিরি ওই মন্দিরে গিয়েছিলেন।

এদিন হেলিকপ্টার দুর্ঘটনার যে ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে তাতে দেখা গিয়েছে, হেলিকপ্টারটি মাটি ছুঁতেই হেলিপ্যাডের একটি অংশ বসে যায়। কপ্টারটি হেলে পড়ে একদিকে। পরিস্থিতি সামলাতে তড়িঘড়ি কাজে নামে পুলিশ ও দমকল। অনেক চেষ্টায় হাত দিয়ে ঠেলে কপ্টারটিকে ক্ষতিগ্রস্ত জায়গা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। উপস্থিত আধিকারিকরা জানিয়েছেন, অতিরিক্ত ভারের জেরে কপ্টারের পিছনের অংশ অনেকটা হেলিপ্যাডে ঢুকে যায়। চারদিনের সফরে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তিরুবনন্তপুরমে পৌঁছোন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।

### নয়াদিল্লিতে সিইসি-সিইও বৈঠকে আভাস

# বঙ্গে এসআইআর শীঘ্রই

**নবনীতা মণ্ডল**

**নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর :** সবকিছু পরিকল্পনামাফিক এগোলে আগামী মাস থেকেই পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার এসআইআর বা বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যেতে পারে। বুধবার পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের সমস্ত রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের (সিইও) সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের বৈঠকের পর এসআইআর জল্পনা এখন তুঙ্গে। এদিনের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমার। উপস্থিত ছিলেন অপর দুই নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু এবং বিবেক যোশি। বৃহস্পতিবারও চলবে বৈঠক। সেক্ষেত্রে ভাইফোঁটাতেই পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর কবে নাগাদ শুরু হবে সেই ঘোষণা হতে পারে।

সূত্রের খবর, পশ্চিমবঙ্গে নভেম্বরের মধ্যভাগে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে। যদিও কমিশনের কিছু কর্মকর্তা মনে করছেন, নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই এসআইআর চালু হতে পারে। যদি নভেম্বরের মাঝামাঝি এসআইআর শুরু হয়, তাহলে পুরো প্রক্রিয়া শেষ করতে প্রায় ১০০ দিন সময় লাগবে। অর্থাৎ আগামী বছরের ফেব্রুয়ারির মধ্যেই কাজ শেষ হবে। ফলে মার্চের শুরুতেই পশ্চিমবঙ্গের ভোট ঘোষণার সম্ভাবনা প্রবল বলেই মনে করা হচ্ছে। কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সিইও-রা তাঁদের নিজ নিজ অঞ্চলের প্রস্তুতি সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিয়েছেন।

জেলা নির্বাচনি আধিকারিক (ডিইও), নির্বাচনি নিবন্ধন আধিকারিক (ইআরও), সহকারী নিবন্ধন আধিকারিক, বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) ও বুথ লেভেল এজেন্ট (বিএলএ)-দের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ কতদূর সম্পন্ন হয়েছে তা নিয়ে এদিন আলোচনা হয়েছে। জানা গিয়েছে, রাজ্যের ৮১ হাজার বিএলও-র মধ্যে প্রায় ৮০ হাজার জনের প্রশিক্ষণ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। এই বিএলও-রাই ভোটারদের হাতে প্রি-ফিলড এনুমারেশন ফর্ম দেবেন এবং নতুন ভোটারদের নাম অন্তর্ভুক্তিতে মূল ভূমিকা নেবেন।

এদিকে পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যেই প্রায় ৩.৯৬ কোটি ভোটারের নাম কমিশনের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে, যা ২০০২ সালের তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়েছে। রাজ্যের ৭.৬ কোটি ভোটারের মধ্যে প্রায় ৫২ শতাংশ বুথ-ম্যাপিং শেষ হয়েছে। এর মধ্যে পশ্চিম মেদিনীপুরে সর্বাধিক (৭২ শতাংশ) এবং উত্তর ২৪ পরগনায় সর্বনিম্ন (৪৪ শতাংশ) বুথ-ম্যাপিং সম্পূর্ণ হয়েছে। ১৯ অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যের সব জেলায় বুথ-ম্যাপিং সম্পন্ন হয়েছে, তবে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা এই প্রক্রিয়া থেকে আপাতত বাদ পড়েছে।

যাঁদের পিতা-মাতার নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় রয়েছে, তাঁদের নাম অন্তর্ভুক্তি প্রক্রিয়া আরও সহজ হবে বলে জানা গিয়েছে। তবে বহু পুরোনো ভোটার অভিযোগ করেছেন যে ১৯৯৫ বা ২০০২ সালের এপিক কার্ড থাকা সত্ত্বেও এখনও তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ২০০২ সালের বিশেষ পুনর্বিবেচনা তথ্যের সঙ্গে বর্তমান ভোটার তালিকার ডেটা-ম্যাচিং এখনও পর্যন্ত রাজ্যের সাতটি জেলায় সম্পন্ন হয়েছে। বিহারে এই কাজ শুরুই হয়নি। এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, যদি এই কাজ বিলম্বিত হয়, তাহলে ডেটা-ম্যাপিং ছাড়াই এসআইআর শুরু করতে পারে কমিশন। নির্বাচন কমিশনের ডেপুটি ডিরেক্টর পি পাওয়ান এক বিবৃতিতে জানান, এই দুই দিনের বৈঠকে কমিশন রাজ্যগুলির অগ্রগতি খতিয়ে দেখে এসআইআর বাস্তবায়নের পরবর্তী ধাপ ও সময়সূচি নির্ধারণ করবে।

পশ্চিমবঙ্গে নভেম্বরের মধ্যভাগে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে। যদিও কমিশনের কিছু কর্মকর্তা মনে করছেন, নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই এসআইআর চালু হতে পারে। যদি নভেম্বরের মাঝামাঝি এসআইআর শুরু হয়, তাহলে পুরো প্রক্রিয়া শেষ করতে প্রায় ১০০ দিন সময় লাগবে। অর্থাৎ আগামী বছরের ফেব্রুয়ারির মধ্যেই কাজ শেষ হবে।

## পাক অভিযোগ খারিজ তালিবানের

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর :** আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যে চলতি সীমান্ত উত্তেজনার মাঝেই দু-দেশের সম্পর্ক নিয়ে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। পাকিস্তানের তরফে অভিযোগ তোলা হয়েছে যে, ভারতের নির্দেশে আফগান বাহিনী পাকিস্তানে হামলা চালাচ্ছে। তবে সেই অভিযোগ সরাসরি খারিজ করে দিয়েছে তালিবান প্রশাসন। আফগানিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী মৌলভি মোহাম্মদ ইয়াকুব মুজাহিদ বলেছেন, 'পাকিস্তানের এই দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক।' তবে বুধবার আফগান বিদেশমন্ত্রক এক বিবৃতিতে পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধবিরতির কথা ঘোষণা করেছে।

এক সাক্ষাৎকারে ইয়াকুব মুজাহিদ স্পষ্টভাবে বলেন, 'আমরা একটি স্বাধীন জাতি। ভারত ও পাকিস্তান দুই দেশের সঙ্গেই আমাদের সম্পর্ক শুধুমাত্র আফগানিস্তানের জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। আমাদের ভূখণ্ড কখনও অন্য কোনও দেশের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না।' এর আগে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে দাবি করেছিলেন, আফগানিস্তানের তালিবান সরকার ভারতের পক্ষে 'ছায়াযুদ্ধ' চালাচ্ছে। তাঁর এই মন্তব্যের পর দু'দেশের মধ্যে সীমান্তে সংঘর্ষের তীব্রতা আরও বেড়ে যায়।

আফগান বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকির ভারতে আগমনকে কেন্দ্র করে ইসলামাবাদ-কাবুল সম্পর্ক উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পাকিস্তানের অভিযোগ, ভারতের প্ররোচনায় তালিবান যোদ্ধারা তাদের সীমান্তে হামলা চালিয়েছে। আফগানিস্তান পালটা দাবি করে, পাকিস্তানই প্রথমে আগ্রাসন চালিয়েছিল। সংঘর্ষে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর ৫৮ জন জওয়ান নিহত হয় বলে ভিন্ন সূত্রে দাবি করা হয়েছে। আফগানিস্তানের পক্ষেও প্রাণহানির ঘটনা ঘটে, নিহতদের মধ্যে তিনজন আফগান ক্লাব ক্রিকেটারও ছিলেন।

## গলদ সদিচ্ছায় : চিদাম্বরম

**বেঙ্গালুরু, ২২ অক্টোবর :** বেঙ্গালুরুর রাস্তাঘাট সংস্কারে তহবিল নয়, আসল সমস্যা কাজ বাস্তবায়িত করার সদিচ্ছায়। কর্ণাটকের রাজধানীর সড়ক মেরামতি প্রসঙ্গে এমনই মন্তব্য করলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ও রাজ্যসভা সাংসদ পি চিদম্বরম। তিনি জানান, তিনি শুনেছেন বায়োকন চেয়ারম্যান কিরণ মজুমদার-শ' রাস্তাঘাট উন্নয়নে অর্থ দিতে চেয়েছেন। যদিও শ' পরে তা অস্বীকার করেন।

চিদম্বরম বলেন, 'জনপরিষেবামূলক কর্মকাণ্ডে মূল সমস্যা অর্থ নয়, বরং কার্যকর বাস্তবায়ন।' তাঁর প্রস্তাব, সরকারি প্রকল্পে নির্বাচিত ঠিকাদারের কাজের তদারকির দায়িত্ব নেওয়া উচিত শিল্পপতি বা সংস্থার—যারা কাজের গুণমান ও সময়সীমার জন্য দায় নেবে। তিনি মনে করেন, চেন্নাই বা বেঙ্গালুরু—দুটো শহরই এমন পরীক্ষামূলক উদ্যোগের জন্য উপযুক্ত। মঙ্গলবার রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন কিরণ। বেঙ্গালুরুর বেহাল রাস্তাঘাট নিয়ে তাঁদের মধ্যে বেশকিছুদিন ধরেই বাকযুদ্ধ চলছিল।

# জট ছাড়াতে লালুর কাছে গেহলট

**পাটনা, ২২ অক্টোবর :** বিরোধী মহাজোটের আসন জট কাটাতে এবার আসরে নামলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা অশোক গেহলট। বুধবার পাটনায় এসে তিনি দেখা করেন আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবের সঙ্গে। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবী এবং বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদবও। প্রায় একঘণ্টার বৈঠক শেষে গেহলট জানান, আরজেডি ও কংগ্রেসের মধ্যে যাবতীয় সমস্যা মিটে গিয়েছে। তিনি বলেন, 'মহাজোট ঐক্যবদ্ধভাবেই নির্বাচনি সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে। আগামীকাল একটি সাংবাদিক বৈঠক রয়েছে। সেখানে সমস্ত বিভ্রান্তি দূর হয়ে যাবে।'

*লালুপ্রসাদ যাদবের সঙ্গে অশোক গেহলট। বুধবার পাটনায়।*

রাজ্যের ২৪৩টি আসনের মধ্যে অন্তত গোটা দশেক আসনে আরজেডি-কংগ্রেসের মুখোমুখি লড়াই হচ্ছে। মোট ২৫৩টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে বিরোধী মহাজোট। এই জটের কারণে ইতিমধ্যে আরজেডি-কংগ্রেসের অনড় মনোভাবকেই দায়ী করেছে ছোট শরিকরা। জেএমএম-ও নির্বাচনি যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়িয়েছে।

অশোক গেহলট অবশ্য মহাজোটে সমস্যার কথা মানতে চাননি। তিনি বলেন, '২৪৩টি আসনের মধ্যে ৫-১০টি আসনে স্থানীয় কিছু সমস্যা আছে। ওই আসনগুলিতে বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই হতে পারে। কিন্তু সেটা কোনও সমস্যা নয়।' মহাজোটে সমস্যার কথা মানতে চাননি তেজস্বীও।

এদিকে ভোটে জিততে একের পর এক প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলেছেন তেজস্বী। তিনি বলেন, 'বিরোধী মহাজোট যদি ভোটে জিতে ক্ষমতায় আসে, তাহলে জীবিকা দিদিদের চাকরি পাকা করা হবে। সরকারি কর্মচারীর মর্যাদা দেওয়ার পাশাপাশি তাঁদের ৩০ হাজার টাকা করে মাসিক বেতন দেওয়া হবে। জীবিকা দিদিরা দীর্ঘদিন ধরেই এই দাবি তুলছিলেন।' নীতীশ কুমারের নেতৃত্বাধীন ডবল ইঞ্জিন সরকারের কাজকর্মে রাজ্যের মানুষ বীতশ্রদ্ধ বলেও অভিযোগ করেন তেজস্বী।

## সিদ্দা-পুত্রের কথায় জল্পনা

**বেঙ্গালুরু, ২২ অক্টোবর :** সিদ্দারামাইয়ার পর কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, তা নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসে চর্চার অভাব নেই। উপমুখ্যমন্ত্রী তথা প্রদেশ সভাপতি ডিকে শিবকুমারের নাম সেই দৌড়ে সবার আগে রয়েছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর ছেলে যতীন্দ্র বুধবার যে মন্তব্য করেছেন, তাতে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে।

তিনি বলেন, 'আমার বাবা তাঁর রাজনৈতিক কেরিয়ারের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছেন। এইসময় তাঁর এমন একজন নেতাকে প্রয়োজন যাঁর মজবুত মতাদর্শগত অবস্থান ও প্রগতিশীল মানসিকতা রয়েছে। উনি যাঁকে মার্গদর্শন করাতে পারবেন। জারকিহোলি এমন একজন ব্যক্তি যিনি কংগ্রেসের আদর্শ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন এবং দলকে নেতৃত্ব দিতে পারবেন।'

রাজনৈতিক মহলের মতে, পুত্রের এই বার্তার মাধ্যমে বকলমে ডিকে শিবকুমারের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পথে বাধা তৈরির চেষ্টা করেছেন সিদ্দারামাইয়া। এদিন শিবকুমারের কাছে যতীন্দ্রের মন্তব্যের ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'ওঁকেই আপনারা প্রশ্ন করুন। আমি আর কী বলব?' শিবকুমার জানিয়েছেন, কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, সেই ব্যাপারে কংগ্রেস হাইকমান্ড চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।

# বিকিনি পরে গঙ্গায় স্নানে বিতর্ক

**দেরাদুন, ২২ অক্টোবর :** তীর্থভূমি হৃষীকেশের লক্ষ্মণ ঝুলার কাছে গঙ্গানদীতে বিকিনি পরে এক বিদেশিনীর স্নানের দৃশ্য ভাইরাল হওয়ার পর দেশজুড়ে ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত, সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতার অভাব এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সীমা নিয়ে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে।

ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, ওই মহিলা পর্যটক বিকিনি পরে ও গলায় ফুলের মালা নিয়ে নদীতে দাঁড়িয়ে প্রথমে করজোড়ে প্রণাম জানাচ্ছেন। এরপর তিনি মালাটি জলে ছুড়ে দিয়ে ডুব দেন এবং সাঁতার কাটতে শুরু করেন। এরপর তাঁকে দেখা যায় হাসতে হাসতে জল থেকে উঠে আসতে।

*সেই বিতর্কিত দৃশ্য। যা নিয়ে তোলপাড় সমাজমাধ্যম।*

কারও কারও কাছে এই কাজ নিরীহ মনে হলেও, অনেকে এটিকে ভারতের অন্যতম পবিত্র নদী গঙ্গার পবিত্রতার প্রতি অসম্মানজনক বলে সমাজমাধ্যমে সমালোচনা করতে শুরু করেন। নেটমাধ্যমে তাঁরা লেখেন, 'মা গঙ্গা একটি পবিত্র নদী, কোনও সমুদ্র সৈকত বা সুইমিং পুল নয়। শালীন পোশাক পরে জলে নামুন। সম্মান করতে শিখুন মা গঙ্গাকে।' কেউ কেউ আবার এই প্রশ্নও তোলেন, কোনও ভারতীয় মহিলা এমন করলে এতক্ষণে একাধিক মামলা হয়ে যেত। এক্ষেত্রে শুধু বিদেশি বলেই কি তাঁকে ছাড় দেওয়া হচ্ছে?

এর পালটা প্রতিক্রিয়াও হয়। সমাজমাধ্যমে অনেকেই ওই মহিলার পক্ষ নিয়ে বলেন, তাঁর উদ্দেশ্য তো ভুল ছিল না। দ্বৈত মানদণ্ডের কথা তুলে একজন মন্তব্য করেন, 'আদমি লোক কচ্ছা পহেন কর নাহায়ে তো ওহ ডিসরেসপেক্ট নেহি?' অর্থাৎ, ছেলেরা অন্তর্বাস পরে স্নান করলে তা অসম্মান নয় কেন? তখন তো শালীনতার প্রশ্ন ওঠে না!'

## সরফরাজ বাদ পড়ায় প্রশ্ন

**নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর :** গৌতম গম্ভীর কোচ হয়ে আসার পর থেকেই ভারতীয় ক্রিকেট দলের রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে সরফরাজ খানের সামনে। এর নেপথ্যে 'ধর্মীয় কারণ' থাকতে পারে বলে এবার বিতর্ক উসকে দিলেন কংগ্রেস মুখপাত্র শামা মহম্মদ। তাঁর প্রশ্ন, পদবি 'খান' বলেই কি বারবার ব্রাত্য থেকে যাচ্ছেন সরফরাজ? তিনি লিখেছেন, 'পদবি খান বলেই কি সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না সরফরাজকে? গৌতম গম্ভীরের মানসিকতা কেমন আমরা তো জানি।' অতীতে গম্ভীর যে বিজেপি সাংসদ ছিলেন, কৌশলে সে কথাও মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন শামা।

# ১৫-১৬ শতাংশ মার্কিন শুল্ক কমার সম্ভাবনা

**ওয়াশিংটন, ২২ অক্টোবর :** রাশিয়া থেকে তেল আমদানি ধাপে ধাপে কমাচ্ছে ভারত। খোদ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এমনটাই দাবি করেছেন। এদিকে ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। পরিস্থিতি যেদিকে যাচ্ছে, তাতে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ভারতীয় পণ্যে শুল্কের পরিমাণ অনেকটাই কমাতে চলেছে ট্রাম্প সরকার। তা বর্তমান ৫০ শতাংশ থেকে কমে ১৫-১৬ শতাংশ হতে পারে বলে মার্কিন সরকারি সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে। যদিও বুধবার পর্যন্ত ভারতীয় পণ্যে শুল্ক কমানো নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি।

সূত্রটি জানিয়েছে, রাশিয়া থেকে তেল আমদানি কমানোর পাশাপাশি গত কয়েক মাসে আমেরিকা থেকে জ্বালানি কেনার পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে ভারতীয় তেল সংস্থাগুলি। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে ভারত এদেশের কৃষি বাজারে আমেরিকার প্রবেশের দাবি আংশিক মেনে নিতে পারে বলে ওয়াশিংটনের আশা। পাশাপাশি, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক টানাপোড়েন দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার কূটনৈতিক, সামরিক স্বার্থে আঘাত হানতে পারে বলে মার্কিন বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা। সব মিলিয়ে ভারতের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য ট্রাম্পের ওপর চাপ ক্রমাগত বাড়ছে। শুল্কের পরিমাণ ১৫-১৬ শতাংশে নেমে এলে পোশাক, ইঞ্জিনিয়ারিং ও ওষুধ খাতে ভারতের রপ্তানি যে ফের বড় লাফ দেবে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই।

# প্রশ্নোত্তরে সুস্বাস্থ্য ও ব্যাধি

**সুবীর সরকার**, *শিক্ষক*
*সারিয়াম যশোধর উচ্চবিদ্যালয়*
*জলপাইগুড়ি*

## উচ্চমাধ্যমিক জীববিদ্যা

**১) অনাক্রম্যতন্ত্র কাকে বলে ?**
উ : বিভিন্ন কোষ ও তাদের সমন্বয়ে গঠিত যে তন্ত্র দেহকে রোগ আক্রমণের হাত থেকে এবং রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে রক্ষা করে তাকে অনাক্রম্যতন্ত্র বা ইমিউন সিস্টেম বলে।

**২) অ্যান্টিজেন কাকে বলে ?**
উ : বহিরাগত যে সমস্ত বিজাতীয় পদার্থ (প্রোটিন, পলিস্যাকারাইড, লিপিড, নিউক্লিক অ্যাসিড প্রভৃতি) প্রাণীদেহে প্রবেশ করলে প্রাণীদেহে অনাক্রম্যতা সক্রিয় হয়ে অ্যান্টিবডি সংশ্লেষিত হয় তাদের অ্যান্টিজেন বলে।

**৩) হ্যাপটেন কী?**
উ : নিম্ন আণবিক ভরসম্পন্ন যেসব ক্ষুদ্র অনু যারা নিজে অ্যান্টিবডি সংশ্লেষণকে উদ্দীপ্ত করতে পারে না কিন্তু কোনও বৃহৎ বাহক প্রোটিন অণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে অ্যান্টিবডি সংশ্লেষ করতে পারে তাদের হ্যাপটেন বলে।

**৪) অ্যাডজুভ্যান্ট কী?**
উ : অনাক্রম্য সাড়ার মাত্রা বৃদ্ধির জন্য যে পদার্থ অ্যান্টিজেনের সঙ্গে বা অ্যান্টিজেন ছাড়াই প্রাণীদেহে প্রবেশ করানো হয় তাকে অ্যাডজুভ্যান্ট বলে।

**৫) এপিটোপ কাকে বলে?**
উ : অ্যান্টিজেনের পরিধিতলে যে বিশেষ অঞ্চল অ্যান্টিবডির গ্রাহক অংশ দ্বারা চিহ্নিত হয় ও সেখানে অ্যান্টিবডি আবদ্ধ হয়ে অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি আন্তঃক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাকে এপিটোপ বলে। প্রতিটি অ্যান্টিজেন একাধিক এপিটোপ বহন করে।

**৬) প্যারাটোপ কাকে বলে ?**
উ : অ্যান্টিবডির যে নির্দিষ্ট অংশ অ্যান্টিজেনের এপিটোপকে শনাক্ত করে এবং ওই স্থানে আবদ্ধ হয় তাকে প্যারাটোপ বলে। প্রতিটি ‘Y’ আকৃতির অ্যান্টিবডি কমপক্ষে দুটি প্যারাটোপ ধারণ করে নির্দিষ্ট এপিটোপের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য।

**৭) মিমোটোপ কাকে বলে?**
উ : পেপটাইড জাতীয় কতগুলি বৃহৎ অণু অ্যান্টিজেনের এপিটোপকে অনুকরণ করে এবং অ্যান্টিবডিতে আবদ্ধ হয়ে ইমিউন রেসপন্স দেয়। এই উপাদানগুলিকে মিমোটোপ বলে। অনেক টিকাতেও মিমোটোপ ব্যবহার করা হয়।

**৮) অ্যান্টিবডি কাকে বলে?**
উ : দেহের মধ্যে বাইরে থেকে যেসব অ্যান্টিজেন প্রবেশ করলে তাদের প্রতিরোধ বা ধ্বংসের জন্য দেহে যেসব গ্লাইকোপ্রোটিনের সৃষ্টি হয় তাদের অ্যান্টিবডি বলে।

**৯) অ্যান্টিবডিকে ইমিউনোগ্লোবিউলিন (Ig) বলার কারণ কী?**
উ : অ্যান্টিবডি রাসায়নিক দিক থেকে প্লাজমা প্রোটিনের অন্তর্গত গ্লোবিউলিন প্রোটিন দ্বারা গঠিত অনাক্রম্য উপাদান তাই অ্যান্টিবডিকে ইমিউনোগ্লোবিউলিন (Ig) বলা হয়।

**১০) মানুষের দেহে সর্বাধিক সংখ্যায় পাওয়া যায় এবং সর্ববৃহৎ আকৃতির অ্যান্টিবডি শ্রেণির নাম লেখো।**
উ : মানুষের দেহে
সর্বাধিক সংখ্যায় প্রাপ্ত অ্যান্টিবডির শ্রেণি- IgG

সর্ববৃহৎ অ্যান্টিবডির শ্রেণি- IgM

**১১) ম্যাটারনাল অ্যান্টিবডি কাকে বলে এবং কেন বলে?**
উ : IgG শ্রেণির অ্যান্টিবডিকে ম্যাটারনাল অ্যান্টিবডি বলে কারণ শুধুমাত্র এই অ্যান্টিবডি প্লাসেন্টাকে অতিক্রম করতে পারে এবং গর্ভাবস্থায় এই শ্রেণির অ্যান্টিবডি মাতৃদেহ থেকে ভ্রূণের দেহে প্রবেশ করে ভ্রূণকে জীবাণু সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে। এছাড়া শিশুর জন্মের পর মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে শিশুর দেহে প্রবেশ করে শিশুর দেহের প্রতিরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

**১২) অপসোনিন কী?**
উ : যে সকল অ্যান্টিবডি, অ্যান্টিজেন তথা জীবাণুর বাইরে যুক্ত হয়ে আবরণ সৃষ্টি করে অ্যান্টিজেন জীবাণুকে ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে আগ্রাসী কোষ দ্বারা গৃহীত হতে সাহায্য করে, তাদের অপসোনিন বলে।

**১৩) উৎপত্তিগতভাবে অ্যান্টিবডি কত প্রকারের ও কী কী?**
উ : উৎপত্তিগতভাবে অ্যান্টিবডি নিম্নলিখিত দুই প্রকারের -
i) মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি : যেসব অ্যান্টিবডি একই প্রকার প্লাজমা কোষ থেকে উৎপন্ন হয় তাদের মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি বলে।
ii ) পলিক্লোনাল অ্যান্টিবডি : যেসব অ্যান্টিবডি বহু প্রকার প্লাজমা কোষ থেকে উৎপন্ন হয় তাদের পলিক্লোনাল অ্যান্টিবডি বলে।

**১৪) গঠনগত বা ভারী চেনের উপস্থিতি অনুযায়ী অ্যান্টিবডি কত প্রকারের হয়?**
উ : গঠনগতভাবে বা ভারী চেনের উপস্থিতি অনুযায়ী অ্যান্টিবডি ৫ প্রকারের হয়ে থাকে। যথা- IgG, IgA, IgM, IgD, IgE

**১৫) অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি আন্তঃক্রিয়ার ধাপগুলি কী কী?**
উ : অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি আন্তঃক্রিয়ার ধাপগুলি নিম্নরূপ-
i) অ্যান্টিবডি গঠন- নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনের উপস্থিতিতে নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি গঠিত হয়।
ii) অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি যৌগ গঠন- অ্যান্টিজেন, অ্যান্টিবডির কাছাকাছি এলে অ্যান্টিবডি অ্যান্টিজেন এর আবদ্ধকারী অংশ যুক্ত হয়ে অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি যৌগ গঠন করে।
iii) অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিজেন নিঃসৃত টক্সিন পদার্থের নিষ্ক্রিয়করণ- প্রশমন, দলবদ্ধকরণ, অধঃক্ষেপণ, বিশিষ্টকরণ, অপসোনাইজেশন প্রভৃতি পদ্ধতির সাহায্যে অ্যান্টিজেন তথা অ্যান্টিজেন নিঃসৃত টক্সিক পদার্থ নিষ্ক্রিয় হয়। যে বিশেষ দুটি পদ্ধতিতে ধ্বংস হয় সেগুলো হল ফ্যাগোসাইটোসিস ও ডায়াপেডেসিস।

**১৬) ডায়াপেডেসিস কী?**
উ : যে প্রক্রিয়ায় দেহের কোনও স্থান জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হলে মনোসাইট ও নিউট্রোফিল শ্বেতরক্তকণিকাগুলি সেই স্থানে রক্তজালকের প্রাচীর ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় রোগজীবাণু ধ্বংস করে, তাকে ডায়াপেডেসিস বলে।

**১৭) উৎসের ভিত্তিতে অ্যান্টিজেন কত প্রকারের হয়?**
উ : উৎসের ভিত্তিতে অ্যান্টিজেন নিম্নোক্ত দুই প্রকারের হয় -
i) এক্সোজেনাস অ্যান্টিজেন- যে সমস্ত অ্যান্টিজেন বাইরে থেকে দেহের ভেতরে প্রবেশ করে তাদের এক্সোজেনাস অ্যান্টিজেন বলে। যেমন বিভিন্ন রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাস, ব্যাকটিরিয়া ইত্যাদি।
ii) এন্ডোজেনাস অ্যান্টিজেন- যে সমস্ত অ্যান্টিজেন দেহের অভ্যন্তরে উৎপন্ন হয় তাদের এন্ডোজেনাস অ্যান্টিজেন বলে।
যেমন- বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণীর হৃৎপিণ্ডে উপস্থিত কার্ডিওলিপিন।

# বর্জ্য ব্যবস্থাপনার খুঁটিনাটি

**অরবিন্দ ঘোষ**, *শিক্ষক*
*অক্রূরমণি করোনেশন ইনস্টিটিউশন, মালদা*

## মাধ্যমিক ভূগোল

*পূর্ব প্রকাশের পর*

**প্রশ্ন-১৩ : বর্জ্য পৃথককরণ কীভাবে করা হয়?**
উত্তর : (ক) বর্জ্য পৃথককরণ - কোনও স্থানে যখন বর্জ্য পদার্থ জমা হয়, তখন সেখানে শুষ্ক ও আর্দ্র নানা ধরনের বর্জ্য পদার্থ একত্রিত হয়ে থাকে। এগুলিকে আলাদা না করলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা অসম্ভব। একেই বর্জ্য পৃথককরণ বলা হয়।
(খ) জমি ভরাটকরণ - এই পদ্ধতিতে বৃহদায়তন ফাঁকা জমিকে গভীরভাবে খনন করা হয়। কঠিন জৈব বর্জ্য পদার্থগুলিকে এর মধ্যে ফেলে ভরাট করা হয় এবং মাটি চাপা দিয়ে দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন চাপা পড়া অবস্থায় থেকে ওই জৈব ভঙ্গুর বর্জ্য মাটিতে মিশে যায়।
(গ) কম্পোস্টিং – ফাঁকা জায়গায় কিছুটা জমি খনন করে তাতে গৃহস্থালির দৈনিক উৎপন্ন বর্জ্য ফেলা হয়। যেমন- গৃহস্থালি ও বাজারের নানান শাকসবজির খোসা, মলমূত্র প্রভৃতি। কিছুদিন পর বর্জ্য দ্বারা ওই জায়গা ভর্তি হয়ে গেলে মাটি চাপা দিয়ে অপর কোনও স্থান পুনরায় খনন করে বর্জ্য দ্বারা ভরাট করা হয় ও মাটি দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এভাবে বিয়োজিত হয়ে জৈব সার সৃষ্টি করে।
(ঘ) নিকাশি - তরল বর্জ্য নিকাশি ব্যবস্থার মাধ্যমে নিষ্কাশিত করে একটি বিশেষ আধারে সঞ্চয় করলে পরে তা জল বিশুদ্ধিকরণের মাধ্যমে পুনরায় ব্যবহার করা হয়।
(ঙ) স্ক্রাবার - এই যন্ত্রটি বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের কাজে ব্যবহৃত হয়। এর দ্বারা বিভিন্ন কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয় শিল্প বর্জ্য পরিশোধিত করে সেখান থেকে দূষিত পদার্থকে আলাদা করা হয়। স্ক্রাবার দুই ধরনের হয়। যথা – (i) শুষ্ক স্ক্রাবার, (ii) আর্দ্র স্ক্রাবার ।

**প্রশ্ন-১৪ : বর্জ্যের পরিমাণগত হ্রাস কীভাবে করা যায়?**
উত্তর : বর্জ্যের পরিমাণগত হ্রাস বলতে বোঝায় উৎপাদন, ভোগ ও ব্যবহারের বিভিন্ন পর্যায়ে এমন পদ্ধতি প্রয়োগ করা, যাতে বর্জ্যের মোট পরিমাণ কমে যায়। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার তিনটি দিক রয়েছে, যথা – বর্জ্যের পরিমাণ হ্রাস (Reduce) , বর্জ্যের পুনর্ব্যবহার (Reuse) ও বর্জ্যের পুনর্নবীকরণ (Recycle)।
বর্জ্যের পরিমাণগত হ্রাস হল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রথম পদক্ষেপ। সাধারণত প্রাকৃতিক সম্পদ কম ব্যবহৃত হলে, উৎপাদনের পরিমাণ কম হলে বা ভোগের পরিমাণ কম হলে বর্জ্য পদার্থের উৎপাদনের পরিমাণ কম হবে। বর্জ্যের পরিমাণ হ্রাস করার জন্য কতকগুলি উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন, যেমন—
ক) পণ্যের উৎপাদন ও চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করা।
খ) পরিবেশবান্ধব জিনিসপত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি করা।
গ) একই দ্রব্য যাতে বারবার ব্যবহার করা যায় তার উপর গুরুত্ব দেওয়া।
ঘ) প্রযুক্তির উন্নতি ঘটিয়ে কলকারখানায় বর্জ্য পদার্থের নির্গমন হ্রাস করা।
ঙ) ব্যবহৃত জিনিস সরাসরি ফেলে না দিয়ে সেগুলি অন্য কাজে ব্যবহার করা।
চ) গৃহস্থালি, বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে যাতে বেশি বর্জ্য পদার্থ তৈরি না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখা।
ছ) জনগণকে সচেতন করা।

**প্রশ্ন-১৫ : জৈব ভঙ্গুর ও জৈব অভঙ্গুর বর্জ্যের মধ্যে পার্থক্য লেখো।**
উত্তর : জৈব ভঙ্গুর ও জৈব অভঙ্গুরের
সংজ্ঞাগত পার্থক্য :
যেসব বর্জ্য পচে, ভেঙে আবার মাটিতে মিশে যায় তাকে জৈব ভঙ্গুর বর্জ্য বলে।
যেসব বর্জ্য পদার্থ প্রকৃতিতে পড়ে থাকে, মাটিতে মেশে না তাকে জৈব অভঙ্গুর বর্জ্য বলে।
প্রকৃতিগত পার্থক্য :
জৈব ভঙ্গুর ব্যাকটিরিয়া দ্বারা দ্রুত বিয়োজিত হয়।
জৈব অভঙ্গুর বিয়োজিত হয় না, হলেও অনেক সময় লাগে।
উৎসগত পার্থক্য :
জৈব ভঙ্গুর মূলত গৃহস্থালি বা কৃষিক্ষেত্রে থাকে।
জৈব অভঙ্গুর ধাতব ও অধাতব শিল্প বর্জ্যে থাকে ।
শ্রেণিগত পার্থক্য :
জৈব ভঙ্গুর বর্জ্য সাধারণভাবে একপ্রকারই হয়।
জৈব অভঙ্গুর বিভিন্ন ধরনের হয়, যথা : বিষাক্ত বর্জ্য, পুনঃচক্রী বর্জ্য, কঠিন বর্জ্য প্রভৃতি।

# আলোচনায় অংশীদারি পুনর্গঠন

**বৈশালী সরকার**
*অতিথি অধ্যাপক*
*উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়*

## উচ্চমাধ্যমিক হিসাবশাস্ত্র

**অংশীদারি পুনর্গঠন**
একটি অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠন বলতে অংশীদারদের মধ্যে বিদ্যমান চুক্তির যে কোনও পরিবর্তনকে বোঝায়, যা পুরোনো

অংশীদারি চুক্তির অবসান ঘটায় এবং একটি নতুন গঠনের দিকে পরিচালিত করে।

**অংশীদারিত্ব পুনর্গঠনের কারণসমূহ--**
ক) অংশীদারগণের মধ্যে মুনাফা বণ্টনের হার পরিবর্তন।
খ) নতুন অংশীদার গ্রহণ।
গ) অংশীদারের অবসরগ্রহণ।
ঘ) অংশীদারের মৃত্যু।
ঙ) অংশীদারের দেউলিয়া ঘোষিত হওয়া প্রভৃতি।

**নতুন মুনাফা বণ্টনের অনুপাত :-** অংশীদারগণ যে অনুপাতে ভবিষ্যতের মুনাফা বণ্টন করবে তাকেই নতুন মুনাফা বণ্টনের অনুপাত বলে।

**ত্যাগানুপাত :-** যে অনুপাতে কোনও অংশীদার তার মুনাফার অংশ ত্যাগ করে, তাকে ত্যাগানুপাত বলে।
সূত্র:- ত্যাগানুপাত= পুরোনো অনুপাত - নতুন অনুপাত।

**লাভ-অর্জনের অনুপাত :** যে অনুপাতে কোনও অংশীদার তার মুনাফার অংশে লাভ অর্জন করে। তাকে লাভ-অর্জনের অনুপাত বলে।
সূত্র: লাভ-অর্জনের অনুপাত নতুন অনুপাত - পুরোনো অনুপাত।

**ত্যাগী অংশীদার :** মুনাফা বণ্টনের হারে পরিবর্তনের ফলে অংশীদারি পুনর্গঠনের সময় যে অংশীদার তার মুনাফার অংশ ত্যাগ করে, তাকে ত্যাগী অংশীদার বলে।

**ভোগী অংশীদার :** মুনাফা বণ্টনের হারে পরিবর্তনের ফলে অংশীদারি পুনর্গঠনের সময় যে অংশীদার তার মুনাফার অংশ অতিরিক্ত ভোগ করে, তাকে ভোগী অংশীদার বলে।

রাম, রহিম, রবি এবং রানি একটি ফার্মের অংশীদার যারা ৪:৩:২:১ অনুপাতে লাভ ভাগ করে নেয়। ১ এপ্রিল, ২০২৪ থেকে, তারা ভবিষ্যতে লাভ ও ক্ষতি সমানভাবে ভাগ করতে সম্মত হয়। অনুপাতের পরিবর্তনের কারণে প্রতিটি অংশীদারের লাভ বা ত্যাগ গণনা করুন

সমাধান :
পুরোনো অংশ :
রাম = ৪/১০, রহিম = ৩/১০
রবি = ২/১০, রানি = ১/১০
নতুন অংশ :
রাম = ১/৪, রহিম = ১/৪
রবি = ১/৪, রানি =১/৪
পার্থক্য (পুরোনো অংশ - নতুন অংশ) :
রাম :
৪/১০-১/৪= (১৬-১০) /৪০
=৬/৪০ = ৩/২০ ত্যাগ
রহিম :
৩/১০-১/৪=(১২-১০)/৪০
=২/৪০ =১/২০ ত্যাগ
রবি :
২/১০-১/৪=(৪-১০) /৪০
=(-২) /৪০ =(-১) /২০ লাভ
রানি :
১/১০-১/৪ =(৪-১০) /৪০
=(-৬) /৪০ =(-৩) /২০ লাভ

ওপরের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে মুনাফা বণ্টনের হার পরিবর্তনের ফলে রাম ও রহিম আগের তুলনায় যথাক্রমে ৩/২০ অংশ ও ১/২০ অংশ ত্যাগ করছে এবং রবি ও রানি আগের তুলনায় যথাক্রমে ১/২০ অংশ ও ৩/২০ অংশ লাভ করছে।

**সুনামের জন্য হিসাবনিকাশকরণ ব্যবস্থাদি :**
হিসাবনিকাশ মান ২৬ (AS-26) (অস্পর্শনীয় সম্পত্তি সংক্রান্ত) :
হিসাবনিকাশের মান-২৬ অনুযায়ী সুনামকে হিসাবের বইয়ে তখনই লিপিবদ্ধ করা উচিত যখন কেবলমাত্র সুনামের জন্য অর্থ বা অর্থমূল্যে কোনও কিছু প্রদান করা হয়, অর্থাৎ যখন সুনাম ক্রয় করা হয়। তাই নতুন অংশীদার গ্রহণ বা অংশীদারের অবসরগ্রহণ/ মৃত্যু অথবা অংশীদারগণের মধ্যে মুনাফা বণ্টনের হার পরিবর্তনের সময় সুনামের প্রতিদানস্বরূপ অর্থ বা অর্থমূল্যে কিছু প্রদান করা না হলে সুনামকে প্রতিষ্ঠানের হিসাবের বইতে তোলা যাবে না।

যে কোনও প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সুনামের উৎস মূলত দুটি-
১) ক্রীত সুনাম : যখন একটি অংশীদারি প্রতিষ্ঠানকে অন্য কোনও প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে ক্রয় করে সেক্ষেত্রে বিক্রিত প্রতিষ্ঠানের নিট সম্পত্তির মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত যে মূল্য প্রদান করা হয়, সেই অতিরিক্ত মূল্যকেই ক্রীত সুনাম বলে।
২) স্বয়ংসৃষ্ট সুনাম পুনর্মূল্যায়ন হিসাবখাত কখন প্রস্তুত করা হয়?
পুনর্মূল্যায়ন হিসাব খাত প্রস্তুত করা হয় অংশীদারিত্বের পুনর্গঠনের সময়, যেমন অংশীদার ভর্তি, অবসর বা মৃত্যু হলে, যাতে সম্পদ ও দায়-দেনার বর্তমান বাজার মূল্যগুলি প্রতিফলিত হয় এবং এই পরিবর্তনের ফলে হওয়া লাভ বা ক্ষতি নির্ধারণ করা যায় ও তা নতুন বা পুরোনো অংশীদারদের মধ্যে সঠিকভাবে বণ্টন করা যায়।

**পুনর্মূল্যায়ন হিসাবখাত প্রস্তুতির কারণগুলো হল :**
১. সম্পদ ও দায়বদ্ধতার বাজার মূল্য নির্ধারণ :
ব্যবসায়ে বিদ্যমান সম্পদ (যেমন, জমি, ভবন, যন্ত্রপাতি) এবং দায়বদ্ধতার (যেমন, পাওনাদার, ঋণ) পুরোনো মূল্য অনেক সময় বাজার মূল্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে না।
২. অংশীদারিত্বের পুনর্গঠনের হিসাব : অংশীদারদের ভর্তি, অবসর বা মৃত্যুর মতো ঘটনা ঘটলে অংশীদারি ব্যবসার পুনর্গঠন হয়।
৩. লাভ বা ক্ষতির সঠিক বণ্টন : পুনর্মূল্যায়ন থেকে কোনও লাভ বা ক্ষতি হলে তা সেই সময়ের পুরাতন অংশীদারদের মধ্যে তাদের লাভ-লোকসান বণ্টন অনুপাতে বণ্টন করতে হয়।
৪. ব্যবসার বর্তমান আর্থিক অবস্থা বোঝা : পুনর্মূল্যায়ন হিসাব প্রস্তুতের ফলে ব্যবসাটির বর্তমান আর্থিক অবস্থার একটি বাস্তবসম্মত চিত্র পাওয়া যায়। এটি সাধারণত প্রতিষ্ঠানের অতীত বছরগুলির ক্রিয়াকর্মের ফলে অভ্যন্তরীণভাবে উদ্ভূত হয়।

যেসব প্রতিষ্ঠানে AS-26 (অস্পর্শনীয় সম্পত্তি সংক্রান্ত হিসাবরক্ষণ মান) অনুসরণ করা হয়। সেখানে এ জাতীয় সুনামকে লিপিবদ্ধ করা হয় না। সুতরাং অস্পর্শনীয় সম্পত্তি সংক্রান্ত AS-26 অনুযায়ী কেবলমাত্র ‘ক্রীত সুনাম’-এর হিসাবনিকাশ হিসাবের বইতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে : ‘স্বয়ংসৃষ্ট সুনাম’ হিসাবের বইতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন নেই।

**ভাবতে শেখো**
**প্রকাশ করো**

দেশ এবং সমাজের নানাবিধ সমস্যা তোমাকে যন্ত্রণা বা পীড়া দেয়? সমস্যার সমাধানে নতুন ভাবনা এলেও প্রকাশের উপযুক্ত মঞ্চ না থাকায় সেগুলি হারিয়ে যায়? তোমার প্রিয় গ্রাম বা শহরের পরিবেশ ও অন্যান্য সমস্যা তোমাকে দগ্ধ করছে? তোমাদের যুক্তিবাদী ও সৃজনশীল ভাবনা আমাদের লিখে পাঠাও। বিষয় আমরা জানাব। লেখা মনোনীত হলে প্রকাশিত হবে পড়াশোনা বিভাগে।

আজকের বিষয়
শব্দ দানবের তাণ্ডবে অতিষ্ঠ শিশু থেকে বৃদ্ধ! শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে সচেতনতার প্রসারে তুমি কীভাবে চেষ্টা করতে চাও?

লেখা পাঠাও হোয়াটসঅ্যাপে, বাংলা টাইপ করে। ৮১১৬৪১৭৫৬৫ নম্বরে।
**৫ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখের মধ্যে।**
**অনধিক ২৫০ শব্দের মধ্যে লিখবে।**
সঙ্গে নাম, কলেজ/ইউনিভার্সিটির নাম, ঠিকানা অবশ্যই লিখবে এবং তোমার ফোটো পাঠাবে।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

# উত্তর ঔপনিবেশিক ভারত

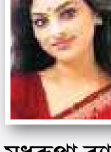

**মধুরূপা ব্যানার্জী**
*শিক্ষক, স্প্রিংডেল হাইস্কুল*
*কল্যাণী, নদিয়া*

## মাধ্যমিক ইতিহাস

১. দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তিতে কে সর্বাধিক সক্রিয় নীতি গ্রহণ করেন?
উঃ সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল।
২. ‘স্বাধীনতার স্বাদ’ গ্রন্থটি কে রচনা করেন?
উঃ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩. কাশ্মীরে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে নির্ধারিত সীমারেখার নাম কী?
উঃ লাইন অফ কন্ট্রোল (LOC) বা নিয়ন্ত্রণ রেখা।
৪. হায়দ্রাবাদ অভিযানে কে ভারতীয় বাহিনীর নেতৃত্ব দেন?
উঃ জেনারেল জেএন চৌধুরী।
৫. হায়দ্রাবাদের ভারতীয় সেনাবাহিনীর অভিযান কী নামে পরিচিত?
উঃ ‘অপারেশন পোলো’।
৬. ভারতের কোন দুটি রাজ্যে উদ্বাস্তু সমস্যা সবচেয়ে তীব্র আকার ধারণ করে?
উঃ পশ্চিমবঙ্গ ও পাঞ্জাব।
৭. উদ্বাস্তু স্রোত বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কোন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়?
উঃ নেহরু-লিয়াকত চুক্তি বা দিল্লি চুক্তি।
৮. স্বাধীন ভারতের প্রথম ভারতীয় গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন?
উঃ চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী।
৯. রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন কবে গঠিত হয়?
উঃ ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে।
১০. ভারতের সর্ববৃহৎ দেশীয় রাজ্য কোনটি ছিল?
উঃ হায়দ্রাবাদ।
১১. কোন দেশীয় রাজ্য গণভোটের মাধ্যমে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়?
উঃ জুনাগড়।
১২. স্বাধীনতা লাভের আগে ভারতীয় ভূখণ্ডে ক’টি দেশীয় রাজ্য ছিল?
উঃ ৫৬৫টি।
১৩. তেলেঙ্গানা বিদ্রোহ কোথায় সংঘটিত হয়?
উঃ হায়দ্রাবাদে।
১৪. সিকিমের প্রধান সরকারি ভাষা কী?
উঃ নেপালি।
১৫. উর্দু কোন রাজ্যের প্রধান সরকারি ভাষা
উঃ জম্মু ও কাশ্মীর।
১৬. কোন কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ভারতে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠিত হয়?
উঃ রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন।
১৭. ‘সরকারি ভাষা আইন’ কবে পাশ হয়?
উঃ ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে।
১৮. ‘উদ্বাস্তু’ গ্রন্থটি কে লিখেছেন?
উঃ পশ্চিমবঙ্গের প্রথম উদ্বাস্তু কমিশনার হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৯. ভারতের প্রথম ভাষাভিত্তিক রাজ্য কোনটি?
উঃ তেলুগু ভাষাভাষী মানুষকে নিয়ে গঠিত অন্ধ্রপ্রদেশ।
২০. ‘ট্রেন টু পাকিস্তান’ গ্রন্থটি কার লেখা?
উঃ খুশবন্ত সিং।
২১. ভারতের স্বাধীনতা আইন কবে পাশ হয়?
উঃ ১৯৪৭ সালের ১৮ই জুলাই।
২২. ‘রাজাকর’ দলটি কে নির্মাণ করেন?
উঃ কাসিম ঋজভি।
২৩. ভারত সরকার কোন রাজ্যে ‘অপারেশন বিজয়’ পরিচালনা করে?
উঃ গোয়া।
২৪. ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যাতায়াতের জন্য কবে পাসপোর্ট প্রথা চালু হয়?
উঃ ১৯৫২ সালের ১৫ই অক্টোবর।
২৫. UNO কোন তারিখটিকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে ঘোষণা করেছে?
উঃ ২১শে ফেব্রুয়ারি।
২৬. ভারতের শেষ ভাইসরয় কে ছিলেন?
উঃ লর্ড মাউন্টব্যাটেন।
২৭. ‘ভারতভুক্তি দলিল’ বা ‘ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাকশন’ কী?
উঃ ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরবর্তীকালে বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য যে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরের মাধ্যমে ভারতে যোগদান করে।
২৮. দণ্ডকারণ্য ও আন্দামানে মূলত কোন উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়?
উঃ মূলত পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে আগত দলিত হিন্দু উদ্বাস্তুদের।
২৯. পশ্চিমবঙ্গে আগত নিঃস্ব উদ্বাস্তুরা সর্বাধিক কোন রেলস্টেশনে আশ্রয় নিয়েছিল?
উঃ শিয়ালদহ রেলস্টেশন।
৩০. বর্তমানে ভারতীয় সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত সরকারি ভাষার সংখ্যা কত?
উঃ ২২টি।
৩১. কোন সময়কে ‘পুনর্বাসনের যুগ’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়?
উঃ ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর প্রথম পাঁচ বছর ভারত সরকার যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। তাই ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত সময়কালকে ‘পুনর্বাসনের যুগ’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
৩২. অর্ধেক জীবন কার লেখা আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস?
উঃ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।
৩৩. কোন ফরাসি উপনিবেশ গণভোটের মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়?
উঃ চন্দননগর।
৩৪. পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত দুটি উদ্বাস্তু শিবিরের নাম লেখো।
উঃ ধুবুলিয়ার উদ্বাস্তু শিবির এবং রানাঘাটের কুপার্স উদ্বাস্তু শিবির।
৩৫. রাজ্য পুনর্গঠন আইনের দ্বারা ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর ক’টি ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠিত হয়?
উঃ ১৪টি ভাষাভিত্তিক রাজ্য ও ৬টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল।
৩৬. রাজ্য পুনর্গঠন আইন কবে পাশ হয়?
উঃ ১৯৫৬ সালে।
৩৭. ‘নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে’ ‘ছেড়ে আসা গ্রাম’ এবং ‘সূর্য দীঘল-বাড়ি’ এই গ্রন্থগুলির লেখক কারা?
উঃ যথাক্রমে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু এবং আবু ইসহাক।
৩৮. সরকারি শিবিরে আশ্রয় গ্রহণকারী উদ্বাস্তুরা যে সরকারি সহায়তা পেত তা কী নামে পরিচিত?
উঃ ডোল (DOL)।
৩৯. সংবিধানে কবে কোন ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়?
উঃ ১৯৫০ সালে হিন্দি ভাষাকে।

শিলিগুড়ির লালমোহন মৌলিক ঘাটে প্রতিমা নিরঞ্জন।
ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

কপালে ফোঁটা, আশীর্বাদ, মিষ্টি খাওয়ার নিয়মের পর আলাদাভাবে একখানা কেক কেটে এখন চলছে সেলিব্রেশন। আর কেক যখন কাটছেন তখন কেকের ওপর 'হ্যাপি ভাইফোঁটা' বা 'শুভ ভাইফোঁটা' লিখলেও ক্ষতি কী। সঙ্গে রয়েছে চকোলেট, কার্ড, ফুল, কাস্টমাইজড উপহার দেওয়া হ্যাম্পারও, ভাইফোঁটার নয়া ট্রেন্ড নিয়ে আলোকপাত করলেন প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস ও তমালিকা দে

# ট্রেন্ডি হাওয়া ভাইফোঁটায়

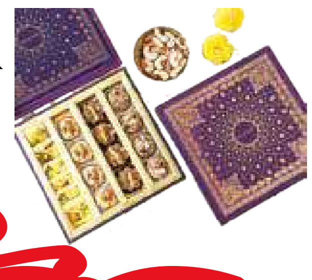

**শিলিগুড়ি, ২২ অক্টোবর :** ট্রেন্ডে গা ভাসানোটাই এখন যেন নিয়ম। তথাকথিত নিয়মের বাইরে গিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাবে অনেক কিছুই এখন নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই যেমন ভাইফোঁটায় কেকের চল। বছর পাঁচেক আগেও এই শহরে ভাইফোঁটার কেক পাওয়া যেত না। সদ্য ট্রেন্ডি হয়েছে ভাইফোঁটা, রাখিপূর্ণিমায় কেক কাটার চল।

কবে থেকে শহরে কেকের এই চল শুরু হল? তা নিয়ে প্রধাননগরের কেক ব্যবসায়ী তানিয়া দত্ত বললেন, '১২ বছর ধরে এই ব্যবসায় রয়েছি। বছর দুয়েক ধরে দেখছি ভাইফোঁটায় কাস্টমাইজড কেকের অর্ডার আসছে। সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতেই এই ট্রেন্ড এসেছে।'

তানিয়ার কথায়, 'আসলে অনেকেই মনে করছেন কেকের মধ্যে দিয়ে মনের অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ হয়। কাস্টমাইজড করে অনুভূতিগুলোকে ছবি বা কথার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করা যায়। বেন্টো কেক, কাপ কেকের সেট, কাস্টমাইজড কেকের দারুণ চাহিদা ভাইফোঁটায়।' তিনি জানান, কয়েকদিন আগে থেকেই অর্ডার আসা শুরু হয়েছে। ভাইফোঁটা মানেই এখন ভাইয়ের জন্য বাড়তি আয়োজন।

## অনুভূতি প্রকাশ

অনেকেই মনে করছেন কেকের মধ্যে দিয়ে মনের অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ হয়। কাস্টমাইজড করে অনুভূতিগুলোকে ছবি বা কথার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করা যায়। তাই কেকের দারুণ চাহিদা ভাইফোঁটায়।

**তানিয়া দত্ত**

এসএফ রোডের একটি গিফট হাউসের দোকানের কর্ণধার সঞ্জয় আগরওয়াল বললেন, 'কীভাবে ভাইয়ের উপহারে সোশ্যাল মিডিয়াতে চমক দেওয়া যাবে এটাই লক্ষ্য থাকে নতুন প্রজন্মের। তাই ভাইকে অন্য রকমের উপহার সাজিয়ে দিয়েই যে এধরনের হ্যাম্পারগুলো বেছে নিচ্ছেন বোনেরা।'

বৃহস্পতিবার ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার জন্য বুধবার থেকেই আয়োজন শুরু করে দিয়েছেন অনেকেই। ঘোগোমালির এক কেকের দোকানের কর্মী বলছিলেন, 'বুধবার থেকেই দোকানে ভাইফোঁটার কাস্টমাইজড কেক রাখছি। বুধবার সকালেও অর্ডার নিয়েছি। এবছর ভালো চাহিদা রয়েছে।'

বৃহস্পতিবার ভাইকে ফোঁটা দেবেন রথখোলার সেবন্তী সাহা। ভাইকে ভালোবেসে যে নামে ডাকেন সেই নাম লিখে এবং একটা শুভকামনা লিখতে বলে কেক অর্ডার দিয়েছেন তিনি। অরবিন্দপল্লির শিল্পা পোদ্দার ভাইবোনের খুনশুটির ছবি এঁকে দিয়ে ৪টি কাপ কেকের অর্ডার দিয়েছেন। সকালেই বাড়িতে পৌঁছে যাবে কেক। এবারই প্রথম ভাইফোঁটায় কেক অর্ডার দিলেন তিনি।

কাজের সূত্রে ভাই কলকাতায় থাকেন। তাই সারা বছর সেভাবে দেখা হয় না লেকটাউনের বাসিন্দা রিয়াঙ্কা দত্তের। ভাইফোঁটা নেওয়ার জন্য দুর্গাপুজোতে না এসে দীপাবলিতে বাড়ি আসে ভাই। তাই তার জন্য বাড়তি আয়োজন তো করতেই হয়, জানালেন রিয়াঙ্কা। শুধু উপহার, কেক, মিষ্টি নয়, এই দিনটি উপলক্ষ্যে রেস্তোরাঁগুলোতেও রাখা হয়েছে বিশেষ মেনু। আসলে ভাইবোনের এমন মধুর সম্পর্কগুলো যাতে সারা বছর খুশিতে থাকে সেকথা মাথায় রেখেই রেস্তোরাঁর ডেকোরেশনও করা হবে এই সম্পর্কের থিমে।

ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে বানানো বেন্টো কেকগুলি মিলছে, ১০০-২০০ টাকার মধ্যে, কাপ কেক ৪ পিস ২০০-২৫০ টাকার মধ্যে এবং ৬ পিস ৩০০ টাকার মধ্যে। কাস্টমাইজড কেক মিলবে ৩০০ টাকা থেকে। এদিকে, একশো টাকা থেকে শুরু হচ্ছে গিফট হ্যাম্পার। অন্যান্য সেলিব্রেশনের মতো ভাইফোঁটাতেও মুখে হাসি বিক্রেতাদের।

## কবে থেকে কেক

- বেন্টো কেক, কাপ কেকের সেট, কাস্টমাইজড কেকের দারুণ চাহিদা ভাইফোঁটায়
- শুধু কেক নয়, এই দিনটি উপলক্ষ্যে রেস্তোরাঁগুলোতেও রাখা হয়েছে বিশেষ মেনু
- ভাইবোনের এমন মধুর সম্পর্ক মাথায় রেখে রেস্তোরাঁর ডেকোরেশনও করা হচ্ছে
- সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে বছর দুয়েক ধরে ভাইফোঁটায় কেকের চল হয়েছে

# মাছ আর মিষ্টির বাজার জমজমাট

এবার ভাইফোঁটার আপ্যায়নে কোনও খামতি রাখতে চান না বোনেরা। আর ভাইয়েরা তৎপর কথায় গল্পে আড্ডায় বোনের সঙ্গে খুনশুটির স্মৃতি ভাগ করে নিতে, আলোকপাত করলেন পারমিতা রায়

**শিলিগুড়ি, ২২ অক্টোবর :** দুই বছর পর ভাই আসবেন। এবারের ভাইফোঁটায় আপ্যায়নে কোনও খামতি রাখতে চান না শিখা দে। বুধবারই সকাল সকাল বাজারে পৌঁছে গিয়েছিলেন। টাটকা শাকসবজি থেকে শুরু করে ভাইয়ের প্রিয় রসমালাই কিনলেন। এদিন অনেক ভাইবোনকেই দেখা গেল ভাইফোঁটার বাজার করতে।

সবজি বাজার থেকে শুরু করে ফল বাজার, মিষ্টির বাজার সবখানেই এদিন ভিড় ছিল। লাউয়ের হালুয়া থেকে শুরু করে কেসর রাবড়ি, ভাইফোঁটা লেখা সন্দেশ সহ মিষ্টি কিনতে এসেছিলেন দিদি ও বোনেরা। অনেকেই কালীপুজোর পরেই জমিয়ে খাওয়াদাওয়া, আড্ডার সঙ্গে ভাইবোনের মিষ্টি সম্পর্কের বিশেষ এই দিনটি নিয়ে মেতে থাকেন।

হাতে ব্যাগ নিয়ে নিজেই বাজারে পৌঁছে গিয়েছিলেন কেশব সাহা। বাজারে যেতে বড্ড অনীহা তাঁর। তবে বছরে কয়েকটি দিন তিনি নিজেই বাজার করতে পছন্দ করেন। কারণ বোনের জন্য সেরা গলদা চিংড়ি থেকে শুরু করে তার পছন্দের খাবারগুলি আনতে হবে যে। আর বাজার ঘুরে ভালোমন্দ বিচার করে নিজেই এগুলি কিনতে পছন্দ করেন তিনি। এদিন বাজারে বেশ ভিড় ছিল, আর এই ভিড়ের মাঝেই সবজি বাজার করে কেশব বলছিলেন, 'বাজারদর তো লক্ষ্মীপুজো থেকেই একটু বেশি। বোনেদের জন্য বিশেষ কিছু করার এই দিনে দামদর দেখলে হয় না।'

এদিন মাছ বাজার থেকে সবজির বাজার সবেতেই ছিল ভিড়। কেউ কিনলেন টাটকা চিংড়ি, কেউ আবার খোঁজ করলেন দাদার প্রিয় ইলিশের। এদিন পাইকারি বাজারে ছোট চিংড়ি ৩০০ থেকে ৩২০, গলদা চিংড়ি ৪৫০ থেকে ৫০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে। সকাল থেকে এদিন ভালোই মাছ বিক্রি হয়েছে বলে জানান মাছ বিক্রেতা সবুজ সরকার। তিনি বলছিলেন, 'বেশ ভালো বিক্রি হয়েছে। ইলিশ থেকে শুরু করে চিংড়ি, কাতল, রুই সবকিছুরই চাহিদা ভালো ছিল।'

ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দেওয়ার পরেই শুরু হয় মিষ্টিমুখের পর্ব। তাই কোথাও এই দিনটি উপলক্ষ্যে হ্যাপি ভাইফোঁটা আবার কোথাও ভাই লেখা মিষ্টি বিক্রি হয়েছে। আবার কোথাও লাউয়ের হালুয়া থেকে শুরু করে কেশর মটকা, বাটারস্কচ কালাকন্দ সবকিছুর বিক্রি ভালো হয়েছে। আবার কেউ হাজারো মিষ্টির ভিড়ে ভাইয়ের পছন্দের কালাকন্দ বা রসমালাইয়ের খোঁজ করেছেন।

সেবক রোডের মিষ্টির ব্যবসায়ী প্রেরণা গোয়েল বলেন, 'ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে আমাদের বাজার বেশ ভালোই চলছে। আমরাও প্রতি বছর নতুন কিছু তৈরি করার চেষ্টা করি।' কেউ ভাইবোনের জন্য উপহার কেনার পাশাপাশি তাঁদের পছন্দের খাবারও যাতে সঙ্গে থাকে তার জন্য বাজার সারলেন। কেউ আবার নিজের হাতে দাদা, ভাইয়ের পছন্দের খাবার তৈরির জন্য বাজার সারলেন।

## বাছাই করা উপহার

- সবজি বাজার থেকে শুরু করে ফল বাজার, মিষ্টির বাজার সবখানেই এদিন ভিড় ছিল
- মাছ বাজারে ইলিশ থেকে শুরু করে চিংড়ি, কাতল, রুই সব কিছুরই চাহিদা ভালো ছিল
- নতুন মিষ্টির মধ্যে কোথাও লাউয়ের হালুয়া, কেশর মটকার বিক্রি ভালো হয়েছে
- অনেকেই ভাইবোনের জন্য উপহার নিজে বাজারে গিয়ে দেখেশুনে কিনলেন

# শৌচালয়ে তালা, ক্ষোভ নয়াবাজারে

**শিলিগুড়ি, ২২ অক্টোবর :** নয়াবাজারে আসা শ্রমিক, ক্রেতাদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল শৌচালয়। যদিও সেই শৌচালয় এখন তালাবন্ধ অবস্থাতেই পড়ে রয়েছে। নয়াবাজারকে কেন্দ্র করে তৈরি করা শৌচালয়ের অবস্থা এখন এমনটাই। সারাদিনে হাজারেরও বেশি মানুষের যাতায়াত চলে ওই নয়াবাজারে। যদিও শৌচালয়টি এমন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিষয়টা নিয়ে অবশ্য ক্ষোভ প্রকাশ করছেন শিলিগুড়ি মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সঞ্জয় সিংহল। তিনি বলছিলেন, 'নয়াবাজারে এমনিতেই শৌচালয়ের তেমন ব্যবস্থা নেই। ওই একটি শৌচালয়ের ওপরই শ্রমিক থেকে শুরু করে ক্রেতারা অনেকাংশে নির্ভরশীল। যদিও সেই শৌচালয় তালাবন্ধ অবস্থাতে পড়ে রয়েছে।' শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলছেন, 'কোনও কারণবশত হয়তো সেটা বন্ধ হয়ে রয়েছে। বিষয়টা দেখছি।' নয়াবাজারে নেতা ছাড়াও দোকানের কর্মচারী ও শ্রমিক মিলিয়ে প্রায় হাজারজন সারাদিন থাকেন। যদিও শৌচালয়ের এখনও সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকায় তাঁদের সমস্যায় পড়তে হয়। বিশেষ করে দূরদূরান্ত থেকে আসা ক্রেতাদের অনেকেই দোকানে থাকা কর্মীদের কাছে তাঁদের নিজস্ব শৌচালয় ব্যবহারের জন্য অনুরোধ করে বসেন।

স্থানীয় বাসিন্দা আরতি আগরওয়াল বলছিলেন, 'আসলে এখন সবাইকে বিশ্বাস করে বাড়িতে ঢোকানোও যায় না। তবে দূরদূরান্ত থেকে আসা তরুণীদের যতটা পারা যায় সহযোগিতার চেষ্টা করি।' যদিও নয়াবাজারের একপাশে থাকা কমিউনিটি শৌচালয়টি সামান্য কিছুটা হলেও সমস্যার সমাধান করলেও গত কয়েকদিন ধরে তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে থাকার কারণে সমস্যা আরও বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে।

নয়াবাজারে সারাদিনই থাকেন বিলাস মাহাতো। তিনি বলছিলেন, 'শৌচালয়টি খোলা থাকলেও আমাদের কিছুটা হলেও সমস্যার সমাধান হচ্ছিল। যদিও এখন সেই সুযোগটাও বন্ধ।'

# গণভাইফোঁটা

**শিলিগুড়ি, ২২ অক্টোবর :** শিলিগুড়ি শহরের দরিদ্র ও অবহেলিত বোনদের নিয়ে হাকিমপাড়ার গিরীশ ঘোষ সরণিতে বৃহস্পতিবার বসছে গণভাইফোঁটার আসর। উদ্যোক্তা সমাজসেবী সুকান্ত বসু। এই সমারোহের উদ্বোধন করবেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত এনএসএস কর্মী ববিতা প্রসাদ।

*বাবুপাড়া বয়েজ ক্লাবের পুজোমণ্ডপে দর্শনার্থীদের ভিড়। (ডানদিকে) হাকিমপাড়ার তরুণ সংঘে দর্শনার্থীদের ঢল। ছবি : সূত্রধর ও সৌভিক সেন*

গত দু'দিন ধরে শহরে যথেচ্ছ বাজি পোড়ানো হয়েছে। গ্রিন বাজির নামে অবাধে পুড়েছে শব্দবাজি। অথচ শহরে দূষণ মাপার পরিকাঠামো পুরনিগমে বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে। আর তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে তিনবাত্তিতে তিস্তা ব্যারেজের দপ্তরে বসানো ইনডেক্স দেখে, আলোকপাত করলেন রাহুল মজুমদার।

# দূষণ মাপতে গোড়ায় গলদ

**শিলিগুড়ি, ২২ অক্টোবর :** শহরের বাতাসে দূষণের পরিমাণ কতটা তা জানতে যন্ত্র বসানো হয়েছে শহরের বাইরের দিকে। তিনবাত্তিতে তিস্তা ব্যারেজের দপ্তরে বসানো ওই ইনডেক্স দেখেই শহরের বাতাসে দূষণের পরিমাণ ঠিক করা হচ্ছে। এই রিপোর্টই যাচ্ছে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদে। আর এই বিষয়টি নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন শহরের পরিবেশপ্রেমীরা। শহরের দূষণ পরিমাপে কেন শহরের বাইরের দিকে বসানো যন্ত্রের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা।

শিলিগুড়ি পুরনিগমেও বাতাসে দূষণ পরিমাপের যন্ত্র বসানো রয়েছে। মাঝে সেখান থেকে রিপোর্ট পাওয়া যেত। কিন্তু এখন সেটা খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। পরিবেশপ্রেমীদের বক্তব্য, 'তিনবাত্তিতে যে এলাকায় দূষণ পরিমাপক যন্ত্র বসানো রয়েছে সেই এলাকা শহরের ঘিঞ্জি এলাকার বাইরে। নদীর বাতাসও আসে ওই এলাকায়। তাই ওই যন্ত্রের রিপোর্ট শহরের সঙ্গে মিলবে না। তাই শহরেও এই ধরনের যন্ত্র বসানোর দাবি উঠেছে। যদিও রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের যুক্তি, শহরের একাধিক জায়গায় সেন্সর বসানো রয়েছে। সেখান থেকেই রিপোর্ট মেলে।

রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের শিলিগুড়ি স্টেশনের অধিকর্তা প্রসূন মণ্ডল বলেন, 'তিনবাত্তির যন্ত্র দিয়ে শিলিগুড়ি শহরের বাতাসে দূষণের পরিমাণ মাপা যায় কি না সেটা আমাদের ওপরের কর্তারা বলতে পারবেন। তবে আমাদের শিলিগুড়ির দপ্তর, থানার সামনে সহ একাধিক এলাকায় সেন্সর বসানো রয়েছে।' পরিবেশপ্রেমী অনিমেষ বসুর মতে, 'শহরের বাইরের দিকে ওই যন্ত্র বসানো রয়েছে। কী করে শহরের দূষণ মাপা সম্ভব। পুরনিগমেও তো আগে একটি যন্ত্র বসানো ছিল, সেটাও এখন বন্ধ দেখি।' শিলিগুড়ির ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের বক্তব্য, 'ওটা সুইস কোম্পানি বসিয়েছিল। ওরা ঠিক করে দেবে।'

গত দু'দিন ধরে শহরে যথেচ্ছ বাজি পোড়ানো হয়েছে। অভিযোগ, গ্রিন বাজির নামে অবাধে শব্দবাজি পুড়েছে। যে কারণে ব্যাপক দূষণও হয়েছে। এসব দেখেও কার্যত ঠুঁটো জগন্নাথ হয়েই বসে ছিল শিলিগুড়ি পুলিশ। অন্যবার পুজোর আগে একাধিক অভিযান হলেও এবার নামমাত্র অভিযান হয়েছে। হাতেগোনা দুটি থানা সামান্য পরিমাণ নিষিদ্ধ শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত করে। কিন্তু শহরে যে অবাধে দেদার শব্দবাজি বিক্রি হয়েছে তার প্রতিফলন দেখা যায় ২০ তারিখ এবং ২১ তারিখ রাতে। শব্দবাজির জেরে শহরের দূষণের মাত্রাও বেড়ে যায়। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্য বলছে, ২০ তারিখ রাতের থেকে ২১ তারিখ বিকেল পর্যন্ত বাতাসে দূষণের পরিমাণ ৮৬ থেকে বেড়ে ১৪৪ হয়েছে। অন্যদিকে, ২১ তারিখ রাত থেকে ২২ তারিখ বাতাসে দূষণের পরিমাণ কিছুটা কমে হয় ১১১। এই পরিমাপ করা হয়েছে তিনবাত্তিতে বসানো যন্ত্র দিয়ে। ওই যন্ত্রের এলইডি স্ক্রিনে আবার একিউআই (দূষণ সূচক) দেখাচ্ছে না।

শিলিগুড়ি পুরনিগমে সুইস এজেন্সি একটি যন্ত্র বসিয়েছিল। শহরের আরও চারটি জায়গায় তাঁদের এই যন্ত্র বসানো ছিল বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু সুইস কোম্পানি চলে যেতেই ওই যন্ত্রগুলির কাজও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আপাতত সেগুলি বেহাল অবস্থায় ঝুলে রয়েছে। ওই বেসরকারি সংস্থা সুডা'র সঙ্গে মিলে শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় একাধিক কাজ করত। কাজ শেষ হতেই সংস্থা হাত গুটিয়েছে। সঙ্গে বন্ধ হয়েছে দূষণ নিয়ন্ত্রণের সূচক ডিসপ্লে বোর্ড।

## প্রশ্ন যেখানে

- তথ্যের জন্য শহরের বাইরে বসানো যন্ত্রের ওপর কেন নির্ভর করতে হচ্ছে
- তিনবাত্তি এলাকার সঙ্গে শহরের ঘিঞ্জি এলাকার দূষণ চিত্র কীভাবে এক
- তিনবাত্তির তথ্যে শহরের দূষণ মাত্রা ১৪৪ দেখানো হলে বাস্তবে কত
- শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিকল দূষণ পরিমাপের যন্ত্র সচল করা হচ্ছে না কেন

# বাড়তি আনন্দ গোবর্ধন উৎসবে

**পারমিতা রায়**

**শিলিগুড়ি, ২২ অক্টোবর :** শহরে এখন উৎসবের আমেজ। কালীপুজোকে কেন্দ্র করে সন্ধ্যা হলেই ভিড় জমছে মণ্ডপে, খাবারের দোকান থেকে রাস্তায়। বুধবার গোবর্ধন উৎসবকে কেন্দ্র করে ভিড় জমল ইসকন সহ বিভিন্ন এলাকায়। ১০৮ রকমের ব্যঞ্জন দিয়ে ইসকনে তৈরি হয়েছিল অন্নকূট। সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা হয়েছিল গোটা ইসকনকে। আলো, ফুল রাঙ্গোলিতে সেজে উঠেছিল প্রতিটা কোণ। কেউ কোলে গোপাল নিয়ে, কেউ আবার পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে ভিড় জমিয়েছিলেন ইসকনে।

ইন্দ্রদেবের রোষ থেকে গোকুলবাসীকে রক্ষা করতে গোবর্ধন পর্বতকে কনিষ্ঠ আঙুলে তুলে নিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। এদিন ইসকনে ব্যাঞ্জন দিয়ে সাজানো হয়েছিল গোবর্ধন পর্বত, অনেকেই গোসেবাও করেন। এদিন মন্দিরে আসেন শ্রীতমা দাস। পুজোর পাশাপাশি সারাদিন ইসকনে কাটান তিনি। শ্রীতমার কথায়, 'কালীপুজোর আবহের মধ্যে এই গোবর্ধন উৎসব যেন বাড়তি পাওনা। সারাদিন কাটিয়েছি মন্দিরে খুব ভালো লেগেছে।' কোলে নিজের গোপালকে নিয়ে এসেছিলেন সুনীতি সরকার। বলছিলেন, 'গোপালকে দেখাতে এনেছি। এছাড়া প্রতি বছরই গোবার্ধন উৎসবে আসা হয়। ভালো লাগে।' ইসকনের তরফে নামকৃষ্ণ দাস বলেন, 'এদিন হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হয়েছিল। গত বছর থেকে ভিড় বেড়েছিল।' কেউ এদিন এসে প্রসাদ নেন, কেউ আবার ভজনে মগ্ন হয়ে গোটা দিন কাটান।

*ইসকন মন্দিরের গোবর্ধন উৎসবে ১০৮ রকমের ব্যঞ্জন দিয়ে অন্নকূট নিবেদন। বুধবার সূত্রধরের তোলা ছবি।*

# প্রসঙ্গ যখন লাঠিচার্জ

মাথায় ফেট্টি, গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি আর হাফপ্যান্ট। এমনই অবতারে প্রতিবেশীদের ওপর লাঠিচার্জের অভিযোগ উঠেছে খোদ কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই জলঘোলা চলছে সব মহলে। যদিও এসপি অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। গোটা ঘটনায় সোশ্যাল মিডিয়া কার্যত দুই ভাগ। কেউ পুলিশ সুপারকে সমর্থন করছেন, আবার কেউ তাঁকে তুলোধোনা করতে ছাড়ছেন না। কিন্তু কোন ক্ষেত্রে, কী পরিস্থিতিতে লাঠিচার্জ করতে পারে পুলিশ? স্পষ্ট করলেন আইনজীবীরা।

পুলিশের ওপর আক্রমণ বা আক্রমণের চেষ্টা করা হলে সেক্ষেত্রে পুলিশ লাঠিচার্জ করতে পারে। সেক্ষেত্রে ইউনিফর্ম থাকা প্রয়োজন। স্যান্ডো গেঞ্জি, হাফপ্যান্ট পরে লাঠিচার্জ করা যায় না।

*রাজু রায় আইনজীবী*

লাঠিচার্জ হতে পারে এরকম সম্ভাবনা থাকলে আগে থেকে বিষয়টি ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাতে হয়। অথবা যদি দেখা যায় কেউ পুলিশের ওপর আক্রমণ করছে বা পুলিশের কাজে বাধা দিচ্ছে তাহলে পুলিশ লাঠিচার্জ করতে পারে।

*শিবেন্দ্রনাথ রায় আইনজীবী*

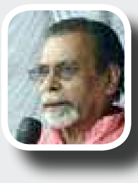

লাঠিচার্জ করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হলে পুলিশের তরফে আগে থেকে সতর্ক করতে হবে ও লাঠিচার্জের ঘোষণা করতে হবে। কোনও অবস্থাতেই শিশুদের ওপর লাঠিচার্জ করা যায় না।

আনন্দজ্যোতি মজুমদার
আইনজীবী

## আইন বলছে

- কোনও কারণে পুলিশের ওপর আক্রমণ করা হলে বা আক্রমণের চেষ্টা করা হলে পুলিশ লাঠিচার্জ করতে পারে।
- কোথাও রেইড করতে গিয়ে লাঠিচার্জ করলে পুলিশ ইউনিফর্মের পাশাপাশি নেমপ্লেট থাকা বাঞ্ছনীয়।
- মহিলাদের ওপর ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে মহিলা পুলিশ থাকতে হবে।
- শিশুদের ওপর কোনও অবস্থাতেই লাঠিচার্জ করা যায় না।
- রেইডে যেতে হলে আগে থেকে থানার জিডি বুকে তা নথিভুক্ত করতে হয় এবং ফিরে এসেও পুনরায় নথিভুক্ত করার নিয়ম রয়েছে।
- কোনও অভিযানে লাঠিচার্জ হতে পারে এরকম সম্ভাবনা থাকলে আগে থেকে ম্যাজিস্ট্রেটকে তা জানাতে হয়।
- লাঠিচার্জ শুরু করার আগে তা ঘোষণা করতে হয়।

# ঝাড়ফুঁকে প্রাণ গেল শিশুকন্যার

সৌরভ রায়

**কুশমণ্ডি, ২২ অক্টোবর :** কুসংস্কারে প্রাণ গেল পাঁচ বছরের শিশুর। অন্ধবিশ্বাস থেকে সমাজ যে এখনও আলোর পথ দেখতে পারেনি, তা নতুন করে সামনে নিয়ে এল কুশমণ্ডির একটি ঘটনা। চিকিৎসাবিজ্ঞানে আস্থা না রেখে একটি পরিবার ঝাড়ফুঁকে বিশ্বাসী হওয়ায় অকালে প্রাণ গেল পাঁচ বছরের একটি মেয়ের। স্বাভাবিকভাবেই কুশমণ্ডির দেউল পঞ্চায়েত এলাকার সুবর্ণপুরের পরিবারটি কান্নায় ভেঙে পড়েছে। উৎসবেও শোকের আবহ গ্রামে। ভাইফোঁটার ২৪ ঘণ্টা আগে একটি শিশুকন্যার মৃত্যু, মেনে নিতে পারছেন না কেউই।

আবহাওয়ার পরিবর্তন এবং নানান কারণে এখন অনেক শিশুই জ্বরে আক্রান্ত হচ্ছে। সঙ্গে দেখা দিচ্ছে পেটের রোগ। ছয়দিন আগে জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিল সুবর্ণপুরের পাঁচ বছরের তৃষা মাহাতো। কিন্তু চিকিৎসকের কাছে না গিয়ে মেয়েকে নিয়ে এক ওঝার কাছে গিয়েছিলেন পেশায় টোটোচালক কমল মাহাতো। ওঝার তুকতাকে নাকি কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছিল তৃষা। কিন্তু মঙ্গলবার ফের অসুস্থ হয়ে পড়ে মেয়েটি। বুধবার সকালে কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলে শিশুটি। এরপরেই চিকিৎসকের কাছে মেয়েকে নিয়ে ছুটে যায় পরিবারটি। জানা গিয়েছে, তৃষার শারীরিক অবস্থা দেখে ওঝা হাত তুলে দেন। অসহায়ের মতো মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে লড়তে শিশুটি এদিন সকালে বাড়িতে অচৈতন্য হয়ে পড়ে। একপরেই পরিবারটি তৃষাকে নিয়ে ছুটে যায় কুশমণ্ডি হাসপাতালে। কিন্তু চিকিৎসায় আর সাড়া দেয়নি পাঁচ বছরের শিশুটি। ছোট্ট মেয়ের অকালমৃত্যুতে ভেঙে পড়েন বাবা, মা ও পরিবারের সদস্যরা। কথা বলার শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেন মেয়েটির বাবা কমল ও তাঁর স্ত্রী।

সমাজ ও সংস্কৃতি গবেষক দিলীপ মাহাতো আক্ষেপের সঙ্গে বলেন, 'আমরা এখনও পিছিয়ে আছি, এই ঘটনা তারই প্রমাণ। অসুস্থ হলে ওঝা, গুনিনের পরিবর্তে হাসপাতালে চিকিৎসা করান, বারবার বলবার পরেও এমন দুর্ঘটনার কথা শুনতে হওয়া দুঃখের।' পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের কুশমণ্ডি জোনের সম্পাদক আশিস দাস উদ্বেগ প্রকাশ করে বলছেন, 'কুসংস্কার এবং অশিক্ষা এখনও আমাদের সমাজের গভীরে বাসা বেঁধে আছে। ওই ছোট্ট শিশুটির মৃত্যু যা আমাদের আবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।' কুসংস্কার দূর করতে আগামীতে কর্মসূচি নেওয়া হবে বলে তিনি জানান। কুশমণ্ডির ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক অমিত দাসের বক্তব্য, 'জ্বর হলে প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে হাসপাতালে আসার প্রয়োজন নেই। নিকটবর্তী সাব-সেন্টারে গেলেই হবে। সেখানে জ্বর সহ বিভিন্ন চিকিৎসা হয়। সাব-সেন্টারে কেউ সুস্থ না হলে তখন হাসপাতালে নিয়ে আসতে হবে।' কুশমণ্ডির বিডিও নয়না দে বলছেন, 'এমন ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সেদিকে নজর দেবে ব্লক প্রশাসন। সুবর্ণপুর সহ ব্লকের বেশ কয়েকটি গ্রামে সচেতনতামূলক শিবির করা হবে।'

### কুসংস্কার

- জ্বরে আক্রান্ত শিশুকে চিকিৎসকের কাছে না নিয়ে ওঝার দ্বারস্থ পরিবার
- ওঝার ঝাড়ফুঁকে প্রাথমিক সুস্থ হলেও, পরবর্তীতে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে শিশুটি
- বুধবার বাড়িতেই জ্ঞান হারায় মেয়েটি, পরিবার হাসপাতালে নিয়ে গেলেও ব্যর্থ চেষ্টা
- কুসংস্কার দূর করতে সচেতনতা শিবিরের আশ্বাস কুশমণ্ডি ব্লক প্রশাসনের

# আপত্তিকর ছবি ভাইরাল, ধৃত ১

**রায়গঞ্জ, ২২ অক্টোবর :** এক তরুণী চিকিৎসকের আপত্তিকর ছবি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল করার অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। বুধবার বিকেল চারটে নাগাদ অভিযুক্তকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম দীপক হেমব্রম। তাঁর বাড়ি দার্জিলিং জেলার প্রধাননগর থানা এলাকায়। তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের ৩৫১(২)/৬৬(ডি)/৬৭ ধারায় ও তথ্যপ্রযুক্তি আইনের বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

সূত্রের খবর, রায়গঞ্জের একটি হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার পদে কর্মরত তরুণী চিকিৎসকের সঙ্গে গত এক বছর ধরে প্রেমের সম্পর্ক ছিল ওই তরুণের। কিছুদিন আগে তাঁদের সম্পর্কে ভাঙন ধরে। সম্প্রতি ওই তরুণীর অন্যত্র বিয়ে ঠিক করা হয় তাঁর পরিবারের তরফে। সেই খবর জানার পর, চলতি মাসের ২০ অক্টোবর দীপক সামাজিক মাধ্যমে ওই তরুণীর আপত্তিকর ছবি ভাইরাল করে দেন বলে অভিযোগ। এখানেই শেষ নয়, অভিযুক্ত তরুণ ফোন করে তরুণী চিকিৎসককে হুমকি দেন, তাঁর সঙ্গে থাকা তরুণীর আরও ব্যক্তিগত ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করে দেবেন। এর পরেই মঙ্গলবার ওই তরুণী চিকিৎসক রায়গঞ্জের কর্ণজোড়ায় সাইবার ক্রাইম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে বুধবার ভোররাতে শিলিগুড়ি থেকে দীপককে গ্রেপ্তার করে রায়গঞ্জ সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ।

বুধবার বিকেল তিনটে নাগাদ অভিযুক্তকে রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক ধৃতকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

নির্যাতিতা তরুণী চিকিৎসক বলেন, 'আমার ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করেছে অভিযুক্ত। আমি চাই তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক। আমাকে যৌন হেনস্তাও করেছে অভিযুক্ত তরুণ।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত দীপক হেমব্রম সম্প্রতি রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল ও সাব-ইনস্পেকটর পদে চাকরির পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন।

রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার সুপার মহম্মদ সানা আক্তার বলেন, 'এই ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ তদন্ত করছে। পাশাপাশি অভিযুক্তের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।'

## নগদ বাজেয়াপ্ত

**কিশনগঞ্জ, ২২ অক্টোবর :** আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতে কিশনগঞ্জে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে লাগাতার নাকা চেকিং চলছে। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ফড়িংগোলা চেকপোস্টে একটি গাড়ি থেকে ৪ লাখ ৪১ হাজার টাকা নগদ বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার হয়েছেন ডালখোলার সুভাষপল্লির বাসিন্দা প্রদীপ সিং নামে ওই চালক। ওই টাকার কোনও বৈধ নথি দেখাতে পারেননি তিনি।

## নির্বাচিত প্রার্থী

**কিশনগঞ্জ, ২২ অক্টোবর :** কিশনগঞ্জ জেলার চারটি বিধানসভা নির্বাচনের মনোনয়নপত্র পর্যালোচনার পর বুধবার ৪৫ জন প্রার্থী মনোনীত হলেন। যদিও ৪৬ জন মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। কিন্তু একজনের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়ে গিয়েছে বলে জেলা নির্বাচন সেল জানিয়েছে।

## রহস্যমৃত্যু

**কিশনগঞ্জ, ২২ অক্টোবর :** কিশনগঞ্জ পুলিশ জেলার ভাটাবাড়ি গ্রামে বাড়ির পাশের বাঁশঝাড় থেকে এক বৃদ্ধের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম মহাবীরপ্রসাদ সিংহ (৬৫)। বুধবার কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পর পুলিশ পরিবারের হাতে দেহ তুলে দেয়। পরিবারের যদিও অভিযোগ, ওই বৃদ্ধকে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

## বাতাসেই জাদুর বিদ্যুৎ

জার্মানি বিশ্বব্যাপী প্রথম বাণিজ্যিক এয়ার ব্যাটারি সুবিধা চালু করতে চলেছে। এটি তরল বাতাস শক্তি সঞ্চয় বা এলএইএস ব্যবহার করে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিকে বৃহৎ পরিসরে সংরক্ষণ করবে। এই সিস্টেমে বাতাসকে ক্রায়োজেনিক তাপমাত্রায় তরল আকারে সংকুচিত করে ইনসুলেটেড ট্যাংকে রাখা হয়। যখন বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়, তখন সেই বাতাসকে আবার গরম করে প্রসারিত করা হয়, যা টারবাইন চালিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করে। লিথিয়াম ব্যাটারির তুলনায় এই এয়ার ব্যাটারিগুলি নিরাপদ, সস্তা এবং অনেক পরিবেশবান্ধব, কারণ এতে বিষাক্ত পদার্থ থাকে না। তারা কয়েকদিন ধরে শক্তি ধরে রাখতে পারে, যা সৌর ও বায়ুশক্তিকে স্থিতিশীল করার জন্য অপরিহার্য। এই প্রকল্পটি গ্রিড-স্কেল শক্তি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনে দিতে পারে।

## এক মাইল দূর থেকে চিঠি পড়া

চিনের বিজ্ঞানীরা একটি অত্যাধুনিক লেজার সিস্টেম তৈরি করেছেন যা এক মাইলেরও বেশি দূর থেকে ছাপা লেখা পড়তে সক্ষম। এই প্রযুক্তিটি, যা লং-রেঞ্জ, নন-ডিস্ট্রাকটিভ রিমোট সেন্সিং লেজার নামে পরিচিত, দূর থেকে কোনও পৃষ্ঠের উপর পড়া আলোর প্রতিফলিত কণা মেপে একটি বিস্তারিত চিত্র তৈরি করে।

পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, এটি কাগজের উপরকার কালির মতো সূক্ষ্ম প্যাটার্নও শনাক্ত করতে পারে। যদিও এটি মূলত পরিবেশ পর্যবেক্ষণ এবং বাতাসের গুণমান পরিমাপের জন্য তৈরি করা হয়েছিল, তবে এর সূক্ষ্মতা সামরিক নজরদারির ক্ষেত্রে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে। সাধারণ ক্যামেরা বা টেলিস্কোপের চোখ এড়িয়ে এটি তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। বিজ্ঞান ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে এটির দ্বিমুখী ব্যবহার রয়েছে।

## সারবে ডায়াবিটিস

এই প্রথমবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন মহিলা নিজের স্টেম সেল ব্যবহার করে টাইপ ১ ডায়াবিটিস রোগ থেকে মুক্তি পেলেন। ভার্টেক্স ফার্মাসিউটিক্যালসের এই ট্রায়ালে, রোগীর স্টেম কোষকে ইনসুলিন উৎপাদনকারী অগ্ন্যাশয়ের কোষে রূপান্তরিত করা হয়। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর শরীর স্বাভাবিকভাবেই ইনসুলিন তৈরি করতে শুরু করে, যার ফলে তাঁর বাইরে থেকে ইনসুলিন নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা ৯০ শতাংশেরও বেশি কমে যায়। টাইপ ১ ডায়াবিটিসে অগ্ন্যাশয়ের ইনসুলিন-উৎপাদনকারী কোষগুলি নষ্ট হয়ে যায়। এই যুগান্তকারী আবিষ্কারটি এই রোগের কেবল চিকিৎসার নয়, সম্ভাব্য নিরাময়েরও আশা জাগিয়েছে। ব্যক্তিগত বা পার্সোনালাইজড রিজেনারেটিভ মেডিসিনের ক্ষেত্রে এটি এক বিরাট ধাপ, যা লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনতে পারে।

## চেরিতে সুস্থতার চাবিকাঠি

চেরির উজ্জ্বল লাল রং এবং মিষ্টি স্বাদের আড়ালে লুকিয়ে আছে এক দারুণ স্বাস্থ্যকর রহস্য। এটি হল সবচেয়ে অ্যালকালাইন ফলগুলির মধ্যে একটি, যার অর্থ এটি শরীরের অতিরিক্ত অ্যাসিড কমিয়ে পিএইচ-এর স্বাস্থ্যকর ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। এই ভারসাম্যটি প্রদাহ প্রতিরোধের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা হৃদরোগ, বাত বা ক্যানসারের মতো দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতার মূল কারণ। চেরিতে অ্যান্থোসায়ানিন

এবং ফ্ল্যাভোনয়েডস-এর মতো অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রচুর পরিমাণে থাকে, যা ক্ষতিকর ফ্রি র‍্যাডিক্যালগুলিকে নিষ্ক্রিয় করে। এতে মেলাটোনিনও থাকে, যা ভালো ঘুম এবং শরীরের সার্কাডিয়ান রিদম নিয়ন্ত্রণ করে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, চেরি খেলে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা কমে, যা গেঁটে বাত এবং ব্যায়ামের পরের পেশীর ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। এই ছোট ফলটিই যেন দেখায়, প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে সত্যিকারের নিরাময়।

# গ্রেপ্তার নবজিৎ

*প্রথম পাতার পর*

সঙ্গে জুড়ে দেন পার্থর জমা করা সেই মুচলেকা। পার্থকে এ যাবৎ পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারেনি। তবে সেই মুচলেকার সূত্র ধরে বুধবার সকাল থেকে নকশালবাড়ি বিডিও অফিসের বিএসকে কর্মী নবজিৎকে লাগাতার জেরা শুরু করা হয়। তাদের প্রাথমিক ধারণা ছিল, জালিয়াতি কাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত নবজিৎ। এদিন নবজিৎকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন নকশালবাড়ির এসডিপিও আশিস কুমার, সার্কেল ইনস্পেকটর সৈকত ভদ্র, ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস সহ অন্যরা। পুলিশ আধিকারিকরা তদন্তের বিষয়ে মুখ খুলতে চাননি। তবে খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস বলেন, 'তদন্ত চলছে। জিজ্ঞাসাবাদে বেশকিছু অসংগতি পাওয়া গিয়েছে। দফায় দফায় জেরা করা হচ্ছে।' সূত্রের খবর, নবজিতের কাছে জালিয়াতি কাণ্ডের বেশকিছু সূত্র ও তথ্য পাওয়া গিয়েছে। তার ভিত্তিতেই রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

# বিশ্বস্ত পঙ্কজকে বেছে পাহাড়ে চাল কেন্দ্রের

*প্রথম পাতার পর*

থাকলেও তিনি রাজ্য পুলিশের সঙ্গে সুষ্ঠু সমন্বয় রক্ষা করে কাজ হাসিল করেছিলেন। এই দক্ষতার কারণে তাঁকে মধ্যস্থতার জন্য আদর্শ মনে করেছে কেন্দ্র, যিনি সরকারের লক্ষ্যপূরণ করতে পারেন কোনও পক্ষের সঙ্গে সংঘাতে না গিয়েই।

এলএলবি, এমফিল ডিগ্রিধারী এবং আইআইএম আহমেদাবাদ থেকে এমবিএ পাশ পঙ্কজ সিআরপিএফ-এ থাকাকালীন নকশাল অধ্যুষিত অঞ্চলে এবং সিবিআইয়ে (জম্মু ও কাশ্মীরের কুখ্যাত সেক্স স্ক্যান্ডাল সহ) গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। অবসরের পর তাঁকে ডেপুটি ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার (ডিএনএসএ) পদে নিয়োগ করা হয় এবং সম্প্রতি খালিস্তানি নেতা গুরপতওয়ান্ত সিং পান্নুনের কথিত হত্যা চেষ্টা সংক্রান্ত কূটনৈতিক জটিলতা সামলাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো তিন সদস্যের দলেরও তিনি নেতৃত্ব দেন।

তাঁর পারিবারিক পরিচয়ও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তিনি দেশের প্রভাবশালী প্রাক্তন আইপিএস অফিসার প্রকাশ সিং-এর পুত্র, যিনি উত্তরপ্রদেশের ডিজিপি ও বিএসএফ-এর ডিজির মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন এবং কেন্দ্রীয় শাসকদলের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক সর্বজনবিদিত। ভোটের আগে তাঁকে পাহাড় সমস্যায় মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিয়োগ কেন্দ্রের বড় চাল হিসাবে মনে করা হচ্ছে। দার্জিলিং এবং সংলগ্ন অঞ্চলে বিজেপি গত কয়েকটি নির্বাচনে ভালো ফল করেছে। এই সময় মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করে কেন্দ্রীয় সরকার পাহাড়ের ভোটারদের কাছে গোর্খাল্যান্ড সমস্যা নিয়ে বিজেপির ইতিবাচক মনোভাব পৌঁছে দিতে চাইছে। তৃণমূল এই নিয়োগের বিরোধিতা করে রাজ্যের অধিকার রক্ষার প্রশ্নে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরায় পাহাড় সমস্যার সমাধানে আলোচনার টেবিলে বসার আগেই রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব তুঙ্গে।

# উজ্জ্বলতা

*প্রথম পাতার পর*

পাবনার উদ্যোগপতি ভগবান সান্যাল কিংবা ঢাকার উদ্যোগপতি গোপালচন্দ্র ঘোষ ও তারিণীপ্রসাদ রায়রা যে কত আত্মীয়-অনাত্মীয়কে নানাভাবে চাকরি দিয়েছিলেন তার ইয়ত্তা নেই।

এঁদের কল্যাণে কর্মপ্রার্থী তরুণদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছিল জলপাইগুড়ি। জলপাইগুড়ি শহরের বাবুপাড়ায় তারিণীপ্রসাদ, সত্যেন্দ্রপ্রসাদ রায়রা, রাহুতবাড়ির রাহুতরা শুধু বাড়ি করেননি, স্থাপন করেছিলেন অনেক চা কোম্পানির হেড অফিস। নবাববাড়িতে নবাব মোশারফ হোসেনের প্রাসাদ। কাছেই উদ্যোগপতি ভবানীচরণ ঘটক, হৃদয়নাথ বাগচী, হরিশচন্দ্র অধিকারী, গোপালচন্দ্র ঘোষ, সুরেশ্বর সান্যাল, মুন্সি অছিরুদ্দিন, মুন্সি মহম্মদ সোনাউল্লা, মোখলেছার রহমানদের বসতি। সব জলপাইগুড়ির নব কারিগর।

চা শিল্পের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে হাল ধরতে এগিয়ে আসেন হৃদয়নাথ বাগচী, অক্ষয়কুমার বসু, ভবানীচরণ ঘটক, শশীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিকচন্দ্র চক্রবর্তী, গঙ্গাগোবিন্দ সেন, শ্রীনাথ রায়, ওয়ালিয়ার রহমান, প্রসন্নদেব রায়কত, কুমুদনাথ কর্মকার, জয়গোবিন্দ গুহ, গঙ্গানাথ বাগচী, অন্নদাচরণ সেন, পূর্ণচন্দ্র রায়, শ্রীনাথ হোড়, রাজেন্দ্রকুমার নিয়োগীর মতো আইনজীবীরা। শিক্ষা, সংগীত, নাটক ইত্যাদিতেও তাঁদের অসামান্য অবদান ছিল। এই শিল্পপতিরা গড়ে তুলেছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতাল, জ্যাকশন মেডিকেল স্কুল, আর্যনাট্য সমাজ, টাউন ক্লাব, স্টেডিয়াম, কলেজ এবং প্রচুর স্কুল। চা শিল্পপতি সত্যেন্দ্রপ্রসাদ রায়ের শিক্ষানুরাগের প্রভাব উত্তরবঙ্গের সব জায়গাতেই কিছু না কিছু চোখে পড়বে। বাঙালি উদ্যোগপতিদের সেই সুদিন স্বাধীনতা উত্তরকালে ক্রমশ মলিন হতে থাকে। দেশভাগের কারণে নবাববাড়ির চা বাগানগুলো হস্তান্তরিত হয়। বাগান বিক্রি করে বাবুপাড়ার রায়রা আশ্রয় নেন কলকাতায়। চা বাগানের হেড অফিসগুলি কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। অবাঙালি শিল্পপতিদের হাতে চলে যেতে থাকে চা বাগানগুলো। ফলে জলপাইগুড়ি আর আশানুরূপ আলো দেখতে পাচ্ছে না। হয়তো ভবিষ্যতে আরেক অনাহূত কোনও ভগবানের প্রত্যাশায় আছে জলপাইগুড়ি।

# বিতর্কে আইসি

*প্রথম পাতার পর*

তবে নিশ্চয়ই উনি আগের সেইসব দিন দেখেননি। আগে মাঠ, পুকুর ছিল। এখন কংক্রিটের জঙ্গলে আওয়াজ আবদ্ধ থাকে। উনি যে পেসমেকারের কথা বলছেন, কলকাতার দশ কিলোমিটারে ২৯টি নার্সিংহোম রয়েছে। ওঁর বাড়িতে হয়তো বয়স্ক মানুষজন নেই। তাই উনি এই বিষয়গুলো বুঝতে পারছেন না।'

আইসি পদমর্যাদার অফিসারের এধরনের পোস্টে রীতিমতো অবাক পরিবেশপ্রেমী সুভাষ দত্ত। তাঁর গলায় ক্ষোভের সুর, 'উনি এই পোস্টের মাধ্যমে বিকৃত মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। এত বড় সরকারি পদে থেকে উনি কীভাবে এই ধরনের পোস্ট করতে পারেন? একেবারে দায়িত্বজ্ঞানহীন, ন্যক্কারজনক মানসিকতা উনি পোষণ করেছেন।'

পরিবেশ দূষণ যাতে রোধ করা যায় তারজন্যই একিউআর-এর ব্যবহার বেড়েছে। দেশজুড়েই বায়ু দূষণের চর্চা চলছে। সেখানে এই ধরনের পোস্ট হতাশাজনক ছাড়া আর কিছু নয় বলেই মনে করছেন হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশনের কোঅর্ডিনেটর অনিমেষ বসু। তিনি বলছিলেন, 'শব্দ দূষণের ফলে আমাদের এখন কী ক্ষতি হচ্ছে, সেটা সকলেরই জানা। বেশি কিছু আর বলার নেই।' আইসি-কে নব দত্তের পরামর্শ, 'যেখানে উনি দায়িত্বে রয়েছেন। সেখানে সারাবছরই ঠান্ডা থাকত। এখন ফ্যান চালাতে হয়। দূষণের কারণেই এই পরিস্থিতি। ওঁর এ সমস্ত ব্যাপার নিয়ে ভাবা প্রয়োজন।'

# শহরতলিতে

*প্রথম পাতার পর*

প্রিয়াংকার কথায়, 'অনেক গ্রাম পঞ্চায়েত আবর্জনা অপসারণ ব্যবস্থাকে আন্তরিকভাবে দেখে না। শুধু রাস্তা আর ড্রেন তৈরি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ নয়।' আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান যূথিকা রায় অবশ্য বলছেন, 'মহকুমা পরিষদ যখনই বৈঠক ডাকে, তখন উপস্থিত থাকার চেষ্টা করি।' তিনি পালটা অপর্যাপ্ত লোকবল নিয়ে সরব হয়েছেন। বলছেন, 'আরও লোক প্রয়োজন। সাফাইকর্মীর সমস্যা রয়েছে।'

এদিকে প্রিয়াংকার দাবি, প্রধানরা লোকবল সমস্যার কথা একবারও মহকুমা পরিষদকে জানাননি। তিনি বলেন, '১৫ দিন অন্তর বৈঠক হয়। প্রধানরা সেই বৈঠকে হাজির থাকেন না। আমরা সব রকম সাহায্য করতে প্রস্তুত।' যদিও কোনও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানই বৈঠকে অনুপস্থিতির বিষয়টি স্বীকার করেননি। অব্যবস্থার কথা স্বীকার করে মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপালি ঘোষের বক্তব্য, 'আবর্জনা অপসারণ ব্যবস্থা ঠিক করতে আরও বেশি সময় প্রয়োজন।' সমস্যা সমাধানে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে একটি সভায় মহকুমা পরিষদের বেশ কিছু এলাকাকে পুরনিগমে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

## নির্বিঘ্নে নিরঞ্জন

**কিশনগঞ্জ, ২২ অক্টোবর :** কিশনগঞ্জ শহরে শতাধিক কালী প্রতিমার নিরঞ্জন হল নিরাপত্তার মধ্যে। বুধবার রাতে স্থানীয় ধোপাপট্টির রমজান নদীতে পুলিশ এবং আধা সামরিক বাহিনীর নজরদারিতে চলে বিসর্জন। দুর্ঘটনা এড়াতে প্রশাসনের তরফে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। ঘাটে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর মোটরচালিত বোট ও ডুবুরি মোতায়েন ছিল।

# খরচের লাগাম মুঠোফোনে

*প্রথম পাতার পর*

তাই হিসেব করে খরচ করতে হয়। আগে পকেটে গোনাগুনতি টাকা রাখতাম। কিন্তু এখন যেহেতু একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টেই সব টাকা থাকে, তাই কত খরচ করছি তার হিসেব থাকে না। প্রতিমাসেই দেখি কিছু অতিরিক্ত খরচ হয়।'

মনোবিদরা বলছেন, ইউপিআই লেনদেন এতটাই সহজ যে, মানুষ এখন টাকা খরচের বাস্তব অনুভূতি হারিয়ে ফেলছেন। নগদে টাকা দিলে পকেট হালকা হওয়ার বোধ থাকে, কিন্তু অনলাইন পেমেন্টে সেই মনস্তাত্ত্বিক বাধা নেই। একাধিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ইউপিআই ব্যবহারকারীদের প্রায় ৪০ শতাংশ মাসের শেষে সুমনের মতোই স্বীকার করেছেন যে, তাঁরা হিসেবের বাইরে খরচ করেছেন।

বিষয়টি নিয়ে খানিক একমত হলেও আরও গভীর সমীক্ষা প্রয়োজন বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদ তথা বালুরঘাটের বিধায়ক অশোক লাহিড়ি। উত্তরবঙ্গ সংবাদকে তিনি বলছেন, 'ইউপিআই লেনদেন আমাদের জীবনকে অনেক সহজ করেছে। নগদের প্রবাহ কমে আসায় লেনদেনে স্বচ্ছতা বাড়ছে। এটা অবশ্যই ভালো দিক। তবে, সত্যি সত্যিই মানুষ বেহিসেবি খরচ করছেন কি না, তা বলার সময় আসেনি। এরজন্য আরও নিবিড় গবেষণা এবং সমীক্ষা প্রয়োজন।'

ইউপিআই এখন ভারতের মোট ডিজিটাল লেনদেনের প্রায় ৮৫ শতাংশ দখল করে আছে। রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার তথ্য অনুযায়ী, ভারতের প্রায় ৪২ কোটি মানুষ নিয়মিতভাবে অন্তত একটি ইউপিআই অ্যাপ ব্যবহার করছেন। ডিজিটাল পেমেন্টের এই উত্থান অর্থনীতিকে নগদনির্ভরতা থেকে সরিয়ে স্বচ্ছ, দ্রুত ও তথ্যভিত্তিক পথে নিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গও তার ব্যতিক্রম নয়। চলতি বছরের জুলাই মাসের সরকারি তথ্য অনুযায়ী, এ রাজ্যের মাসিক ইউপিআই লেনদেন হয়েছে প্রায় ৬২,১৪৪ কোটি টাকার, যা গোটা দেশের মোট লেনদেনের ২.৪ শতাংশ। বিশেষ করে কলকাতা, শিলিগুড়ি ও দুর্গাপুরে অনলাইন পেমেন্ট অ্যাপের ব্যবহার গত এক বছরে দ্বিগুণ হয়েছে।

অনলাইন লেনদেনকে ত্বরান্বিত করছে একাধিক ই-কমার্স সাইট। জিও মার্ট, ব্লিঙ্কিট, সুইগি ইনস্টামার্ট সহ ফ্লিপকার্ট, অ্যামাজনের মতো সাইট নগদ লেনদেনের চাইতে অনলাইন লেনদেনে উৎসাহিত করছে গ্রাহকদের। ক্যাশব্যাক অফার, বাড়তি ছাড়– এসবের লোভে পা দিচ্ছেন গ্রাহকরা। মনোবিদদের মতে, এই দ্রুত পেমেন্ট ব্যবস্থায় মস্তিষ্কে এক ধরনের 'ডোপামিন রিওয়ার্ড' তৈরি হয়, অর্থাৎ টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গেই এক মুহূর্তের আনন্দ বা সাফল্যের অনুভূতি আসে, যা মানুষকে বারবার খরচে প্রলুব্ধ করে।

পেশায় শিক্ষক সুবীর আইচের কথায়, 'অনেক সময় ছোট ছোট পেমেন্ট, যেমন ৫০-১০০-২০০ টাকা এগুলো আলাদা করে বড় মনে না হলেও, মাস শেষে এদের যোগফল অনেক সময় হাজারের ঘর ছোঁয়। ফলে বাজেট ভেঙে যায়, সঞ্চয় কমে।'

রিজার্ভ ব্যাংকের তথ্য বলছে, গত তিন বছরে শহরের তরুণদের গড় সঞ্চয়ের হার ১৮ শতাংশ কমেছে। এই সময়কালে ইউপিআই ব্যবহারের হার দ্বিগুণ হয়েছে। কিন্তু দুটি বিষয়ের মধ্যে কোনও সম্পর্ক আছে কি না, তা নিশ্চিত নয়।

অর্থনীতির অধ্যাপক তথা পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য দেবকুমার মুখোপাধ্যায় বলছেন, 'ইউপিআই লেনদেনের অনেক ইতিবাচক দিক আছে। সেগুলোকে অস্বীকার করার উপায় নেই। মানুষ কতটা সঞ্চয় করবেন, আর কতটা খরচ করবেন তা একেবারেই নিজস্ব বিষয়। সুতরাং প্রযুক্তিকে সঙ্গে করে আমাদের এগোতে হলে সচেতনও হতে হবে।'

পুজোর মরশুমেই সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি মিম ঘুরছিল। তাতে লেখা ছিল, 'গুগল পে খুলে এমনভাবে খরচ করছি যেন টাকাটা গুগলই দিচ্ছে।' কয়েক হাজার শেয়ার হয়েছিল পোস্টটি।

আগে বড়রা ছোটদের পরামর্শ দিতেন, আয় বুঝে ব্যয় করো। ডিজিটাল দুনিয়ায় কিন্তু এমন সতর্কবার্তা দেওয়ার কেউ নেই। বরং পদে পদে আঁকড়ে ধরবে লোভ। কখনও ক্যাশব্যাকের, কখনও বাড়তি ছাড়ের। সেই লোভ সংবরণ করে এগোতে পারলেই জীবন হবে 'জিঙ্গালালা'।

# সিরিজ বাঁচানোর ম্যাচেও নজরে রোকো

বুধবারও ৫০ মিনিট প্র্যাকটিস করলেন রোহিত শর্মা।

**অ্যাডিলেড, ২২ অক্টোবর :** নতুন শুরু। নতুন ভাবনা। লক্ষ্য সিরিজ বাঁচানো। সঙ্গে বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা।

পারথের অপটাস ক্রিকেট মাঠে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া প্রথম একদিনের ম্যাচ এখন ইতিহাস। আর সেই ইতিহাস 'রোকো' জুটির জন্য মোটেও সুখের নয়। ওপেন করতে নেমে রোহিত করেছিলেন ৮। আর তিন নম্বরে নেমে কোহলি করেছিলেন ০। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে একদিনের ম্যাচের প্রথম শূন্য।

পারথ টু অ্যাডিলেড। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার পর এবার ক্রিকেট দুনিয়ার নজরে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া। বৃহস্পতিবার অ্যাডিলেড ওভালের মাঠে রয়েছে সিরিজের দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচ। যেখানে 'রোকো' জুটির দিকে দুনিয়ার নজর তো রয়েছেই। সঙ্গে রয়েছে প্রশ্ন, স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে টিম ইন্ডিয়া কি সিরিজ বাঁচাতে পারবে? জবাব আগামীকালই জেনে যাবে দুনিয়া। তার আগে আজ টিম ইন্ডিয়ার ঐচ্ছিক অনুশীলনে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক রোহিতের ইনটেন্ট, নেটে প্রায় ৫০ মিনিট ব্যাটিংয়ের ঘটনা থেকে স্পষ্ট, হিটম্যান রান পেতে মরিয়া। বিরাট আজ অনুশীলনে ছিলেন না। অধিনায়ক শুভমান গিলও অনুপস্থিত ছিলেন ভারতীয় দলের অনুশীলনে। কিন্তু যাঁরা ছিলেন, তাঁদের ইনটেন্ট ও সাফল্যের তাগিদ নজর এড়ায়নি মাঠে হাজির সাংবাদিকদের।

'রোকো'-র ব্যাটিং নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। ওরা সেরা ছন্দেই রয়েছে। টিম ইন্ডিয়ার সহকারী কোচ সীতাংশু কোটাক আজ সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে ঘোষণা করে দিয়েছেন। ব্যাট ধরেছেন টিম ইন্ডিয়ার সবচেয়ে দুই সিনিয়ারের হয়ে। আগামীকাল 'রোকো' জুটি রান পাবেন কিনা, পরের কথা। তাঁরা রান পেলে ২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপের লক্ষ্যে দলে জায়গা ধরে রাখার পথে কিছুটা অক্সিজেন পাবেন। আর ব্যর্থ হলে 'রোকো'-র একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচের ভবিষ্যতের উপর প্রশ্নচিহ্ন আরও জোরদারভাবে চলে আসবে। বিরাট-রোহিতদের নিয়ে দোলাচলের মাঝে আগামীকাল টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে একটি পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। ওয়াশিংটন সুন্দরের পরিবর্তে কুলদীপ যাদব দলে ঢুকতে পারেন বলে খবর। যদিও দলের তরফে প্রথম একাদশ নিয়ে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি।

সিরিজের প্রথম ম্যাচে জয়ের পাশাপাশি দল হিসেবে অজিরা অনেক বেশি গুছিয়ে নিয়েছে নিজেদের। মিচেল স্টার্ক, জোশ হ্যাজেলউডের দুর্দান্ত বোলিংয়ের পাশে অধিনায়ক মিচেল মার্শের ব্যাট হাতে ছন্দ, অজিদের জন্য বড় প্রাপ্তি। শুধু তাই নয়, আগামীকাল অ্যাডিলেডে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচের আসরে অ্যালেক্স ক্যারি ও অ্যাডাম জাম্পা প্রথম একাদশে ফিরছেন। প্রথম ম্যাচে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার জন্য ক্যারি অস্ট্রেলিয়ার দলে ছিলেন না। সদ্য বাবা হওয়ার কারণে পারথে খেলেননি জাম্পা। দুজনই আগামীকাল ফিরছেন বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটার ম্যাট রেনশ।

পারথের মতোই অ্যাডিলেডেও শেষ কয়েকদিন বৃষ্টি হয়েছে। যদিও আগামীকাল ম্যাচের সময় বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। কিন্তু তারপরও শেষ কয়েকদিনের বৃষ্টির কারণে অ্যাডিলেডের ড্রপ ইন পিচে স্যাঁতস্যাঁতে ভাব থাকার সম্ভাবনা। ফলে টস গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও ইতিহাস ও পরিসংখ্যান বলছে, অ্যাডিলেডের পিচ বরাবরই ব্যাটারদের সাহায্য করে থাকে। কোহলির অন্যতম প্রিয় ও পয়া মাঠ অ্যাডিলেড। যেখানে অতীতে ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটেই সফল হয়েছেন তিনি। আগামীকালও তিনি সফল হবেন কিনা, সেটাই এখন দেখার। তার আগে স্টার্ক-হ্যাজেলউডরা কিন্তু রোকো জুটিকে 'দেখে নেওয়ার' নীল নকশাও করে ফেলেছেন। পারথে শুরুতেই রোকো-র সঙ্গে অধিনায়ক শুভমান গিলকে ফিরিয়ে টিম ইন্ডিয়াকে অজিরা যে ধাক্কা দিয়েছিল, পরে সেটা সামলাতে পারেনি ভারত। বৃহস্পতিবার কী হয়, সেটাই এখন দেখার।

### চুম্বকে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া

- কুমার সাঙ্গাকারাকে টপকে ওডিআইয়ে রান সংগ্রাহকদের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছাতে কোহলির প্রয়োজন ৫৪ রান।
- একদিনের ক্রিকেটে ৩০০০ রান ক্লাবের সদস্য হওয়া থেকে ৫০ রান দূরে ট্রাভিস হেড।
- গ্লেন ম্যাকগ্রাথকে ছোঁয়ার জন্য মিচেল স্টার্কের প্রয়োজন আর ৫ উইকেট।
- অ্যাডিলেডের মাঠে ২০০৮ সালের জানুয়ারি মাসের পর অস্ট্রেলিয়া ভারতের বিরুদ্ধে জিততে পারেনি একদিনের ম্যাচে।

**অস্ট্রেলিয়া** বনাম **ভারত**

**দ্বিতীয় ওডিআই**

**সময় :** সকাল ৯টা
**স্থান :** অ্যাডিলেড
**সম্প্রচার :** স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

# 'পা রাখলে বাড়ির অনুভূতি হয়'

## অ্যাডিলেড নিয়ে আবেগে ভাসলেন বিরাট

**অ্যাডিলেড, ২২ অক্টোবর :** অ্যাডিলেড তাঁর পয়মন্ত মাঠ।

সাফল্যের তালিকা বেশ দীর্ঘ। তিন ফরম্যাট মিলিয়ে এখানে বিরাট কোহলি করেছেন পাঁচ-পাঁচটা শতরান। আর কোনও বিদেশি ক্রিকেটারের যে নজির নেই অ্যাডিলেডে। চারটি ওডিআই ম্যাচের দুইটিতেই শতরান! ব্যাটিং গড় ৬১! টেস্টে তিন অঙ্কের স্কোর তিনবার। ২০১৪ সালে অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক টেস্টের দুই ইনিংসে শতরানের নজির।

অতীতের যে সাফল্যের আত্মবিশ্বাস নিয়ে বৃহস্পতিবার ফের প্রিয় অ্যাডিলেডে নামছেন বিরাট কোহলি। পারথে প্রথম ওডিআই ম্যাচে ৮ বল খেলে খাতা খুলতে পারেননি। একরাশ শূন্যতা নিয়ে ফিরতে হয়েছিল। ব্যাটে-বলে মুখ থুবড়ে পড়ে ভারতীয় দলও। দল ও ব্যক্তিগতভাবে আগামীকাল ঘুরে দাঁড়ানোর মঞ্চ বিরাটের জন্য। প্রিয় অ্যাডিলেডে অতীতের সাফল্যকে ফিরিয়ে আনার চ্যালেঞ্জ।

অ্যাডিলেডে পা রাখা থেকে ফুরফুরে মেজাজে। প্র্যাকটিসে তুরীয় মেজাজে ব্যাট ঘোরাচ্ছেন। যে মেজাজের পিছনে অ্যাডিলেড-বিরাট রসায়ন। কোহলির কথায়, অ্যাডিলেডে পা রাখলে সবসময় ঘরোয়া অনুভূতি হয়। এবারও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। প্রিয় মাঠকে নিয়ে কোহলি বলেছেন, 'অ্যাডিলেডে খেলতে আমি সবসময় ভালোবাসি। কেন জানি না। কিন্তু ভালো লাগে। স্টেডিয়ামে পা রাখার পর সবসময় বাড়ির অনুভূতি অনুভব করি।'

প্রিয় অ্যাডিলেডে রানের খোঁজে বিরাট কোহলি।

বিরাটের জন্য বরাবর বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে এখানকার পিচও। পারথে অপটাস স্টেডিয়ামে বাড়তি পেস ও বাউন্সে মানিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়েছে ভারতীয় ব্যাটাররা। অ্যাডিলেডে সেখানে তুলনামূলক ব্যাটিং সহায়ক পরিস্থিতি। বিরাটের কথায়, অ্যাডিলেডে ব্যাটিং করা সবসময় উপভোগ করেছেন। নিজের ইনস্টাগ্রাম পোস্টে আরও বলেছেন, 'আগেও বলেছি, অ্যাডিলেডে পা রাখা এবং ব্যাটিং করা আমি সবসময় উপভোগ করি। এই মাঠ, এখানকার উইকেট বরাবর আমার প্রতি দয়ালু।'

নতুন বান্ধবী মাহিকা শর্মাকে নিয়ে মালদ্বীপে জন্মদিন উদ্‌যাপন করেছিলেন হার্দিক পান্ডিয়া। বুধবার সেই ছবি তিনি পোস্ট করে লিখলেন, 'ব্লেসড'।

# প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে ফিরছেন হার্দিক

**নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর :** চোট কাটিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে ফিরছেন হার্দিক পান্ডিয়া। চোটের জন্য এশিয়া কাপ ফাইনালে খেলতে পারেননি। তারপর থেকে বিশ্রামে। চলতি অস্ট্রেলিয়া সফরের দলে রাখা হয়নি হার্দিককে। বেঙ্গালুরুস্থিত বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রিহ্যাবের মধ্যে রয়েছেন। সমর্থকদের জন্য সুখবর, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সাদা বলের সিরিজেই ফিরছেন।

রিহ্যাব প্রক্রিয়া মাসখানেক আরও জারি থাকবে। তারপর মিলবে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনের ছাড়পত্র। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, প্রোটিয়া সিরিজের আগেই পুরোদস্তুর ম্যাচ হয়ে যাবেন হার্দিক। আগামী মাসে পূর্ণাঙ্গ ভারত সফরে আসছে প্রোটিয়া ব্রিগেড। ২টি টেস্ট ছাড়াও ৩টি ওডিআই এবং ৫টি টি২০ ম্যাচ খেলবে ভারতের বিরুদ্ধে।

গত এশিয়া কাপ চলাকালীন পায়ে চোট পান। অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন না পড়লেও লম্বা বিশ্রামের পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। দুবাই থেকে দেশে ফিরে শুরু হয় রিহ্যাব। দীপাবলির জন্য মাঝে কয়েকদিনের ছুটি কাটিয়ে আজ ফের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে যোগ দিয়েছেন। শুরু করেছেন অনুশীলন। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, চোট অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছেন। সপ্তাহ চারেকের মধ্যে ম্যাচ ফিট হয়ে যাবেন।

## সুযোগ হাতছাড়ায় নারাজ ফিলিপ

# লোকেশের বহুমুখী প্রতিভায় মুগ্ধ ম্যাকগ্রাথ

**অ্যাডিলেড, ২২ অক্টোবর :** নিজের কেরিয়ারে মুখোমুখি হয়েছেন শচীন তেন্ডুলকারের। শচীনের সঙ্গে তাঁর দ্বৈরথ আকর্ষণ ছড়িয়েছিল ক্রিকেট বিশ্বে। সামলেছেন ব্রায়ান লারা, জ্যাক কালিস, রাহুল দ্রাবিড়, কুমার সাঙ্গাকারাদের চ্যালেঞ্জ। সেই গ্লেন ম্যাকগ্রাথ মজেছেন শচীন-দ্রাবিড়দের উত্তরসূরি লোকেশ রাহুলকে নিয়ে। কিংবদন্তি অজি পেসারকে সবচেয়ে আকর্ষিত করে লোকেশের বহুমুখী প্রতিভা।

ক্রিকেট কেরিয়ারে কার্যত এক থেকে এগারো-প্রতিটি পজিশনে ব্যাটিং করেছেন। কখনও ওপেনার তো কখনও মিডল অর্ডার। দলের প্রয়োজনে উইকেটকিপিংয়ের গুরুভার নিতেও পিছপা হননি। বারবার দল থেকে বাদ পড়েছেন। কিন্তু হারিয়ে যাননি। ফিরে এসেছেন স্বমহিমায়। গৌতম গম্ভীর জমানায় টেস্ট এবং ওডিআই দলে নিয়মিত সদস্য। ম্যাকগ্রাথের কথায়, যে কোনও পজিশনে ব্যাটিংয়ের চ্যালেঞ্জ যেভাবে সামলান লোকেশ, তা প্রশংসনীয়। প্রশংসার দাবি রাখে প্রতিকূল পরিবেশ, পরিস্থিতিতে চওড়া ব্যাটে দলকে ভরসা জোগানো মানসিকতা, প্রচেষ্টা। গত কয়েকটি সিরিজে স্বপ্নের ফর্মে লোকেশ। ইংল্যান্ডের মাটি হোক বা ঘরের মাঠ-বিরাট, রোহিতের অবর্তমানে টেস্টে দলের ব্যাটিংয়ে কার্যত নেতৃত্ব দিচ্ছেন। পারথে অনুষ্ঠিত প্রথম ওডিআই টক্করেও টপ অর্ডারের ব্যর্থতার মাঝে ব্যতিক্রম।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে ম্যাকগ্রাথ বলেছেন, 'আমার ধারণা, লোকেশ বোধহয় ব্যাটিং অর্ডারে সমস্ত পজিশনেই ব্যাট করেছে। ওপেনিং থেকে শুরু করে লোয়ার অর্ডার। সবসময় ওর ব্যাটিং অর্ডার নড়াচড়া করা হয়েছে। এভাবে মানিয়ে নেওয়া সহজ নয়। ক্রিকেটারদের আত্মবিশ্বাস ধাক্কা খেতে পারে। কিন্তু লোকেশ একজন বহুমুখী ক্রিকেটার। যে কোনও পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিয়ে দলকে ভরসা জোগাচ্ছে।'

মিডল অর্ডারে ফের দলকে ভরসা দিতে তৈরি হচ্ছেন লোকেশ রাহুল। দলের বিপর্যয়ের মধ্যে প্রথম ম্যাচে ৩৮ রান এসেছিল তাঁর ব্যাট থেকে।

অপরদিকে, জোশ ফিলিপের মুখেও পরিস্থিতি, পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার কথা। জোশ ইনগ্লিসের অনুপস্থিতিতে পারথের প্রথম ওডিআই ম্যাচে অজি একাদশে ডাক। ব্যাটিং এবং উইকেটকিপিং, দ্বৈত ভূমিকায় যে সুযোগ কাজেও লাগান। দুইটি ক্যাচ নেওয়ার পাশাপাশি ৩৭ রান। এদিন বলেছেন, 'সুযোগ যদি আসে, আমার কাছে তা গর্ব, সম্মানের। সবসময় একটাই লক্ষ্য, পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে তা কাজে লাগানো।

> আমার ধারণা, লোকেশ বোধহয় ব্যাটিং অর্ডারে সমস্ত পজিশনেই ব্যাট করেছে। ওপেনিং থেকে শুরু করে লোয়ার অর্ডার। সবসময় ওর ব্যাটিং অর্ডার নড়াচড়া করা হয়েছে। এভাবে মানিয়ে নেওয়া সহজ নয়। ক্রিকেটারদের আত্মবিশ্বাস ধাক্কা খেতে পারে। কিন্তু লোকেশ একজন বহুমুখী ক্রিকেটার। যে কোনও পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিয়ে দলকে ভরসা জোগাচ্ছে।
>
> **গ্লেন ম্যাকগ্রাথ**

কেজ (অ্যালেক্স ক্যারি) ও ইনগো (ইনগ্লিস) দুইজনেই দুর্দান্ত প্লেয়ার। ওদের অনুপস্থিতিতে খেলার সুযোগ। আমার কাছে প্রাপ্তি।'

ফিলিপের মতে, এই দলে নিয়মিত না হলেও সতীর্থদের অনেকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বেশ ভালো। বিশেষত অধিনায়ক মিচেল মার্শের সঙ্গে। ফলে কখনও অস্বস্তি, আলাদা কোনও চাপ অনুভূত হয়নি। চাপমুক্ত হয়ে খেলেছেন পারথে ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম ম্যাচে। অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে খেলা বরাবরের স্বপ্ন। সেখানে দলের সাফল্যে অবদান রাখতে পারা বাড়তি পাওনা ফিলিপের কাছে।

**মহিলা বিশ্বকাপে আজ**

**ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড**

**সময় :** দুপুর ৩টা
**স্থান :** নভি মুম্বই
**সম্প্রচার :** স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

# ফিরছে ডালমিয়া স্মারক বক্তৃতা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ অক্টোবর :** উদ্যোগ সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের। আর সেই উদ্যোগের ফসল হিসেবে ফিরতে চলেছে জগমোহন ডালমিয়া স্মারক বক্তৃতা। ১৪ নভেম্বর থেকে ইডেন গার্ডেন্সে শুরু হতে চলেছে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট ম্যাচ। সেই টেস্ট ম্যাচের আগেই হবে ডালমিয়া স্মারক বক্তৃতার আসর। কে বক্তব্য রাখবেন, এখনও চূড়ান্ত হয়নি। জানা গিয়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকার কোনও প্রাক্তন ক্রিকেটারকে নিয়ে আসার চেষ্টা হচ্ছে। ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যতম শীর্ষকর্তা গ্রেম স্মিথের সঙ্গে এই ব্যাপারে যোগাযোগ রাখছে সিএবি। সৌরভ বলেছেন, 'ইডেনে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্টের আগেই ডালমিয়া স্মারক বক্তৃতা ফেরাতে চলেছি আমরা। কে বক্তব্য রাখবেন, কয়েকদিনের মধ্যে চূড়ান্ত হয়ে যাবে।' ২০১৯ সালে ইডেনে গোলাপি টেস্টের আসরে শেষবার ডালমিয়া স্মারক বক্তৃতার আসর বসেছিল। ছয় বছর পর ফের ক্রিকেটের নন্দনকাননে হতে চলেছে টেস্ট ও ডালমিয়া স্মারক বক্তৃতা। এসবের মধ্যেই দিন দুয়েক আগে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার আসন্ন টেস্টের জন্য অনলাইনে টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছিল। মোট টিকিটের ২৫ শতাংশ ছাড়া হয়েছিল বিক্রির জন্য। সিএবি সূত্রের খবর, অনলাইন টিকিট বিক্রিতে ভালো সাড়া মিলেছে।

এদিকে, বৃহস্পতিবার বাংলা দলের অনুশীলনে চমক হিসেবে থাকছে অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদের ফিটনেস পরীক্ষা।

## মহিলা বিশ্বকাপ বিপর্যয়ে তদন্ত

# পিসিবি ডিরেক্টর হয়তো মিসবাই

**লাহোর, ২২ অক্টোবর :** পাকিস্তান ক্রিকেট দলের ডিরেক্টর পদে বসতে চলেছেন মিসবা-উল-হক। ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর হেড কোচের দায়িত্ব সামলেছেন প্রাক্তন পাক অধিনায়ক। সূত্রের খবর, মিসবাকে এবার ডিরেক্টর পদে বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভি। নকভির বিশ্বাস, দীর্ঘদিন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সুনামের সঙ্গে খেলেছেন। অধিনায়ক, হেড কোচের মতো গুরুভার সামলেছেন। ফলে ডিরেক্টরের নয়া দায়িত্বের জন্য মিসবা যথাযথ।

দীর্ঘদিন দায়িত্ব সামলানোর পর উসমান ওয়ালা ডিরেক্টর (ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট অপারেশন) পদ থেকে সরে দাঁড়ান। এরপর পিসিবি-র তরফে নতুন ডিরেক্টর চেয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। মিসবা সহ একাধিক প্রাক্তন ক্রিকেটার আগ্রহ প্রকাশ করেন। সূত্রের খবর, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে মিসবার কথাবার্তা ইতিবাচক। শীঘ্রই সরকারিভাবে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হবে।

নকভির সঙ্গে মিসবার সম্পর্কের রসায়ন যথেষ্ট ভালো। বোর্ড প্রধানের ক্রিকেট সংক্রান্ত পরামর্শদাতা কমিটির (বাকিরা হলেন সরফরাজ আহমেদ, সিকান্দার বখত ও আকিব জাভেদ) অন্যতম সদস্য তিনি। ওডিআই অধিনায়কত্ব থেকে মহম্মদ রিজওয়ানকে সরানোর পিছনেও মিসবার প্রভাব ছিল বলে মনে করছে তথ্যাভিজ্ঞ মহল। এবার আরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে দেখা যাবে তাঁকে।

এদিকে, মহিলা বিশ্বকাপে পাকিস্তান দলের চূড়ান্ত ব্যর্থতা নিয়ে পর্যালোচনার নির্দেশ দিল পিসিবি। চার ম্যাচের প্রতিটিতে হেরে ছিটকে গিয়েছে মহিলা পাক দল। কেন দলের এই হতশ্রী পারফরমেন্স, তা খতিয়ে দেখতে এবার কাটাছেঁড়ার পালা। মঙ্গলবার দল বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গেই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন পিসিবি চেয়ারম্যান নকভি।

# নজির আসিফ, রাবাদার

**রাওয়ালপিন্ডি, ২২ অক্টোবর :** বল নয়, ব্যাট হাতে নজির গড়লেন কাগিসো রাবাদা। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে তিনি ১১ নম্বরে নেমে ৬১ বলে ৭১ রান করেন। যা প্রোটিয়াদের টেস্ট ইতিহাসে ১১ নম্বর ব্যাটারের সর্বাধিক রান। তিনি ব্যাট করতে নামার সময়ও পাকিস্তান প্রথম ইনিংসের ফলে ২৭ রানে এগিয়েছিল। সেখান থেকেই রাবাদা বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে সেনুরান মুথুস্বামীর (অপরাজিত ৮৯) সঙ্গে শেষ উইকেটে ৯৮ রান যোগ করেন। যা তাদের ৭১ রানের লিড এনে দিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা ৪০৪ রানে অল আউট হয়। ৯২ বছর পুরোনো রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন আসিফ আফ্রিদি (৭৯/৬)। ৩৮ বছর ২৯৯ দিন বয়সে প্রথম টেস্ট খেলতে নামা আসিফ বয়স্কতম অভিষেককারী হিসেবে ৫ উইকেট নিয়েছেন। তৃতীয় দিনের শেষে পাকিস্তান দ্বিতীয় ইনিংসে ৯৪/৪ স্কোরে দাঁড়িয়ে। ক্রিজে বাবর আজম (৪৯) ও মহম্মদ রিজওয়ান (১৬)।

৭৯ রানে ৬ উইকেট নিলেন আসিফ আফ্রিদি।

# ১২ বছর পর জয় জিম্বাবোয়ের

**হারারে, ২২ অক্টোবর :** আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্টে ইনিংস ও ৭৩ রানে জয় পেল জিম্বাবোয়ে। যা ঘরের মাঠে ১২ বছর পর তাদের প্রথম টেস্ট জয়ের স্বাদ এনে দিয়েছে। তৃতীয় দিনে আফগানিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংস ১৫৯ রানে গুটিয়ে দিতে বড় ভূমিকা নেন রিচার্ড এনগারাভা (৩৭/৫)। ৩ উইকেট নিয়েছেন ব্লেসিং মুজারাবানি। ইব্রাহিম জাদরান আফগানদের দ্বিতীয় ইনিংসে সর্বোচ্চ ৪২ রান করেন। প্রথম ইনিংসে আফগানিস্তান করেছিল ১২৭ রান। জবাবে জিম্বাবোয়ে প্রথম ইনিংসে থামে ৩৫৯ রানে। টেস্টের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন তাদের ওপেনার বেন কুরান (১২১)।

# ঈশানকে ফিরিয়ে আনতে তৎপর মুম্বই ইন্ডিয়ান্স

**নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর :** নীতা আম্বানির মুম্বই ইন্ডিয়ান্স সংসারে আবারও কি দেখা যাবে 'পকেটসাইজ ডিনামাইট' ঈশান কিষানকে? গত কয়েকদিন ধরে প্রশ্নটা ঘুরপাক খাচ্ছে আইপিএলের অন্দরমহলে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ফ্র্যাঞ্চাইজি সূত্রের খবর, সাফল্যের রাস্তায় ফিরতে ঈশানকে দলে ফেরাতে আগ্রহী আইপিএলের 'ব্লু ব্রিগেড'।

২০১৬ সালে গুজরাট লায়ন্স থেকে মুম্বইয়ে যোগদান। পরবর্তী সময়ে দলের অন্যতম অস্ত্র হয়ে ওঠা। কিছুটা অবাক করেই গতবার ঈশানকে ছেড়ে দেয় মেগা লিগের সফলতম ফ্র্যাঞ্চাইজি। এমনকি নিলামেও ঈশানের জন্য সেভাবে ঝাঁপাতে দেখা যায়নি মুম্বইকে। নিজেদের সেই 'ব্রাত্য' ঘোড়াকে ফেরাতেই নিলামের আগে 'ট্রেড উইন্ডোকে' কাজে লাগাতে চাইছে তারা। গত মেগা নিলামে ১১.২৫ কোটি টাকায় ঈশানকে নেয় সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। নয়া জার্সিতে অভিষেক ম্যাচে বিস্ফোরক শতরানও করেন। পরবর্তী সময়ে অবশ্য ধারাবাহিক ব্যর্থতায় ঝাড়খণ্ডের উইকেটকিপার-ব্যাটারকে নিয়ে কিছুটা হলেও মোহভঙ্গ কাব্যা মারানের দল। মুম্বই চাইছে নিলামের আগে আলোচনার মাধ্যমে ট্রেডে ঈশানকে নিতে। কথাবার্তাও হয়েছে, তবে পুরোটাই এখন প্রাথমিক স্তরে।

দক্ষিণ আফ্রিকার রায়ান রিকেলটন ২০২৫ লিগে মোটামুটি সফল মুম্বইয়ের হয়ে। তবে ঈশান ফিরলে দলের ভারসাম্য বাড়বে। বিদেশি ক্রিকেটারের ক্ষেত্রে বাড়তি বিকল্প তৈরি হবে। তাছাড়া ৩৮-এ পা রাখা রোহিত শর্মা কেরিয়ারের শেষ পর্যায়ে। কতদিন খেলবেন বলা মুশকিল। ফলে ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে চোখ ঈশানে।

দ্বিতীয় ওডিআইয়ের জন্য বোলিং অনুশীলনে ওয়াশিংটন সুন্দর।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সই শুধু নয়, চলতি ঘরোয়া ক্রিকেটে রানের মধ্যে থাকা ঈশানকে নিয়ে আগ্রহী রাজস্থান রয়্যালস, কলকাতা নাইট রাইডার্সও। সঞ্জু স্যামসন রাজস্থানে থাকতে চাইছেন না। বিকল্প ভাবনায় গোলাপি ব্রিগেডের চোখ ঈশানে। সূত্রের খবর, প্লেয়ার বিনিময় কিংবা আর্থিক চুক্তি, দুই বিকল্প নিয়ে আলোচনা চলছে। খবর, দৌড়ে এগিয়ে মুম্বই।

## চেন্নাইয়ের পথে ওয়াশিংটন

এদিকে, রবিচন্দ্রন অশ্বীনের শূন্যস্থান পূরণে ঘরের ছেলে ওয়াশিংটন সুন্দরকে পাওয়ার জন্য ঝাঁপিয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পাশাপাশি আইপিএল থেকে অবসর ঘোষণা করেছেন অশ্বীন। পরিবর্ত ভাবনায় সুন্দরকে নিতে চাইছে নারায়ণস্বামী শ্রীনিবাসন ব্রিগেড। প্রাথমিকভাবে অশ্বীনের সঙ্গে ট্রেডে রাজস্থান রয়্যালস থেকে সঞ্জুকে চেন্নাই নিতে পারে বলে শোনা গিয়েছিল। যদিও অশ্বীনের অবসর প্রেক্ষাপট বদলে দিয়েছে।

আপাতত চোখ গুজরাট টাইটান্সের ওয়াশিংটনে। খবর, শুভমান গিলের ফ্র্যাঞ্চাইজিও নাকি চেন্নাইয়ের যে প্রস্তাবে একপ্রকার রাজি। ধারাবাহিক সাফল্য সত্ত্বেও গুজরাটের টিম কম্বিনেশনে দলে নিয়মিত নন সুন্দর। গত লিগে মাত্র ৬টি ম্যাচ খেলেছেন। আগামীর ভাবনায় তরুণ ব্রিগেড তৈরিতে গুরুত্ব দিচ্ছে হলুদ ব্রিগেড। সেই ভাবনায় সুন্দরও রয়েছেন।

*আল নাসেরের বিরুদ্ধে গোলের পথে এফসি গোয়ার ব্রাইসন ফার্নান্ডেজ। ব্যাম্বোলিমে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের ম্যাচে বুধবার।*

### সাদিও-ফেলিক্সের দলের জালে বল ব্রাইসনের

# আল নাসেরের বিপক্ষে লড়ে হার এফসি গোয়ার

**এফসি গোয়া-১ (ব্রাইসন)**
**আল নাসের-২ (অ্যাঞ্জেলো, কামারা)**

**সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ২২ অক্টোবর :** গ্যালারিতে বিশাল ব্যানার, 'প্রাইড অফ ইন্ডিয়া'। নিজেদের নিয়ে গর্বের পাশাপাশি বোধহয় মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের জন্য একটা খোঁচাও ছিল। তবে সত্যিই গোয়ানদের গর্বিত করলেন তাঁদেরই ঘরের ছেলে ব্রাইসন ফার্নান্ডেজ।

মাত্র ১০ মিনিটে অ্যাঞ্জেলো গ্যাব্রিয়েলের প্রথম গোল। তখন মনে হচ্ছিল, গোয়ান ফুটবলের গরিমা ধূলিসাৎ হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। সেই ধারণাকে পোক্ত করতে ২৭ মিনিটে ২-০ করেন হারৌনে কামারা। এই রকম সময়ে হতোদ্যম হয়ে যায় যে কোনও দলই। সেখানে ভারতীয় ফুটবল তো এমনিই বিশ্ব ফুটবলে পিছিয়ে। তাও আবার খেলাটা বর্তমানে বিশ্বের সবথেকে ধনী ক্লাবগুলির অন্যতম আল নাসেরের বিপক্ষে। যে ক্লাবে খেলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর মতো মহাতারকা! এহেন দলের বিপক্ষে যখন ২ গোল খেয়ে পালটা মার দেওয়ার উদ্যোগ নেয় কেউ তখন অবশ্যই তার জন্য গর্বিত হওয়াই উচিত। বল দখলের লড়াইয়ে পেরে ওঠা অসম্ভব। তাই শুরুটা ৪-৪-২ ছকে করলেও দ্রুত ছক বদলে ৫ ডিফেন্সে নিয়ে আসেন মানোলো মার্কুয়েজ রোকা। সেসময় ক্রমাগত সন্দেশ ঝিংগানদের চাপে ফেলে গোলাগুলি ছুড়ে চলেছেন হলুদ জার্সিধারীরা। চোট পাওয়ায় জাভিয়ের সিভেরিওর বদলে ব্রাইসনকে নামাতে বাধ্য হন এফসি গোয়া কোচ। সেই নিখাদ ভারতীয় ব্রাইসনই ৪১ মিনিটে আল নাসেরের জালে বল রাখলেন একার চেষ্টায় বল টেনে নিয়ে গিয়ে। কোণাকুণি শটে আল নাসের গোলকিপার বেন্টোকে হার মানানোর আগে কাটিয়ে নেন নিজের মার্কারকেও। এই ব্রাইসনই গত মরশুমের আইএসএল ও সুপার কাপে গোল করে দলের জয় এনে দেন মোহনবাগানের বিপক্ষে। এরপরের লড়াইটা দুর্দান্ত লড়লেন গোলরক্ষক ঋতিক তিওয়ারি ও এফসি গোয়া ডিফেন্স। এমনকি ৬৭ মিনিটে বরিস সিং থাংজাম একা গোলকিপারকে পেয়েও তাঁর গায়ে মেরে সুযোগ নষ্ট না করলে হয়তো ম্যাচটা ২-২ হতেও পারত। ৯৩ মিনিটে ডেভিড টিমোর লাল কার্ড দেখলেও ডিফেন্স ভাঙেনি গোয়ার।

রোনাল্ডো নাও আসতে পারেন আঁচ করেই নাকি ধীরে ধীরে গোয়ার ফুটবলের প্রতি আগ্রহ কমছে, বলা মুশকিল। তবে ফতোরদার জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামের গ্যালারির কিছু অংশ এরকম ম্যাচেও বেশ খালি। উপস্থিত দর্শকদের বেদনা বাড়িয়ে কোচ জোরগে জেসুস শুরুতে বেঞ্চেই রাখেন সাদিও মানে, জোওয়াও ফেলিক্স, কিংসলে কোমানদের। হয়তো বাড়তি গা ঘামাতে চায়নি আল নাসের কিন্তু এফসি গোয়ার লড়াইও বহুদিন মনে থাকবে।

# সুপার কাপ ডার্বি নিয়ে ভাবছেন না আপুইয়া

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ অক্টোবর :** আইএফএ শিল্ড জিতে গুমোটভাব কেটে ফুরফুরে মেজাজে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। বুধবার সন্ধ্যায় সবে অনুশীলন শেষ হয়েছে। ড্রেসিংরুম থেকে বেরিয়ে পরিচিত সাংবাদিকদের উদ্দেশে হাসিমুখে হাত নেড়ে চলে গেলেন দিমিত্রিস পেত্রাতোস। কয়েক মিনিট পর আপুইয়া যখন সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত, তখন সেটা দেখে মজা করেই জেসন কামিন্সের উক্তি, 'আপুইয়া দলের মহাতারকা।' অজি তারকার পিছনে দাঁড়ানো টম অ্যালড্রেড আপুইয়াকে হাসানোর চেষ্টা করে গেলেন। এইসব টুকরো ছবিই বলে দিচ্ছিল, শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়ে মোহনবাগান খেলোয়াড়দের শরীরী ভাষায় কতটা পরিবর্তন হয়েছে।

গোয়া রওনা দেওয়ার আগে বুধবার কলকাতায় শেষ প্রস্তুতি সেরে ফেলল মোহনবাগান। বৃহস্পতিবার দুপুরে গোয়ার উদ্দেশে রওনা দেবেন দিমিরা। কলকাতায় শেষ দফার প্রস্তুতিতে দুই দলে ভাগ করে ফুটবলারদের ম্যাচ খেলালেন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। অনুশীলনে ফুটবলারদের বেশ হাসিখুশি দেখা গিয়েছে। পূর্ণশক্তির দল নিয়েই গোয়া যাচ্ছেন বাগান কোচ। সুপার কাপে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল একই গ্রুপে। ফলে আইএফএ শিল্ড ফাইনালের ১৩ দিনের মাথায় আবারও দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মুখোমুখি হচ্ছে। তবে সেই ম্যাচ নিয়ে এখনই ভাবতে নারাজ শিল্ড ফাইনালের গোলস্কোরার আপুইয়া। অনুশীলন শেষে তিনি বলেছেন, 'এখনই ডার্বি নিয়ে ভাবার সময় হয়নি। তার আগে গ্রুপে চেন্নাইয়ান এফসি ও ডেম্পোর সঙ্গে ম্যাচ রয়েছে। আমরা একটা ম্যাচ ধরে চিন্তা করছি।'

সুপার কাপে মোহনবাগান ছাড়াও এফসি গোয়া, ইস্টবেঙ্গল ও বেঙ্গালুরু এফসি-কে ফেভারিট হিসেবে মনে করছেন বাগানের মিডফিল্ড জেনারেল। তিনি বলেছেন, 'আইএফএ শিল্ড জিতে আমাদের আত্মবিশ্বাস আরও বেড়ে গিয়েছে। সুপার কাপে আমরা ছাড়াও এফসি গোয়া চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অন্যতম বড় দাবিদার। ওরা গত মরশুমের দলটা ধরে রেখেছে। এছাড়াও ইস্টবেঙ্গল ও বেঙ্গালুরু এফসি খুব ভালো দল গড়েছে।' সুপার কাপে প্রতিটি দল ছয় বিদেশি খেলাতে পারবে। এই নিয়ে আপুইয়া বলেছেন, 'আমরা চার বিদেশিতে খেলেছি। তবে ছয় বিদেশি নিয়ে খেলতে কোনও অসুবিধা নেই।'

> সুপার কাপে আমরা ছাড়াও এফসি গোয়া চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অন্যতম বড় দাবিদার। ওরা গত মরশুমের দলটা ধরে রেখেছে। এছাড়াও ইস্টবেঙ্গল ও বেঙ্গালুরু এফসি খুব ভালো দল গড়েছে।
>
> আপুইয়া

এদিকে, বৃহস্পতিবার বিকেলে আইএফএ শিল্ড আসছে মোহনবাগান ক্লাব তাঁবুতে। শিল্ড ফাইনালের দিন টেকনিকাল কারণে বাগান ফুটবলারদের চ্যাম্পিয়নের স্মারক দেওয়া হয়নি। পরে মোহনবাগান ক্লাবকে স্মারকগুলি পাঠিয়ে দেওয়া হবে বলে জানান আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত।

*সুপার কাপের অনুশীলনে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের মিডফিল্ডার আপুইয়া। বুধবার।*

### নারোডিটস্কির মৃত্যু-ইস্যু

## ক্রামনিকের দিকে আঙুল নিহালের

**নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর :** রবিবার প্রয়াত হয়েছেন মার্কিন দাবাড়ু ড্যানিয়েল নারোডিটস্কি। এবার তাঁর মৃত্যুর জন্য কিংবদন্তি রাশিয়ান দাবাড়ু ভ্লাদিমির ক্রামনিককে দায়ী করলেন ভারতের উদীয়মান দাবাড়ু নিহাল সারিন।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নিহাল বলেছেন, 'ক্রামনিক আক্ষরিক অর্থেই নারোডিটস্কির জীবন কেড়ে নিয়েছেন। মার্কিন দাবাড়ুর শেষ ম্যাচগুলি আমার সঙ্গে খেলেছিল। তখন নারোডিটস্কি জানিয়েছিল, ও বেশ চাপের মধ্যে রয়েছে। ক্রামনিক ওর বিরুদ্ধে প্রতারণার ভিত্তিহীন অভিযোগ এনেছিল। উনি কিংবদন্তি খেলোয়াড়। কিন্তু এই ধরনের আচরণ করে নিজের ভাবমূর্তি নষ্ট করছেন।'

মার্কিন দাবাড়ু নারোডিটস্কির মৃত্যুর আসল কারণ প্রকাশ্যে আনতে চাননি তাঁর পরিবারের সদস্যরা। মার্কিন দাবাড়ুর প্রয়াণের পর সমাজমাধ্যমে ক্রামনিক লিখেছেন, 'ড্রাগস নেবেন না।' এই পোস্ট দেখার পর বিশ্ব দাবার মহলে রাশিয়ান দাবাড়ুকে নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়েছে। এমনকি আন্তর্জাতিক দাবা সংস্থার সিইও এমিল সুটোভস্কি সরাসরি বলেছেন, 'নারোডিটস্কির মৃত্যুর পর ক্রামনিকের আচরণ একদমই মেনে নেওয়া যায় না।'

## ভারত-পাক কাবাডিতে করমর্দন নাটক

**মানামা, ২২ অক্টোবর :** প্রথমে না। কিন্তু পরে হ্যাঁ। তৃতীয় এশিয়ান যুব গেমস কাবাডিতে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে করমর্দন নিয়ে নাটক দেখা গেল। ম্যাচের শুরুতে টসের সময় ভারত অধিনায়ক ইশান্ত রাঠি পাক অধিনায়কের সঙ্গে হাত মেলাননি। পাক অধিনায়ক হাত বাড়ালেও তিনি এড়িয়ে যান। ম্যাচেও একতরফা দাপট দেখায় ভারতীয়রা। তারা ৮১-২৬ পয়েন্টে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে দেয়। কিন্তু শুরুতে হাত না মেলালেও ম্যাচের পরে অবশ্য অন্য দৃশ্য দেখা গিয়েছে। ম্যাচ শেষে দুই দলের খেলোয়াড়রা পরস্পরের সঙ্গে করমর্দন করেন।

*ম্যাচের আগে হাত বাড়িয়েও গুটিয়ে নিতে হল পাকিস্তান অধিনায়ককে।*

আপাতত এশিয়ান যুব গেমস কাবাডিতে শীর্ষস্থানে রয়েছে ভারত। তারা পাঁচ ম্যাচের সবকয়টিতেই জয় পেয়েছে। ইরান রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে।

# বড় জয় পিএসজি, আর্সেনালের

**ভিয়ারিয়াল, লেভারকুসেন, ও লন্ডন, ২২ অক্টোবর :** ভিয়ারিয়ালকে ২-০ গোলে হারিয়ে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জয়ের সরণিতে ফিরল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। ম্যাচে গোল করেছেন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড ও বার্নার্ডো সিলভা। ক্লাব ও দেশের হয়ে এই নিয়ে টানা ১২টি ম্যাচে গোল করলেন নরওয়ের তারকা স্ট্রাইকার হাল্যান্ড। আগে এই রেকর্ড ছিল শুধুমাত্র ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর। এই ম্যাচে আরও একটি কৃতিত্ব অর্জন করেছেন হাল্যান্ড। ভিয়ারিয়ালের বিরুদ্ধে ৫৩তম চ্যাম্পিয়ন্স লিগ গোল করলেন তিনি। তাও মাত্র ৫১ ম্যাচ খেলে। সেই সুবাদে প্রতিযোগিতার ইতিহাসে শীর্ষ ১০ গোলস্কোরারের মধ্যে জায়গা করে নিলেন হাল্যান্ড।

আরেকটি ম্যাচে গোলের তাণ্ডব চালাল প্যারিস সাঁ জাঁ। বেয়ার লেভারকুসেনের বিরুদ্ধে ৭-২ গোলে জিতল চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। দুই দলের একজন করে ডিফেন্ডার লাল কার্ড দেখেন। ১০ জনের ম্যাচে প্যারিসের ক্লাবটির হয়ে গোল করেন উইলিয়ান পাচো, দেজিয়ে দুয়ে (২), কভিচা কাভারাতস্কেইয়া, নুনো মেন্ডেজ, ওসমানে ডেম্বেলেও ভিটিনহা। লেভারকুসেনের হয়ে অ্যালেক্স গার্সিয়া জোড়া গোল করেন। এই জয়ের সঙ্গে সঙ্গেই চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এক ক্যালেন্ডার বছরে সর্বাধিক গোলের নজির গড়ল পিএসজি। ২০০২ সালে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ৩৮ গোল করে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। এই জয়ের পর ২০২৫ সালে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পিএসজি-র গোল দাঁড়াল ৪৫।

ঘরের মাঠে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের বিরুদ্ধে ৪-০ গোলে জিতল আর্সেনাল। ম্যাচের প্রথমার্ধ দেখে আশা করা হয়েছিল, যথেষ্ট লড়াই হবে। কিন্তু ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে অ্যাটলেটিকোকে গোলের মালা পরাল প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটি। ভিক্টর গিয়োকেরেস জোড়া গোল করেন। আর্সেনালের বাকি গোল দুইটি গ্যাব্রিয়েল মাগালহায়েস, গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লির।

এদিকে, মঙ্গলবার রাতে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে রবার্ট লেওয়ানডস্কি, রাফিনহাদের অভাব বুঝতেই দেননি ফের্মিন লোপেজ। অলিম্পিয়াকোসের বিরুদ্ধে বার্সেলোনার ৬-১ গোলে জয়ের রাতে হ্যাটট্রিক করে একাই বিপক্ষের রক্ষণ তছনছ করে দিয়েছেন। একইসঙ্গে বার্সার প্রথম স্প্যানিশ ফুটবলার হিসাবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মঞ্চে এক ম্যাচে তিন গোল করার কৃতিত্ব অর্জন করলেন তিনি। কাতালান ক্লাবটির হয়ে এখনও পর্যন্ত ৬০০-র বেশি স্প্যানিশ ফুটবলার খেলেছেন। তবে ফের্মিনের আগে কেউই চ্যাম্পিয়ন্স লিগে হ্যাটট্রিক করতে পারেননি।

### অনন্য নজির গড়লেন ফের্মিন

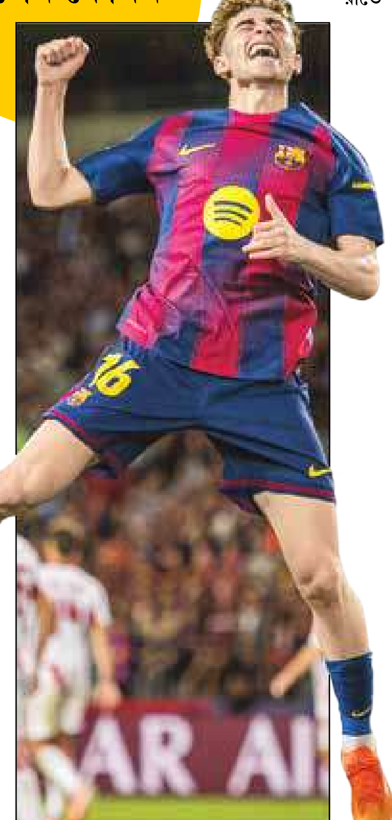

*জোড়া গোল করে প্যারিস সাঁ জাঁ-র দেজিরে দুয়ে। (বাঁয়ে) হ্যাটট্রিকের আনন্দে বার্সার ফের্মিন লোপেজ।*

**ফলাফল**

| |
|---|
| বার্সেলোনা ৬-১ অলিম্পিয়াকোস |
| বেয়ার লেভারকুসেন ২-৭ প্যারিস সাঁ জাঁ |
| ভিয়ারিয়াল ০-২ ম্যাঞ্চেস্টার সিটি |
| আর্সেনাল ৪-০ অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ |
| পিএসভি আইন্দহোভেন ৬-২ নাপোলি |
| নিউক্যাসল ইউনাইটেড ৩-০ বেনফিকা |
| এফসি কোপেনহেগেন ২-৪ বরুসিয়া ডর্টমুন্ড |
| ইউনিয়ন সেন্ট গিল্লোইসে ০-৪ ইন্টার মিলান |
| এফসি কাইরাত ০-০ এফসি পাফোস |

## ফেডারেশনকে চিঠি ইস্টবেঙ্গলের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ অক্টোবর :** মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট নিজেদের গ্রুপ পর্যায়ের তিনটি ম্যাচই খেলবে ফতোরদার জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে। সেখানে ইস্টবেঙ্গলকে প্রথম দুই ম্যাচই খেলতে হবে ব্যাম্বোলিমের জিএমসি স্টেডিয়ামে। দুই দলের মধ্যে শেষ ম্যাচ অর্থাৎ ডার্বি ফতোরদায়। অর্থাৎ প্রথম দুই ম্যাচ খেলে মাঠের সঙ্গে সড়োগড়ো হওয়া তো বটেই, ভালো মাঠের সুবিধাও পাবে মোহনবাগান। এরই প্রতিবাদ জানিয়ে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে চিঠি দিল ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্ট।

যা খবর তাতে ইস্টবেঙ্গল ফেডারেশনকে চিঠি দিয়ে একটি ম্যাচ ফতোরদায় খেলতে চেয়েছে। এখন দেখার তাঁদের এই আবেদনে এআইএফএফ সাড়া দেয় কিনা। আর দিলেও তার কী প্রতিক্রিয়া দেখায় মোহনবাগান। এছাড়া নিজেদের অনুশীলনের মাঠ নিয়েও খানিকটা ক্ষোভ রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের। তারা আছে নর্থ গোয়ায়। অথচ অনুশীলন করতে হচ্ছে প্যাক্স অফ নাগোয়ার মাঠে। যা বাগা সমুদ্র সৈকত থেকে অনেকটা দূরে। ভাস্কো থেকে মারগাঁও যাওয়ার পথে হাইওয়ের উপর। তাই বাগা বা অন্তত পানাজির কাছেপিঠে মাঠ চাইছে ইস্টবেঙ্গল। এই বিষয়েও এখনও তেমন কোনও সদর্থক উত্তর তারা পায়নি স্থানীয় আয়োজকদের কাছ থেকে।

এছাড়া গোটা দলই এখন আইএফএ শিল্ড ফাইনালে হারের ধাক্কা কাটিয়ে কঠোর অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছে সুপার কাপের জন্য। দলে ফিটনেস নিয়েও কোনও সমস্যা নেই বলে সূত্রের খবর।

# সন্দীপের পাশে নেই ক্লাব

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ অক্টোবর :** সন্দীপ নন্দী-অস্কার ব্রুজোঁর দ্বন্দ্বে সরগরম কলকাতা ময়দান। এই পরিস্থিতিতে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট না করলেও এটুকু বুঝিয়ে দেওয়া হল এই ইস্যুতে ক্লাবকে পাশে পাচ্ছেন না সন্দীপ।

আইএফএ শিল্ড ফাইনালে টাইব্রেকারে হারের পর থেকেই লাল-হলুদ হেডকোচ ব্রুজোঁ ও দলের গোলকিপার কোচ সন্দীপের মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়ি অব্যাহত। ব্রুজোঁর প্রতি বিষোদ্গার করে লাল-হলুদ শিবির ছেড়েছেন সন্দীপ। বিষয়টা এখানেই থেমে নেই। অস্কারকে নিয়ে একের পর এক অভিযোগ করেই চলেছেন তিনি। গোটা ঘটনায় বেশ অস্বস্তিতে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব।

সরাসরি না বললেও বুধবার সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে ক্লাবের তরফে বুঝিয়ে দেওয়া হল গৃহযুদ্ধের আবহে সন্দীপের পাশে নেই তারা। লাল-হলুদ শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার বলেছেন, 'ইস্টবেঙ্গল দলে নেতা একজনই, অস্কার ব্রুজোঁ। তিনি যে সিদ্ধান্ত নেবেন সেটাই চূড়ান্ত। তাঁর ওপর আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে।' তিনি আরও বলেছেন, 'অস্কারের প্রশিক্ষণে ভালো খেলছে দল। অনেকদিন পর ডার্বিতে দাপট দেখিয়ে খেলেছে। আমাদের অনুরোধ এই সময়ে বিতর্ক দূরে সরিয়ে দলের পাশে থাকুন। যাতে সুপার কাপে আমরা সাফল্য পাই।' এই মুহূর্তে প্রাক্তন গোলকিপারের সঙ্গে আলোচনায় বসার কোনও পরিকল্পনা নেই বলেও জানান দেবব্রত। বলেছেন, 'সন্দীপ লিখিতভাবে আমাদের কোনও অভিযোগ জানায়নি। আমাকে ফোন করেছিল। আমি বলেছি, সামনে সুপার কাপ। এর মধ্যে এই নিয়ে কোনও আলোচনা চাইছি না।'

এদিকে, ইস্টবেঙ্গলের তরফে সামাজিক মাধ্যমে জানানো হয়েছে, 'পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে সন্দীপ নন্দীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়েছে।' তবে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে সন্দীপ বলেছেন, 'ইস্টবেঙ্গলের গোলকিপার কোচের পদ থেকে আমি ইস্তফা দিইনি। আমি জানিয়েছি ব্রুজোঁর সঙ্গে কাজ করব না। উনি প্রকাশ্যে আমাকে অপমান করেছেন। তাই এই মুহূর্তে আমি দল থেকে সরে দাঁড়িয়েছি। আমিও মন থেকে চাই সুপার কাপে দল সাফল্য পাক। সুপার কাপ খেলে দল ফেরার পর অপমানের জবাব আমি দেব।' ফলে জল যে আরও অনেক দূর গড়াবে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

**স্মরণসভা**

প্রিয় স্বজন,
বাবুয়ার কথা বলব, গুকে ভাবব, বাবুয়ার জন্যই আসুন একত্রিত হই, ২৪শে অক্টোবর, শুক্রবার সন্ধে ৫.৩০ মিনিটে, জলপাইগুড়ির কেরানিপাড়ার বাড়িতে।
ইতি
মন্তু, বুবলি, হিয়া,
সৈকত, অরিন্দম, মিহি

বিজ্ঞাপন

**ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন দার্জিলিং-এর এক বাসিন্দা**

পশ্চিমবঙ্গ, দার্জিলিং - এর একজন বাসিন্দা উমেশ কুমার ভাগত - কে 22.07.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 35C 61025 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভের আনন্দ ভাষায় ব্যক্ত করা আমার পক্ষে অনেক কঠিন। আশ্চর্যজনক বিষয় হল এত স্বল্প পরিমাণ বিনিয়োগও একটি বড়ো দরজা খুলে দিতে পারে। এই জয় আমার জীবন বদলে দেবে এবং আমি জানি আরও অনেকে এই পথ অনুসরণ করবে। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

*ট্রফি নিয়ে ডেঞ্জার বয়েজ। ছবি : প্রতাপকুমার ঝা*

## চ্যাম্পিয়ন ডেঞ্জার বয়েজ

**জামালদহ, ২২ অক্টোবর :** কালীপুজো উপলক্ষ্যে নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাবের ৮ দলীয় একদিনের ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল ডেঞ্জার বয়েজ। ফাইনালে তারা ৪ রানে আয়োজকদের হারিয়েছে। প্রথমে বয়েজ ৮ ওভারে ৫ উইকেটে ৯৪ রান তোলে। জবাবে নেতাজি ৩ উইকেটে ৯০ রানে আটকে যায়। ফাইনালের সেরা সমীরণ দাস। প্রতিযোগিতার সেরা ধীরাজ বর্মন।

## প্রথম বিপ্রতীপ, মুলটি

**দিনহাটা, ২২ অক্টোবর :** দিনহাটা মহামায়াপাট ব্যায়াম বিদ্যালয়ের জেলা ভারোত্তলনে পুরুষদের বিভিন্ন ওজন বিভাগে প্রথম হয়েছেন যথাক্রমে বিপ্রতীপ বর্মন (৭১ উর্ধ্ব কেজি), সাধন বর্মন (৭১ কেজি), কার্তিক মহন্ত (৬৫ কেজি), আদিত্য সাহা (৫৫ কেজি)। মহিলাদের ৮৫ কেজি ওজন বিভাগে মুলটি দেবনাথ। সেরা লিফটারের পুরস্কার পেয়েছেন আদিত্য। রিদমিক যোগাসনে ছেলেদের বিভাগে প্রথম অনির্বাণ কর্মকার। মেয়েদের মধ্যে প্রথম জাগৃতি আচার্য।

## হারল ইকেএফসি

**মাদারিহাট, ২২ অক্টোবর :** শালকুমার একাদশের সেফালি নট্ট ও সুলতান রহমান ট্রফি ৮ দলীয় শালকুমার ফ্রেন্ডশিপ চ্যাম্পিয়ন কাপ ফুটবলে ফাইনালে উঠল অসমের রাইমোনি ফ্রেন্ডস এফসি। বুধবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৪-১ গোলে কোচবিহার ইকেএফসি-কে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ম্যাচের সেরা ফ্রেন্ডসের গোলকিপার সোহরান মুসাহারি। শুক্রবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে খেলবে ভুটানের পাকসাম এফসি ও বাংলাদেশ বর্ডারের যুব সংঘ।